চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 09 July 2019 ■ আগরতলা, ৯ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ২৩ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের অন্তিম দিনে

সাতচাঁদ ও সোনামুড়ায় ব্যাপক হিংসা গাড়ি ভাঙচুর, মারধরে আহত বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। সোমবার ছিল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দাখিল করার অন্তিম দিন। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মনোনয়নপত্র দাখিলকে কেন্দ্র ব্যাপক হিংসার খবর মিলেছে। সাব্রুমের সাতচাঁদ এবং সোনমুড়ায় কমলনগরে বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল করতে বাধা দেওয়া হয়। তাতে গন্ডগোল বাঁধে। মারধর করা হয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থী এবং কর্মী সমর্থকদের। দুটি জায়গাতেই হামলার অভিযোগ শাসক দলের বিরুদ্ধে।

সংবাদে প্রকাশ, সোমবার সাব্রুমের সাতচাঁদ ব্লকের বিডিও অফিসের সামনেই কংগ্রেস প্রার্থীদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। সেই সাথে সেখানে সিপিএম প্রার্থীদের উপরও হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিন অনেক প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেনি। কংগ্রেস ও সিপিএম উভয় দলের তরফ থেকেই এদিনের ঘটনার জন্য বিজেপিকে দায়ি করা হয়েছে। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানদের সমানেই এই হামলা ও আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বেশ কয়েকজন প্রার্থীকে মারধরও করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

অন্যদিকে, সোনামুড়ার কমলনগরে এদিন কংগ্রেস ও সিপিএমের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করতে গেলে সেখানে আক্রমণের মুখোমুখি হয়। ছয়টি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। ওই গাড়িগুলিতে করে প্রার্থী ও দলীয় কর্মীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করতে যাচ্ছিলেন। সেখানেও প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেনি বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় বিশাল সংখ্যায় টিএসআর এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের। যদিও, এখানে হামলার সাথে জড়িত কাউকেই পুলিশ শনাক্ত করতে পারেনি।

প্রসঙ্গত, আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার সমাপ্ত হলো মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিনা প্রতিদন্ধিতায় বেশ কিছু আসনে ইতিমধ্যে বিজেপি প্রার্থীদের জয় সুনিশ্চিত হয়েগেছে ধলাই জেলায়। ধলাই জেলার তিনটি ব্লক যথাক্রমে আমবাসা, সালেমা ও দুর্গাচৌমুহনী মিলিয়ে মোট আসন গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৯৩ টি। পঞ্চায়েত সমিতির ৩১ টি ও জেলা পরিষদের ১৩ টি। প্রত্যাশামত সব কটি আসনে রয়েছে বিজেপি প্রার্থিরা।আমবাসা ব্লকের অন্তর্গত ৬৩ টি আসনের মধ্যে ৩৭ টি আসনে লড়াই হবে। এর মধ্যে কংগ্রেস ১৬ টি, সি পিআইএম ২০ টি ও নির্দল প্রার্থী রয়েছে ১ টি আসনে। সালেমা ব্লকের অন্তর্গত ১০৩ টি আসনের মধ্যে একটি আসনেও প্রার্থি দেয়নি বিরোধিরা। দুর্গাচৌমুহনী ব্লকের অধিন গ্রামপঞ্চায়েতের ২২৭ টি আসনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রসাদ যোজনায় অন্তর্ভুক্ত মা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। পর্যটনের বিকাশে প্রসাদ যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির। উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ভীষণ প্রসিদ্ধ। তাই, পর্যটন উন্নয়নে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ডিপিআর মিলতেই অর্থ বরাদ্দ করা হবে বলে লোকসভায় জানালেন পর্যটন রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল।

আজ লোকসভায় সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা ও বিজয় কুমার দুবে-র উত্থাপিত প্রশের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, স্বদেশ দর্শন স্কীমের অন্তর্গত সারা দেশে পর্যটন ক্ষেত্রের প্রসারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাতে, আধ্যাত্মীক কেন্দ্রও স্থান পেয়েছে। তাঁর কথায়, রামায়না সার্কিট, কৃষ্ণা সার্কিট, বুদ্ধিষ্ট সার্কিট, তির্থাঙ্কর সার্কিট এবং সুফি সার্কিট এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল বলেন, তীর্থযাত্রা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩০ বছর পর পুলিশের জালে খুনের আসামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। দীর্ঘ ৩০ বছর পর খুনের মামলায় অভিযুক্তকে ত্রিপুরা পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৮৭ সালে বর্তমান দক্ষিণ জেলার শিলাইছড়ি এলাকায় নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন তৎকালীন গ্রামপ্রধান অরুণবরণ চাকমা । ওই খুনের ঘটনায় পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল । তাঁদের মধ্যে চারজনকে পুলিশ ওই সময় গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছিল । কিন্তু, কেউজাই মগ তখন পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল।

দীর্ঘ বছর পর গতকাল তাকে আমবাসা থানাধীন লালছড়া জুমিয়া কলোনি এলাকায় গ্রেফতার করেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার ঐতিহ্যবাহি খারচি পূজা ও উৎসব। এর আগে সোমবার হয়েছে জারি পূজা। চৌদ্দদেবতা মন্দির থেকে তোলা নিজস্ব ছবি।

রাজনৈতিক হিংসায় ত্রিপুরা প্রথম ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। শিক্ষা, পর্যটন বা উন্নয়নে নয়, উত্তরপূর্বাঞ্চলের সকল রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা প্রথম হয়েছে হিংসায়। সোমবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে পিসিসি সভাপতি প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন এই দাবি করেন। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দাখিলে অন্তিম দিনেও বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে। এরজন্য তিনি শাসক দল বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

পিসিসি সভাপতি বলেন, ক্ষমতাসীন বিজেপির গুন্ডারা কংগ্রেসের প্রার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছিল। বিশলগড়, সোনামুড়া, সাচচাঁন্দ আরডি ব্লকে কংগ্রেস প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে আইপিএস অফিসারের সামনে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের সামনে হামলা চালানো হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্ণাটক সঙ্কট নিয়ে বিজেপি-কংগ্রেস তরজা মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা ২১জন কংগ্রেস মন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু/নয়াদিল্লী, ৮ জুলাই।। কর্ণাটকে রাজনৈতিক সঙ্কট নিয়ে উত্তপ্ত লোকসভা। বিষয়টি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এর পেছনে বিজেপির হাত রয়েছে বলে সোমবার দাবি করেছেন তিনি। কংগ্রেসের এমন দাবির বিরোধীতা করেন বিজেপির নেতা তথা প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। কর্ণাটকে কংগ্রেস-জেডি(এস) জোট সরকারে যে রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে তাতে কোনও ভাবেই বিজেপি জড়িত নয়। সোমবার এমনই দাবি করলেন বিজেপি নেতা রাম মাধব।

কর্ণাটকে বিধায়কদের পর এবার ইস্তফা দিলেন ২১ জন কংগ্রেস মন্ত্রী। তারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছে বলে সোমবার জানিয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া। ইস্তফা দেওয়া বিধায়কদের ফিরে আসতে বললেন কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল। শনিবার বিধায়ক পদ ইস্তফা দেন ১০ কংগ্রেস বিধায়ক। অন্যদিকে জেডি(এস) থেকে ইস্তফা দেয় আরও তিনজন বিধায়ক। এমন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস-জেডি(এস) জোট সরকারকে বাঁচানোর জন্য বিক্ষুব্ধদের ফিরে আসার আহ্বান জানালেন কে সি বেণুগোপাল। কর্ণাটকে কংগ্রেস-জেডি(এস) জোট সরকারে সঙ্কট নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। নিজের দোষের জন্য কর্ণাটকে ডুবছে কংগ্রেস বলে ট্যুইটারে দাবি করেছেন তিনি। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেছেন, সরকারের স্থায়িত্বতা নিয়ে কোনও প্রকার সংশয় নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলেছে কংগ্রেস-জেডি(এস) জোট। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া উচিত এইচ ডি কুমারস্বামী। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই জানালেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পা। বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে না পারলে বিরোধী বেঞ্চে বসবে কংগ্রেস। কর্ণাটকে রাজনৈতিক সঙ্কট নিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সাংসদ সইদ নাসের হুসেন। মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীর মন্ত্রিসভা পুনর্বিবেচনার জন্য সোমবার ইস্তফা দিলেন কর্ণাটকের নয় জেডি(এস) মন্ত্রী। এদিন মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের ২১ জন মন্ত্রীর ইস্তফা দেওয়ার পর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন সকল জেডি(এস) মন্ত্রী। কংগ্রেসের পর জেডি(এস)-এর মন্ত্রীদের ইস্তফার পরই মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে একটি টুইট করে জানান হয়, '২১ জন কংগ্রেস মন্ত্রীর পর সব জেডি(এস) মন্ত্রীও পদত্যাগ করেছেন। শীঘ্রই মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হবে।'

এদিন লোকসভার জিরো আওয়ারে অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, দল ভাঙানোর খেলায় মেতেছে বিজেপি। এমন পদক্ষেপ সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী। ৩০০ আসন পেয়েও পেট ভরেনি বিজেপির। অধীর রঞ্জন চৌধুরীর এমন দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, বিষয়টি পুরোপুরি কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এতে বিজেপির কিছু না। অধিবেশন কক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি আরও বলেন, পদত্যাগ করার সূচনা শুরু করেছিলেন রাহুল গান্ধী নিজে। তারপর একের পর এক কংগ্রেস নেতা দলীয় পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে কংগ্রেসের তরফে এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং জি কিষাণ রেড্ডির বিবৃতি দাবি করেন। এদিনের বিতর্কে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাহুল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ঃ ২১ জনের বিরুদ্ধে এজাহার, দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর এখনও থমথমে। রবিবারের ঘটনায় বিজেপির পক্ষ থেকে সোমবার ২১ জনের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় এফআইআর করা হয়েছে। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৮/ ১৪৯/১২-(বি)/ ৩০৭/ ৩২৬/ ৩৭৯/ ২৩৫ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ধর্মনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, দুলু মিয়াঁ, ফজলু মিয়াঁ, ফলু মিয়াঁ-সহ ২১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করাছে বিজেপি। সে-অনুযায়ী মামলা নথিভুক্ত হয়েছে।

এদিকে, অভিযুক্তরা বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে বলে সূত্রের দাবি। কারণ, তাদের গতকাল রাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার ১৮৬৩ নম্বর পিলারের কাছে দেখা গিয়েছে। সূত্রের আরও দাবি, ওই পিলার সংলগ্ন ২৫০ মিটার এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ হয়নি। তাই, সেখান দিয়ে তাদের বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি-র প্রদেশ কমিটি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষীদের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, রবিবার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন শাসক দল বিজেপি-র যুবসংগঠনের কর্মীরা। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ২০টি মোটরবাইক এবং একটি গাড়ি। আক্রমণে বিজেপির ৭ জন কর্মী আহত হয়েছেন। তাদের প্রথমে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে দু-জনের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় একজনকে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে, অপরজনকে অসমের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি-র প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য জানান, রবিবার বিজেপি যুবমোর্চার ২৫/৩০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ লক্ষ টাকাসহ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। আমবাসা থানার পুলিশের দীর্ঘদিন ধরে নজর ছিলো ড্রাগস মাফিয়া খোকন দেবনাথের উপর। তবে কোন ভাবেই তাকে জালে তুলতে পারছিল না। অবশেষে গোপন খবরের ভিত্তিতে সোমবার সকাল থেকেই মহকুমা পুলিশ আধীকারিক আশীষ দাসগুপ্ত ও আমবাসা থানার ওসি হীমাদ্রী সরকার ওৎ পেতে বসে থাকে। আমবাসা বাজারে অন্য একজনকে ড্রাগস দেবার সময় পুলিশ খোকন দেবনাথ এবং রুপন সাহাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। তারপর ভাউলিয়া বস্তীস্থিত খোকনের বাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সিংহভাগ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হচ্ছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। স্ক্রুটিনিতে ১ জন প্রার্থীরও মনোনয়ন বাতিল না হলে সম্ভবত গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫৩৮৪টি আসনে, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩৪৫টি আসনে এবং জিলা পরিষদে ৩৫টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপির জয় নিশ্চিত। এই নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েতে সমিতি এবং জেলা পরিষদ মিলিয়ে মোট ৮৪০৫ টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। মঙ্গলবার সমস্ত মননোয়ন পত্র স্ক্রুটিনি করা হবে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব প্রসেজিৎ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে বিজেপির ৬৬৬৩টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। তারমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬১২৭টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৪১৯টি এবং জিলা পরিষদে ১১৭টি মনোনয়ন জমা পড়েছে।

এদিকে, বিরোধী দল সিপিএম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫৯৪টি আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছে। সিপিএম গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪০৮টি এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদ মিলিয়ে ৯৩টি আসনে প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। বামফ্রন্টের শরিক সিপিআই ৬টি আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছে। এর মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪টি এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে ২ টি আসন রয়েছে।

বিধানসভার ফলাফলের নিরীখে প্রধান বিরোধীদল সিপিএম হলেও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস সিপিএম'র থেকেও বেশি আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছে। কংগ্রেস ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৮৮২টি আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছে। তার মধ্যে, গ্রাম পঞ্চায়েতে ৭২৭টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৭৪টি এবং জিলা পরিষদে ৮১টি আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

শাসক জোট আইপিএফটিও ত্রিস্তর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা শহরকে জঞ্জালমুক্ত রাখার জন্য এক মাসের সময় দিয়ে কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। এখন থেকে আগরতলা শহরের জঞ্জাল পরিষ্কার করার কাজ প্রতিদিন ভোর চারটা থেকে শুরু করে সকাল ১০টার মধ্যে শেষ করতে হবে। সর্বাবস্থায় অফিস টাইমের আগে জঞ্জাল পরিষ্কার করার কাজ শেষ করতে হবে। এখনও দেখা যায়, বেলা দুটো, এমন-কি সারাদিনই জঞ্জালবাহী ডাম্পার আগরতলা শহরে ঘোরাফেরা করছে, তা আর চলবে না, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। আজ তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকা বনমালীপুরের অন্তর্গত মহারাজগঞ্জ বাজার পরিদর্শন করে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজধানী আগরতলার অন্যতম ব্যস্ত ও বড় বাজার মহারাজগঞ্জে। এর বিভিন্ন রাস্তা ও রাস্তার পাশের নালা জঞ্জালে পরিপূর্ণ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, আগরতলা পুরনিগমের সাফাই কর্মীরা প্রতিদিন এলাকা পরিষ্কার করেন না। রাস্তার পাশে ছয় ফুট গভীর নালাগুলি আবর্জনায় ভরে আছে। তাই সামান্য বৃষ্টি হলে নোংরা জল রাস্তার উপর দিয়ে যায়, এমন-কি নাগরিকদের বাড়িঘরে ঢুকে এ-সব নর্দামা জল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক। তিনি এই অবস্থা দেখে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের নানা সমস্যাবলির বিষয়ে জেনে নেন।

পরিদর্শন শেষে তাঁর সঙ্গী সরকারি অফিসারদের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, এক মাসের মধ্যে এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। এক মাস পর তিনি ফের এলাকা পরিদর্শনে যাবেন। তখন যদি দেখেন যে অবস্থার উন্নতি হয়নি, তবে তিনি কঠোর পদক্ষেপ নেবেন এই সকল কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে, সাফ জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, অনেক মানুষ সরকারি জায়গা-সহ ড্রেন দখল করে রেখেছেন। এগুলিকেও দখলমুক্ত করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব জানান, স্মার্টসিটি মিশনে আগরতলাকে স্বচ্ছ করা হবে। কিন্তু তার জন্য সময় লাগবে। তাই বলে এখন শহরকে দূষিত করে রাখা হবে, তা চলবে না। পুরনিগমের নির্বাচিত প্রতিনিধি থেকে শুরু করে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার, সবাইকে সঠিকভাবে কাজ করতে হবে। নিজের কাজ সঠিকভাবে করতে হবে। যদি কাউকে কাজে গাফিলতি করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকা পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

টিটিএডিসি এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ চাইছে আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে আইপিএফটি। আগামী বছর এডিসি নির্বাচনের আগেই প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু করে সীমানা পুনর্নির্ধারণ হোক, চাইছেন এনসি দেববর্মারা। ত্রিপুরায় শাসক জোট শরিক আইপিএফটি সভাপতি এনসি দেববর্মার কথায়, ৪০ বছর আগে এডিসি গঠিত হয়েছে। কিন্তু, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলেও এডিসি এলাকার সীমানা একই রয়ে গেছে। তাই, এখন এডিসি এলাকা পুর্নর্নির্ধারণ খুবই প্রয়োজন। সাথে যোগ করেন, ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদে আসন সংখ্যাও বৃদ্ধি করা উচিত।

সোমবার আগরতলায় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে আইপিএফটি সভাপতি এনসি দেববর্মা জানান, গত ৬ এবং ৭ জুলাই দলের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সম্মেলনে আইপিএফটি-র সমস্ত কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। তিনি জানান, আবারও তাঁকে আইপিএফটি-র সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, সাধারণ সম্পাদক পদে পুনরায় মেবারকুমার জমাতিয়াকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৭৯ সালে সংসদে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলো পরিষদ বিল পাশ হওয়ার পর একই বছর ২৩ মার্চ ত্রিপুরা বিধানসভায় পাশ হয়। ১৫ জানুয়ারি ১৯৮২ সালে গোপন ভোটের মাধ্যমে এডিসি গঠিত হয় এবং ১৮ জানুয়ারি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সালের ২৩ আগস্ট সংবিধান সংশোধনের পর ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই, ১৯৮৫ সালের ৩০ জুন নতুন করে এডিসি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ওই বছর ১৯ জুলাই শপথ গ্রহণ করেন।

আইপিএফটি সভাপতি এনসি দেববর্মা বলেন, এডিসি গঠন হওয়ার পর ইতিপূর্বে সীমানা পুনর্নির্ধারণ হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ অর্থবর্ষে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৭১ ▫ ৯ জুলাই ২০১৯ ইং ▫ ২৩ আষাঢ় ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

রক্তাক্ত ধর্মনগরে শিক্ষা

ধর্মনগরের পশ্চিম চন্দ্রপুরে বিজেপি কর্মীদের বারটি বাইক ও একটি গাড়ী পোড়াইয়া দিবার ঘটনা এবং এলাকার লোকজনদের হাতে পাঁচ ছয়জন বিজেপি কর্মীর আহত হইবার ঘটনাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। পশ্চিম চন্দ্রপুরে গাড়ী ব াইক দাহ এবং বিজেপি কর্মীদের আহত হইবার ঘটনার পাল্টা হিসাবে ধর্মনগরে সিপিএম পার্টি অফিসে হামলা চালায় বিজেপি কর্মীরা। হামলা পাল্টা হামলায় উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর উত্তপ্ত হইয়া আছে। রাজ্যের পরিস্থিতি এমনই যে, বিরোধী প্রার্থীরা মনোনয়নই পেশ করিতে পারিবে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির জয় তো হইয়াই আছে। কারণ বিরোধীরা ছন্নছাড়া। প্রার্থীই খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই অসহায় অবস্থায় যখন বিরোধীরা তখন তাঁহাদের উপর ক্ষমতাসীন দলের হামলা ইত্যাদির ঘটনা তো মরার উপর খাড়ার ঘা'র মতোই। যেখানে বিজেপি পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয় সম্পর্কে অনেক বেশী নিশ্চিন্ত সেখানে মারমুখী পথে যাওয়ার অর্থই হইল কলংক মাথায় নেওয়া। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেই বিরোধীরা আক্রমণের অভিযোগ তুলিতেছেন। ধর্মনগরে বিজেপি শুধু আক্রান্তই হয় নাই, বিরোধীরা কতবেশী বেপরোয়া তাহাই দেখা গেল। বাইক গাড়ী আটক করিয়া এইভাবে দাহ করিবার ঘটনা কি চরম ক্ষোভ বিক্ষোভের বিস্ফোরণ? যাহারা বা যেসব গ্রামবাসী নজীর বিহীন আক্রমণ সংঘটিত করিয়াছেন তাহারা কি নেশাকারবারী? এইসব প্রশ্নগুলি তুলিয়াছে বিজেপি। নেশা তো আজ সারা রাজ্যেই প্রতিরোধের মুখে। বিজেপির বাইক আরোহীরা কি গ্রামে যাওয়া মাত্রই হামলার মুখে পড়েন। এইসব বিষয়গুলি বিজেপির নেতৃত্বের খোঁজখবর নেওয়া উচিত। ত্রিপুরায় বিরোধীরা এখন একেবারেই ম্রিয়মান। প্রার্থী পাওয়া যাইতেছে না। এই যখন পরিস্থিতি তখন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির স্বচ্ছ ভূমিকাই তো রাজ্যবাসী আশা করিবে।

রাজনৈতিক হিংসার জন্য ত্রিপুরা ইতিপূর্বেই বিখ্যাত হইয়া আছে। এ রাজ্যে এই হিংসার রাজনীতির আমদানীর প্রথম কৃতিত্ব প্রাপ্য সিপিএমের। পঁচিশ বছরের শাসনে বিরোধীদের উপর কম আক্রমণ হয় নাই। ১৯৮৮ সালে গ্রাম পাহাড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করিয়া এই সিপিএম শেষ রক্ষা করিতে পারে নাই। ক্ষমতা হইতে বিদায় নিতে হইয়াছিল। সেই বাম আমলে বিরোধীদের বিরুদ্ধে কি অবর্ণনীয় আক্রমণ চালাইত তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। বিরোধী কংগ্রেস করার অপরাধে গ্রাম চুক্তি আক্রমণ শানানোর নজীর আছে। রান্না করা ভাত, কড়াই পর্য্যন্ত সেই লালবাহিনী সরাইয়া নিয়াছিল। যাহাতে তাহারা অনাহারে কষ্ট পায়। সেইসব ঘটনা বর্তমান প্রজন্মের না জানিবারই কথা। বামেদের নৃশংস রক্তের রাজনীতি রাজ্যের মানুষ দেখিয়াছে। কংগ্রেস করিবার অপরাধে প্রকাশ্যে পিটাইয়া হত্যা করিবার নজির রাখিয়াছে বামেরা। সুতরাং রাজ্যের গ্রামে পাহাড়ে সেই বামেরা এখনও নাই এখন বলা যাইবে না। ত্রিপুরার রক্তাক্ত ইতিহাস আবার ফিরিয়া আসুক নিশ্চয়ই তাহা কেহ চাহিবে না। তবে, ইতিহাসে সিপিএম যে রক্তের চিহ্ন রাখিয়াছে বিজেপি সেই পথে হাটিবে ইহা মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে না। বিজেপি অন্তত প্রমাণ করুক সিপিএমের সন্ত্রাসের পথে তাহারা আগাইবে না। একথা অনেক বেশী সত্যি যে, ত্রিপুরায় বামেরা তলাইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস এখন অভিভাবহীন হইয়া ডুবিতে চলিয়াছে।

ধর্মনগর মহকুমার দীর্ঘ রাজনৈতিক ঘটনাবহুল ইতিহাস আছে। বামপন্থী রাজনীতির উর্বর জায়গা হিসাবেও চিহ্নিত। এই ধর্মনগর মহকুমার শুরুয়াতে সাতজন কমিউনিস্ট বিপ্লবীকে কমিউনিস্ট নৃপেন চক্রবর্তীর পুলিশ নির্বিচারে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছিল। আর এজন পুলিশ সুপার টি কে সান্যালকে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। এক সময়ের কমিউনিস্ট দূর্গ ছিল উত্তর ত্রিপুরার বহু গ্রাম। সেই কমিউনিস্টরাই কি গুরুতর হামলা চালাইল অন্তত ১২টি বাইক ও গাড়ীর ওপর। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল রাজ্যের গ্রামগুলি এখন অস্ত্র শক্তিতে বলীয়ান। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রাজ্য জুড়িয়া বিরোধী শক্তি সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে সজাগ সতর্ক থাকিতে হইবে। কারণ, পরিস্থিতি কোন সময় কোন্ দিকে মোড় নিবে বলা মুশকিল। ধর্মনগরের গ্রামে বিজেপির ১২টি বাইক ও গাড়ী দাহ ও পাঁচ ছয়জনকে গুরুতর আহত করার ঘটনা কিসের ইঙ্গিত? বিরোধী শক্তি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, প্রতিরোধ প্রতিবাদ কিছুই নাই এমন ভাবিবার কোনও কারণ নাই। ধর্মনগরের ঘটনা হইতে বিজেপি নেতৃত্ব নিশ্চয়ই শিক্ষা নিবে। কারণ, বিরোধীরাও প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগে মারমুখী হইতে পারে ধর্মনগরের গ্রামের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। এই হামলার ঘটনায় বিজেপি অনেক বেশী অভিজ্ঞতা লাভ করিবে সন্দেহ নাই। ইহাও সন্দেহ নাই যে, ছন্নছাড়া অবস্থা বিরোধীরাও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই তো জারী রাখিবেই।

যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের ধারে ড্রেনে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই বাস আগ্রায় মৃত্যু ২৯ জনের, ক্ষতিপূরণ ঘোষণা যোগী আদিত্যনাথের

আগ্রা, ৮ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আগ্রায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ড্রেনে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি ডাবল-ডেকার বাস। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে শিশু ও মহিলা-সহ কমপক্ষে ২৯ জনের। এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ২১ জন যাত্রী। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সোমবার সকালে লখনউ থেকে দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিল দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই বাসটি। "অভিশপ্ত" ওই বাসটিতে কমপক্ষে ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। আগ্রায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে "ঝর্ণা নাল্লা" ড্রেনে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই ওই ডাবল-ডেকার বাসটি। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। পদস্থ ওই পুলিশ কর্তা আরও জানিয়েছেন, বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৯ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ২১ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় যাত্রীদের মৃত্যুতে গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসা-সহ সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সাহায্য প্রদানের জন্য জেলাশাসক ও সিনিয়র পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তর প্রদেশ রোডওয়েজ-এর পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ দিনে পড়ল তল্লাশি অভিযান : তিওয়ারে বাঁধ ভেঙে এখনও নিখোঁজ ৪ জন

রত্নাগিরি (মহারাষ্ট্র), ৮ জুলাই (হি.স.): ষষ্ঠ দিনে পড়ল জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র তল্লাশি অভিযানঊ বিগত পাঁচদিনে মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরিতে তিওয়ারে বাঁধ ভেঙে পড়ার ঘটনায় উদ্ধার হয়েছে ১৯ জনের মৃতদেহঊ তবে, এখনও নিখোঁজ রয়েছেন আরও ৪ জনঊ রবিবারই একজনের দেহ উদ্ধার করেছিল এনডিআরএফ-এর বিশেষ টিমঊ রবিবার সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত তল্লাশি চালানোর পর সাময়িকের জন্য তল্লাশি অভিযান বন্ধ রাখা হয়েছিলঊ এরপর সোমবার সকাল সাতটা থেকে পুনরায় শুরু হয় তল্লাশি অভিযানঊ

প্রসঙ্গত, প্রবল জলস্রোতে গত ২ জুলাই রাতে আচমকাই ভেঙে যায় রত্নাগিরি জেলার চিপলুন তালুকার তিওয়ারে বাঁধঊ বাঁধটি ভেঙে বন্যা পরিস্থিত তৈরি হয় সাতটি গ্রামেঊ ভেঙে যায় নীচু এলাকার অন্ততপক্ষে ১২টি বাড়িঊ জলের স্রোতে তলিয়ে যান কমপক্ষে ২৩ জনঊ তাঁদের মধ্যেই এখনও পর্যন্ত ১৯ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছেঊ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন আরও ৪ জনঊ সোমবার সকালে এনডিআরএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'এখনও নিখোঁজ রয়েছেন আরও ৪ জনঊ ওই ৪ জনের দেহ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তল্লাশি অভিযান চলবে।

আলস্য অতি মহৎ দোষ

পবিত্র সরকার

আমার ধারণা, কুড়েমি ব্যাপারটার মূলে আছে একটা অমোঘ বৈজ্ঞানিক নীতি, যার নাম মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ। তার মূল কথাটা সবাই জানে যে সমস্ত শরীরী বস্তু সব শরীরী বস্তুকে টেনে ঠিক বলাম কিনা জানি না, আসলে এসব ব্যাপার আমিও ভাল বুঝি না। কিন্তু আসলে পয্থিবীর টানটাই স াংঘাতিক। সেই তো উপগ্রহ চাদের যেমন টিকিটি ধরে রেখেছে, তেমনই আমাদেরও ধরে রেকেছে তার মাধ্যকর্ষণ না থাকলে আমরা ছিটকে, বাচ্চার হাতের সুতো ছেঁড়া গ্যাসবেলুনের মতো, আকাশে কোথায় মিলিয়ে যেতাম, কোন অতল নীলিমায় লুপ্ত হয়ে সময় ইতিহাস হঅস্তিত্বের বাইরে চলে তোম, কে জানে। সে ধরে রেখেছে বলেইামরা বেঁচে আছিষ খাচ্ছিদাচ্ছি কাজ করছি, মেঝেতে আমাদের ডিনার টেবিল, তার ওপরে খাবারদাবার, কিংবা ফুটপা৪তের ব াসিন্দাদের শালপাতা যথা স্থানে সেঁটে থাকছে। আমরা যে যার মতো বাঁচছি এবং কুড়েমি করারও সুযোগ পাচ্ছি। সকলে সমানভাবে পাচ্ছি না, তাও জানি। কেউ কেউ কুড়েমির কপাল নিয়ে জন্ময়া, কেউ খেটে খেতে মুখে রক্তে তুলে মরে--- সে তো আমরা সবাই জানি।

জানি না, স্যার আইজ্যাক নিউটনের প্রেতাত্মা ছুটে এসে আমার মাথায় ডাণ্ডশ মারে কি না, কিন্তু সবাই জিজ্ঞেস করবেন তো যে, এত জিনিস থাকতে, আরএসএস কাটমানি বালির খাদত্ত্রান, ভাটপাড়া ন এই এতসব উপাদেয় বস্তু থাকা সত্তেভও মধ্যাকর্ষণকে কেন পাপের ভাঘি করছি? করছি এই জন্যে যে মাধ্যাকর্ষণ আমাদের সবসময় কাছাকেঁচা ধরে টানাটানি করছে। দৌড়লে সে বলে, এই এ কী ফাজলামো হচ্ছে, একটু দাঁড়াও। দাঁড়ালে সে বলে একটু বসে নিলে হতনি বাপু? ডেঁইড়ে ডেঁইড়ে যে ঠ্যাং দুটো ব্যতা কইরে ফেইল্লে। বসলে সে আবার বলে, যাও বাপু এবার একটু নাম্বা হও, বসে থাকার অনেক ধকল। আর নাম্বা হওয়াটা যে মানুষের আদর্শ অবস্থা , তা আমাদের অন্তিম পজিশন থেকেই বোঝা যায়— খাটিয়ায় বা কবরে আমরা তো শয়ান অবস্থাতেই যাই। এই যা আবার বোধ হয় একটা বেফাঁস কথা বলে ফেললাম। আমার নৃতাত্ত্বিক বন্ধুরা হ ইইই করে উঠবেন— আরে মশাই পৃথিবীর কত গোষ্ঠী বসিয়ে কবর দেয়, তা জানেন না? মুম্বাইয়ের পারিসিরা যে একসময় ছাদের ওপর মৃতদেহ রেখে দিত চিল শকুনের খাদ্য হি সেবে, তাদের টাওয়ার অফ সাইলেন্স এ সেও তো বসিয়েই রাখত। দেখু কি অবিচার। মরব যে, তাও একটু শেয়ার সুযোগ পাব না— সে পি পিঠ খাড়া করে বসে থাকতে হবে। তা এই যে মধ্যাকর্ষমের আমাদের জন্য কুড়েমির এমন ধারাবাহিক সুবন্দোবস্ত করে রেখেছিল, তার কথা কি আমরা সবাই শুনিছি লক্ষ্মীছেলের মতো? পাগল না কি। পৃথিবীতে মানুষ কাজ করছে কাজ, হাঁটছে ছুটছে, বাস ধরছে, ট্রেন ধরছে অটো ধরছে পুলিশের সঙ্গে ঝামেলায় অটো টোটা বন্ধ থাকলে কিভাবে অফিস াবে, তাই নিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছে। আপনি যদি সকাল দশটা নাগাদ হাওড়ার ব্রিজে বা বউবাজার স্স্ট্রিটে দাঁড়ান, আপনার মনে হবে, ম ানুষ চলেছে, শুধু মানুষ না। না যুগ হতে যুগান্তের পানে নয়, নেহাতই ডালহৌসি স্কোয়ার বা বড়বাজারে। হাওড়া শিয়ালদহা কলকাতা সাত্রাগাছি শালিমারে এসেল ট্রেনউগরে দিচ্ছে, মানুষ নানা যুগ হতে যুগান্তের পানে নয়, নেহাতই ডালহৌসি স্কেয়ার বা বড়বাজারে। হাড়া শিয়ালদা কলকাতা সাত্রীগাছি শালিমারে এসে ট্রেন উগরে দিচ্ছে মানুষ নানা দূর থেকে প্রান্ত থেকে আসছে বাস, মিনিবাস ট্রাম, মেট্রো— মানউষ চলেছে কাজে, সবাই যেন রবীন্দ্রনাথের গানের কলি ভাঁজছে— চলো যাই কাজে মানবসমাজে। ব াসের কন্ডাক্টর বলছে— ভিত্রে যান, ভিত্রে যান। মিনিবাসের কন্ডাক্টর বলছে, পিছনের দিকে এগিয়ে যান। আর সবাই ব লছে, নামুন, নামনু, উঠুন, উঠুন।

এসব দেখেশুনে আপনাদের মনে হবে, বাপ রে, এই যে সব কাজে ছুটেছে, চতুর্দিকে সাজ সাজ কাজ কাজ— তা এরা কুড়েমি করবে কখন? দাদা দাদা এসব দেখে ঘাবড়ে যাবেন না। এ সবই মায়া। সেই যে মে দিবস তৈরি হয়েছিল, তাতে তো বলাই হয়েছিল যে আঠ ঘন্টা কাজ, আট ঘন্টা ঘুম আর আট ঘন্টা নিজের কাজ— তার মধ্যে প্রাতঃভ্রমণ থাকতে পারে, যোগব্যায়াম থাকতে পারে, বাজার করা থাকতে পারে, পড়শির সঙ্গে ঝগড়া থাকতে পারে, ছেলেমেয়েকে স্কুলের বাসে তুলে দেয়া থাকতে পারে, আবার ঘরে বসে সিরিয়াল বা ওয়ার্ল্ড কাপ দ্যাখ্যা থাকতে পারে। মে দিবস মাধ্যাকর্ষণ আর কুড়েমির মধ্যে। একটা আপস রফা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তবু এমন বৈ জ্ঞানিক ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও, কুড়েমি বিষয়টা জানতে উঠতে পারেনি। আমি বৈধ বিনোদনকে কুড়েমির মধ্যে দরছি না। যতই মাধ্যাকর্ষণের জোরালো সমর্থন থাকু, আমার ধারণা কুড়েমির ধারণাটার মধ্যে একটা অবৈধতা। অছে, আছে অপরাধবোধ। কুড়েমির ভাল নাম সংস্কৃত আলস্য নিয়েও লোকেরা ভাল কথা বলে না, বলে আলস্য অতি মহৎ দোষ। এ সম্বন্ধে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক নাক সিটকানো বিধবা বড়পিসিমার দৃষ্টিভঙ্গির মতো রীতিমতো নেতিবাচক। কেউ ঝন্মকুড়ে কেউ কুড়ের বাদশা এবং লোকগল্পগুলো তো কুড়েদের নিন্দা অর বিপর্যয়ের মুখর। সেই যে পিপুফিশুর গল্প সেটা শশুনে আমি অনেকদিন আতঙ্কে ছিলাম এই ভেভে যে, যে কুড়েরা ঘরে আগুন লেগেছে অথচ শয়ান অবস্থা ছেড়ে উঠতে চাইছে না, একজন বলছে--- পিঠু পুড়ে গেল, তার উত্তরে আর একজন বলছে— ফিরে শু অর্থাৎ পাশ ফিরে শো াও। তাদের কুডেমির ধজ্বা উর্ধ্বে তুলে ধরতে, কুড়েমির বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে, তারা শেষ পর্যন্ত পুড়েমরেনি তো? থারা কি কুড়েমির জন্য শ হিদ হয়েছিল? শহিদ হলে সাধারণত মূর্তি বা বেদি তৈরি করা যনিয়ম, তাই তাদের মূর্তি বা বেদির অভাব থেকে অনুমান করছি তারা বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু শরীরে কত পার্সেন্ট পোড়া নিয়ে। এ সম্বন্ধে হাসপাতালের কোনও ে রকর্ড বোধহয় আর পাওয়া যায় না। আমি কুড়ে হওয়ার ক পাল নিয়ে জন্মাইনি। একসময় লোকের ধারণা ছিল রাজা জমিদার এরা ভগবানের কাছ থেকে কুড়েমির লাইসেন্স নিয়ে ধরাধামে আসে। কুণের বাদশা কথাটার অর্থ বুঝি বাদশা মাত্রই কুড়ে। হতেই পারে, রাজা বাদশা, জমিদার— তাদের হয়ে ন্য সবাই কাজ করে দেয়, তাই তারা কুড়ে হওয়ার স্বর্গীয় বায়নাপত্র নিয়ে এসেছে আমি রাজা জমিদার হয়ে জন্মাইনি, কাজেই কুড়েমি যাপন আমার জন্য কেউ পাতে সাজিয়ে রাখেনি। কিন্তু বড়লোকদের দেশ আমেরিকায় গিয়ে বড়লোকেরা কুড়ে --- আমার এ বিপ্লবী বিশ্বাস ওরা কুড়ল মেরে দিয়েছিল। আরে, তাদের খাওয়া পরার ভাবনা নেই, অনেকেই লাখ লাখ ডলারের মালিক, শহরতলিতে প্রসাদের মতো বাগানঘেরা চারখানা গাড়িওয়ালা বাড়িতে থাকিস, শফারেরা তোদের গাড়ী চালায় এটা সাংঘাতিক প্রেস্টিজের ব্যাপার। তা তোদের এত খাটুনির বাই কেন? কেন তোরা নিজেদের চোয়ার টেবিল আলমারি নিজেরাই তৈরি করতে যাস? কেন তোরাবউকে রান্নায় সাহায্য করিস, রবিবার সকালে ব্রেকফাস্ট করে খাওয়াস? কেন তোরা হেমন্তে বাগানের ঝরাপাতা নিড়ানি দিয়ে জড়ো করিস? কেন তোরা বর্ষার পর লনম উয়ার দিয়ে ঘাস কাটিস? কেন শীত কাটলে হয় টেনিস খেলতে লেগে গেলি, না হয় মুখে রুমাল কামড়ে পাগলের মতো মাইলের পর মাইল দৌড়তে শুরু করলি? এই বেহদ্দ প াগলামির কোনও মানে হয়? শুধু কি এই? কোটি পতিদের ছেলে হোক, তাকে সকালে খবরের কাগজ বিক্রি করতে বেরতে হবে, তাতে যা রোজগার হবে, তার তার কলেজে পড়ার খরচ হিসেবে জমা থাকবে? গ্রীষ্মের চুটি পণল তো বড়লোকের ফুটফুটে বাচআরা পথের মোড়ে ফোমের গ্লাসে শরবতেরে দাকান স াজিয়ে বসে গেলে, পাঁচ সেন্ট করে কেনো, ওটাও ওদের উচ্চশিক্ষার ফান্ডে জমা পড়বে। বাপ রে, মিলিয়নেয়ারের ছেলে হয়েও কোন সুখ নেই।

পুবদেশে আমরা তো ওদের চেয়ে অনেক সভ্য, ওদের মতো গাধাও নেই, তাই আমরা কুড়েমি করতে জানি। তবে এ লেখায় আমি ঢেঁটদের কুড়েমি নিয়ে লিখব ভাবছি না। তারা যখন স্কুলের জন্য ভোরবেলায় উঠতে গাইগুঁই করে, বলে, মা, আর একটুঘুমোই না, এত তাড়া দিচ্ছে কেন? সে আমার ভারি মিষ্টি লাগে, তাই আমার লক্ষ্য হল বড়দের কুড়েমি। কুড়ে কারা? না, যারা কোন কাজ করে না। বা কম কাজকরে, বা কাজে ফাঁকি দেয়। বা মনস্তত্ত্বের হিসেবে যাদের কাজ করার তেমন ইচ্ছে হয়না.। তাহলে কাজ না করে শুয়ে বে সময় কাটনোর ইচ্ছেই হল কুড়েমি।

কুড়েমির সঙ্গে সময় নষ্ট করার ধারণাটা কেমন জণিয়ে গিয়েছে. জড়িয়ে গিয়েছে লোকেদের বসিয়ে রাখার ধারমা, অনেক কিছু ে ফলে রাখার, পিছিয়ে দেয়ার ধারমা। এর কোনো কিচুই এই পচা সভ্য সমাজ অনুমোদন করে না। অগে বড়লোকের বাড়িতে পরগাছা জাতীয় এক ধরনের লোক থাকত, তারা এমনিতে কোনও কাজ করতে না। সাহিত্য এরকম কিছু চরিত্রের দ্যাখ্যা পাই। তারা জো হুজুর, হেঁ হেঁ হুজুর করত আর হয়তো হুজুরের বেসুরো বেতালা গানের সঙ্গে তবলা ধরত। সেটা একটা কাজ ছিল, তবে খুব বেশি কাজ ন?। সে রকম বিশুদ্ধ ও খানদানি কুড়ে আজকাল আর বাজরে অছে কিনা সন্দেহ, তবে কাজের প্রতি হিংস্র ও মর্মান্তিক ঘৃণা পোষণ করে, এমন লোক যথেষ্টই আছে। অরে, শুধু কাজের করে না, তা নয়, কাজ করতে তাদের ভীষণ আপত্তি একটা কাজের কথা বললে, মনে মনে বিচ্ছিরি বিচিছরি গালাগাল দেয়। কিন্তু প্রকাশ্যে যা বলে, তার এইরকম বিকল্প আছে--- এ মাইরি, কাজটা আমাকেই করতে হবে? আমি ছাড়া আর লোক ছিল না? ছাই ফেলতে ওই এক ভ াঙা কুলো আমি? এক্ষুনি করতে হবে? বিকেলে বা কাল করলে হয়না? এ ক াজটা এন কি জরুরি যে, না করলেই চলত না। লোকে একটু বিশ্রাম করছে, এ বুঝি সহ্য হয় না বাবুদের? দূর মাইরি, আমার হাতে পোচ্ছোন্ডো কাজ, কাজের ঠেলায় মরে যাচ্ছি, হয় অন্য কাউকে দেখে নাও, না হয়দুদিন ফেলে রাখো, হাত খালি হলে দ্যাখ্যা যাবে।

কে কাজটা দিচ্ছে, তার ওপর অবিশ্যি এ ক থাগুলোর হেরফের হয়। অফিসের বড় সাহেব হলে এ ক থাগুলো তার দিকে যায় না, কাছাকাছি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়। এরা হচ্ছে ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল কুড়ে, যে কোনও ধরনের কাজই অপছন্দ কাজ এরা করে না, তা নয়, এদের সম্বন্ধে আসি যাই, মাইনে পাই, কাজ করলে ওভারটাইম চাই, জাতীয় নিন্দেমন্দ করা হলেও এরা জানে, এদের কেউ বসে বসে খাওয়াবে না। তাই এরা কাজের পরিমাণ এবং সময় সংক্ষেপে করার চেষ্টা করে, লোককে ব লে, আজ বেয়ারা অসেনি , ফাইল পাড়বে কে? কাল আসবেন? অফিসে বারোটায় যায়, তিনটেয় বেরিয়ে আসে, আর না হলে অফিস ক্লাবে গিয়ে তাস ক্যারাম পেটায় দের স্তুতি ও বন্দনা করে আমি বহুদিন আগে একটা কবিতা লিখেছিলাম—

দশটা-পাঁচটা কাজের সময় সম্ভব নয়, সম্ভব নয়।

মাইনে কাটবে জানো নিশ্চয়। সম্ভব নয়, সম্ভব নয়।

প্রোমোশনটা আটকালে হয়। সম্ভব নয়, সম্ভব নয়।

বরখাস্তের কী দ্যাখ্যাও ভয়। সম্ভব নয়, সম্ভব নয়।

তবে এরা ঠিক কুড়ে নয়, ওই যাদের বলে কামচোর আগে সরকারি ব্যবস্থায় এদের রমরমা ছিল, এখন আচে কি না জানি, না, বেসরকারি ব্যবস্থায় এত সুখের সুযোগ এখন আর নেই. কিন্তু পঞ্চাশ বছর অগে স্বনিযুক্তি বাঙালিরাও অর্থাৎ বাঙালি দোকানদারেরও কর্মসংস্কৃকি কি রকম ছিল, মুজতবা আলির পঞ্চতন্ত্র এর তার চমৎকার পূর্বদৃষ্টান্ত আছে এক দোকানি দুপুরে দোকনে স রু বেঞ্চে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। এমন সময় খদ্দের এসে প ামোলিভ না কি সাবান চেয়েছে সে তো মহা খাপ্পা। কোথায় একটু ঘুমের আয়োজন করছে, এমন সময় এ কি উৎপাত। সে বলে দিল— নেই পামোলিভ সাবান। খদ্দেরও বাঘেরবাচচা। সে সাবান না নিয়ে দোকনের চৌকাঠ ছাড়বে না। বউকে কথা দিয়ে এসেছে? সে শোকেসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই যে থরে থরে সাজানো রয়েছে পামোলিভ সাবান। দোখানি তার দিকে তাকিয়ে অতিশয় অবজ্ঞাভরে বলল ও সাবান বিক্কিরির নয়। সোখেসে সাজানো থাকতেই পারে, কিতু খদ্দের এতই মূর্খ, সে জানে না যে কোন সাবান বিক্রির আর কোনটা বিক্রির নয়ন সে সিদ্ধান্ত একমাত্র নিতে পারে দোকানদার, আর সে সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রিত হয়, তার কতটা ঘুম পেয়েছে বা পায়নি, তার ওপর।

বউবা না বউ--- খদ্দের মিড উইকেটে ছিটকে দিয়ে দোকানি গামচা পেতে বে ঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ল। হয়তো লোকটা স্ববাবেই কুড়ে, ঘুম তাতে উৎসাহ জুগিয়েছে, মাত্র। এ ি ঘুমকুড়েদের বিষয়ে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঘুমের ঘোরে কবিতার লাইনগুলো আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই।

নাকের ডগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দেন তো।

ওপরে কামচোর কথাটায় কাম বা কারে কথা উঠলে পড়ল যখন, তখন আমরা দেখব, কাজ ব লতে আমরা কি বুঝি, তার ওপর কুড়েমির সংজ্ঞাও অনেকটা নির্ভর করে।

বইয়ের মধ্যে যেমন আমাদের অভিভাবকরা ব াজে বই বলে একটা শেশ্রণী খাড়া ক রেছেন, তেমনই প্রচুর ব াজে কাজও আছে— যেমন, ছবি আঁকা, গান গাওয়া কবিতা লেখা ইত্যাদি। কাজের মতো ক াজ যারা করে না, তাদের আমরা কুড়ে বলেই মনে করি--- যেমন, রবীন্দ্রনাথের লিপিকার ভুল স্বর্গ'র সে শিল্পীটি। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই জানিয়েছেন— তার কোনো কাজ ছিল না সে নাকি বলত, কাজ করব তার সময় নেই। আরে, কাজ ছিল না, প্রচুর কাজ ছিল। সে ছোট ছোট কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপরে সে ছোট ছোট ঝিনুক সাজাত দূর থেকে দেখে মনে হত — যেন একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাখির ঝাঁক, কিম্বা এবড়ো খেবড়ো মাঠ, সেখানে গোরু চরছে, কিম্বা, উঁচু নীচু পাহাড়, তার গা দিয়ে নানা ওটা বুঝি ঝরনা হবে, কিম্বা পায়ে চলা পথ। মাটির কলসির গায়ে নানারঙের চিত্ত্র করত, সে রঙিন সুতো বুনে বুনে যে মেয়েটিকে তার ভাল লেগেজ্ঞ্কছে, তার বেনি বাঁধার দড়ি তৈরি করত। তাই কাজের লোকের স্বর্গ থেকে শেষ পর্যন্ত তার নির্বাসন হল। তা হলে কাজ বলতে আমরা কি বুঝি, তার ওপরেও কে কুড়ে, আর কে কুড়ে নয়— তা অনেক সময় নির্ভর করে। ধরুন, ওই লোকটিকে সৃষ্টি করেছেন যে ভদ্রলোক — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি স ারা জীবন কি কাজ করেছেন বলুন তো? তাকে নাকি, ট্রেনে একজন জিজ্ঞেস করেছিল — মহাশয়ের কি করা হয়? তাতে রবীন্দ্রনাথ নাকি খুব কণ্ঠিতভাবে ব লেছিলেন, এই একটু আধটু লিখি। শুনে সহযাত্রীটি অবাক হলেন বললেন ও শুধ লেখেন। কোনও কাজ করেন না। তাই এই রবীন্দ্রনাথ গেলেন শিলাইদহে জমিদারি দেখতে, করে এলেন যা, তাকে তিনিই বলেছেন আশমানদারি। জমিদারের ছেলে, নিজেকে কুটোটি নাড়তে হয়নি, পদ্মা আর আশেপাশের নদীর ঝিলে বোটে করে ঘুরে বেরিয়েছেন, চলনবিলে বোট টলমল করছে আর গান তৈরি হচ্ছে— যদি বারণ কর তবে গাহিব না। আর মাঝে মাঝেই ভাইঝিকে চিঠি লিকেছে— বেশ কুডেমি করবার মতো বেলাটা। এগুলোকে কি কোনো কাজ বলে? হ্যা, লোকটা চব্বিশ ঘন্টায় ঘন্টা তিনেকের বেশি দেখতে পেলে অস্থির হ য়ে যেতেন। আহা, এরকম দুনিয়া ছাড়া স্বর্গীয় কুড়ে আদমি যদি প্রকৃতির হাতে আর একটু বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হত। তবু সব সংস্কৃতিতেই কুড়েদের নিয়ে সমস্যাআছে, বিশেষ করে যে মানুষকে আপাদমস্তক পরিশ্রম করে দিনান্তের খাদ্য জোগাড় করতে হয়, তাদের মধ্যে তাই তারা আলস্য মহৎ দোষ। এই উপদেশের নানা নীতিগল্প তৈরি করে ।তারা ইসপ বুড়োকে দিয়ে খরগোশ আর কচ্ছপের দৌড়ের গল্প লেখায়— গোঁফ খেজুরের গল্প তৈরি করে যে অসামান্য গেঁতো লোকটি, সে নাকি নিজের গোফে লেগে থাকা খেজরটিও তুলে দিতে বলেছিল। সারা পৃথিবী কুড়ে বিরোধী নীতিগল্পে ঠাসা— এতে কুড়েদের রাগ হতেই পারে। জামাই সেদিন একটু বেশি ঘুমিয়েছে। উঠে চোখ ধুটো নামাতে যাবে, সে চোখ হাপিস। ব্যস, জামাই আর শ্বশুরবাড়িযাওয়ার পথ খুজে পেল না, বনের মধ্যে খাবারদাবারও পেল না, না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে সে একটা জোঁক হয়ে গেল।

(সৌজন্যে— প্রতিদিন)।

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

চীন সফর দু'দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে :বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ০৮।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সাম্প্রতিক চীন সফরে বাংলাদেশ ও চীন দু' দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।শেখ হাসিনা সোমবার বিকেলে তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে সাম্প্রতিক চীন সফর নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর দ্বিপাকি বৈঠকের প্রসঙ্গ টেনে বলেন,চীনের প্রেসিডেন্ট শী জিনপিং বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করে বলেছেন, আমরা পরস্পরের সত্যিকারের বন্ধু হয়ে থাকব। আমরা দুই প্রতিবেশী দেশ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছি।তাঁর দেশ সবসময় বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার পাশে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। একইসঙ্গে চীনের প্রেসিডেন্ট দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে একমত হন,যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।

ওয়ার্ল্ড ইকোনামিক ফোরামে (ডব্লিউইএফ) অংশ নিতে এবং চীনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দ্বিপাকি আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য চীনের প্রধানমন্ত্রী লি খোচাং-এর আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ জুলাই থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত চীন সফর করেন।অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডারস-এর জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো.শাহরিয়ার আলম এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিসহ উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। এছাড়া, একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যান।

শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর এবারের চীন সফরে দ্বিপাকি বিষয় ছাড়াও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী লি খোচাং, প্রেসিডেন্ট শী জিনপিং এবং চীনা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরেন।তিনি বলেন, এ সব আলোচনার সময় সকল নেতাই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেন এবং এই সমস্যা সমাধানে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

তিনি চীনের দালিয়ান শহরে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) অ্যানুয়াল মিটিংয়ে যোগদান করেন এবং 'কোঅপারেশন ইন দি প্যাসিফিক রিম' শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে ঢাকা এবং বেইজিং'র মধ্যে দ্বিপাকি সহযোগিতা সংক্রান্ত ৯টি চুক্তি ও স্বারিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী লিখিত বক্তৃতায় বলেন, ২ জুলাই সকালে তিনি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভায় যোগদান করেন। চীনের প্রধানমন্ত্রী লি খোচাং সভার উদ্বোধন করেন।

বিকেলে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর কাউস সোয়াবের সঙ্গে তাঁর দ্বিপাকি বৈঠক হয়। প্রফেসর সোয়াব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিক এবং আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করবেন বলে জানান। ২০২১ সালে দাভোসে ফোরামের মূল ফোকাস হবে বাংলাদেশ। এরপর তিনি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম আয়োজিত প্যাসিফিক রিম সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ আলোচনায় বাংলাদেশের প হতে ৫টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যেগুলো হচ্ছে-টেকসই উন্নয়নের সব দিকে দৃষ্টি প্রদান,দেশগুলোর পারস্পরিক স্বার্থে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে,সবার জন্য সম্পদ সৃষ্টির লয সার্বিক উন্নয়ন করতে হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, দালিয়ানে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভায় যোগদান শেষে ৩ জুলাই সকালে তিনি বেইজিং পৌঁছান। চীনের ভাইস ফরেন মিনিস্টার কিং গ্যাং বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং চীনের সশস্ত্র বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে।৪ঠা জুলাই সকালে চীনের গ্রেট হলে প্রধানমন্ত্রী লি খোচাং-এর সঙ্গে তাঁর দ্বিপাকি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,' গ্রেট হল চত্বরে পৌঁছালে চীনের প্রধানমন্ত্রী আমাকে স্বাগত জানান। পরে তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে।চীনের প্রধানমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সালাম গ্রহণ করেন এবং গার্ড পরিদর্শন করেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ সময় বাংলাদেশ এবং চীনের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় এবং তোপধ্বনি দেয়া হয়।

দ্বিপাকি আলোচনার শুরুতেই চতুর্থবারের মত প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় চীনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান এবং বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার সরকারকে সম্মত করতে চেষ্টা করবেন বলে তাঁকে আশ্বস্ত করেন।

চীনের প্রধানমন্ত্রী বলেন,রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা। তিনি উল্লেখ করেন, চীন তার পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে দু'বার মিয়ানমারে পাঠিয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনে তারা আবারও মন্ত্রীকে মিয়ানমারে পাঠাবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈঠকে তিনি উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত ল্য অর্জনে এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং রোহিঙ্গা সঙ্কটের কারণে এই শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশংকা ব্যক্ত করেন।সরকার প্রধান বলেন, দ্বিপাকি আলোচনায় পাঁচটি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। এগুলো হ'ল অর্থনৈতিক বিকাশ এবং বাণিজ্য, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়, বিসিআইএম বা যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভিসা সংক্রান্ত এবং রোহিঙ্গা ইস্যু।

তিনি বলেন,চীনা প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে দণি এশিয়ায় চীনের অংশীদার হিসেবে আখ্যায়িত করেন। চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে। তিনি এটিকে আরও উচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে চান।প্রধানমন্ত্রী বলেন, চীনের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় চীনের সমর্থন অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আমরা উভয়ই আশা করি, এই সম্পর্ক আগামীতে আরও গভীর ও জোরদার হবে।শেখ হাসিনা বলেন, তিনি দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৈষম্য দূর করার জন্য বাংলাদেশে আরও বেশি বিনিয়োগ করতে এবং ফিরতি ক্রয়ের গ্যারান্টিসহ আরও কলকারখানা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন,বাংলাদেশে একশো অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে উল্লেখ করে আমি এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীনকে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। লি খোচাং বাণিজ্য বৈষম্য কমিয়ে আনতে কাজ করবেন বলে আশ্বাস দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরকালে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশকিছু চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বারিত হয়েছিল। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ওপর ও আমি গুরুত্বারোপ করি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি চীনের প্রতি ঋণচুক্তির শর্তাবলী সহজ করার এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সঠিক সময়ে তহবিল ছাড়ে প্রয়োজনীয় পদপে গ্রহণের আহ্বান জানান এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন।এছাড়া প্রধানমন্ত্রী,ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন, একটি জলবায়ু অভিযোজন কেন্দ্র স্থাপন এবং তিস্তা নদীর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়ন সেইসাথে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার দ্রুতগামী ট্রেন যোগাযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া গতিশীল করতেও চীনের সহায়তা কামনা করি।

তিনি বলেন,আমি চীনের প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশী পাসর্পোটধারী বিশেষ করে ছাত্র ও ব্যবসায়ীদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করার আহ্বান জানাই। এ অঞ্চলের বাজারগুলোকে সংযুক্ত করতে আমরা উভয় দেশ বিসিআইএম করিডোর দ্রুত বাস্তবায়নে সম্মত হই। পরে প্রধানমন্ত্রী লি খোচাং-এর দেওয়া এক ভোজসভায় যোগদান করি। আমাদের উভয়ের উপস্থিতিতে ৯টি চুক্তি ও সমঝোতা দলিল স্বারিত হয়।দলিলগুলো হল,রোহিঙ্গা শরণার্থীদের খাদ্য সাহায্য সংক্রান্ত এল.ও.ই,সাংস্কৃতিক বিনিময় ও পর্যটন কর্মসূচি নিয়ে সমঝোতা স্মারক,ইয়ালু ঝাংবো ও ব্রহ্মপুত্র নদীর তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক ও তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা, ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ নিয়ে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট,বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে অর্থনীতি ও কারিগরি সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি,বিনিয়োগ সহযোগিতা ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা নিয়ে সমঝোতা স্মারক,পিজিসিবি প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ গ্রিড নেটওয়ার্ক জোরদার প্রকল্পের জন্য ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট,ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ নিয়ে গভর্নমেন্ট কনসেশনাল লোন এগ্রিমেন্ট,ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ নিয়ে প্রিফারেনশিয়াল বায়ার্স ক্রেডিট লোন এগ্রিমেন্ট।ঐদিন বিকেলে চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রোমোশন অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড আয়োজিত চীনা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন উল্লেখ করে তিনি বলেন,এ সময় বাংলাদেশে ব্যবসার বিভিন্ন অনুকূল পরিবেশ এবং সুযোগ-সুবিধার কথা তুলে ধরে আমি চীনের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানাই। চীনের ব্যবসায়ী নেতারা বাংলাদেশের চলমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তারা এই অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহণে আগ্রহ ব্যক্ত করেন,বলেন তিনি।

৫ই জুলাই সন্ধ্যায় দিয়াওউয়াতি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে প্রধানমন্ত্রী চীনের প্রেসিডেন্ট শী জিনপিং-এর সঙ্গে দ্বিপাকি বৈঠকে মিলিত হন এবং অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে দ্বিপাকি বিষয় ছাড়াও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়টি গুরুত্ব পায় উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন,বাংলাদেশ বর্তমানে ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিচ্ছে, যা দেশের জন্য পরিবেশ ও নিরাপত্তার দিকে থেকে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।তিনি বলেন,রোহিঙ্গারা যাতে তাদের নিজ ভূমিতে ফিরে যেতে পারে সেজন্য আমি প্রেসিডেন্টকে চীনের গুড উইল কাজে লাগানোর অনুরোধ জানাই।প্রধানমন্ত্রী বলেন, চীনের প্রেসিডেন্ট মনে করেন রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা এবং কীভাবে এর সমাধান করা যায় এনিয়ে চীন কাজ করবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।চীনের প্রেসিডেন্ট বলেন,আমরা এ সঙ্কট সমাধানে যতটা সম্ভব চেষ্টা করব। বাংলাদেশ ও মিয়ানমার দু'দেশেই আমাদের ঘনিষ্ট বন্ধু। আমাদের কাছে দু'দেশই সমান, কেউ কম বা বেশি নয়।

ভোজ সভায়ও এ আলোচনা উঠে আসে উল্লেখ কওে প্রধানমন্ত্রী চীনের প্রেসিডেন্টের বক্তব্য তুলে ধরেন,শী জিনপিং বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করেন।তিনি বলেন,চীনের প্রেসিডেন্ট আমাকে বলেন, আমরা পরস্পরের সত্যিকারের বন্ধু হয়ে থাকব। তিনি বাংলাদেশকে চীনের বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী উল্লেখ করে বলেন, আমরা দুই প্রতিবেশী দেশ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছি।

চীনের প্রেসিডেন্ট বলেন তার দেশ সব সময় বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার পাশে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আমরা দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে একমত হই,বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রেসিডেন্ট শী জিনপিং-এর সঙ্গেও দুদেশের মধ্যে স্বারিত চুক্তিগুলি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বিষয়ে আলোচনা হয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সময় মত তহবিল ছাড়, ঋণ চুক্তির শর্তাবলী সহজ করার জন্য চীনের প্রেসিডেন্টের প্রতি অনুরোধ জানাই। জবাবে তিনি এ ব্যাপারে যথাযথ পদপে গ্রহণের আশ্বাস দেন।শেখ হাসিনা বলেন, চীনের প্রেসিডেন্ট বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা হ্রাসে প্রচেষ্টা চালাবেন বলে আশ্বাস দেন। তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগে চীনের বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করবেন বলেও জানান। চীনের প্রেসিডেন্ট কাইমেন্ট এডাপশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং তিস্তা নদীর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়নে চীনের আর্থিক সহায়তায় কথা বিবেচনার আশ্বাস দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও চীন জাতিসংঘে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এছাড়া বিসিআইএম অর্থনৈতিক করিডোর বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করি। পরে চীনের প্রেসিডেন্টের দেওয়া নৈশভোজে অংশ নিই।তিনি বলেন, চীনের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট ছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবশালী দুই নেতার সঙ্গে তাঁর দ্বিপাকি বৈঠক হয়।

৪ঠা জুলাই বিকেলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সং তাও-এর সঙ্গে তাঁর বৈঠকে উভয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং চীন কম্যুনিষ্ঠ পার্টির মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে একমত হন।তিনি বলেন, সিপিসি নেতা সমঝোতার ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলে আশ্বাস দেন।বাংলাদেশে ব্যাপক উন্নয়নের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সং তাও বলেন বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় চীনের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। বঙ্গবন্ধুর ডায়েরি থেকে 'নতুন চীন' নামে প্রকাশিতব্য বইটি চীনা ভাষাতে অনুবাদ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন সং তাও,বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,এনপিসি'র স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান লি ঝানসু'র সঙ্গে বৈঠকে তিনি দুই দেশের রাজনীতিবিদ এবং আইন প্রণেতাদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।তিনি বলেন, ৩রা জুলাই বিকেলে আমি চীনে বসবাসরত বাঙালিদের এক সংবর্ধনা সভায় যোগদান করি। এছাড়া চীনের প্রভাবশালী ইংরেজি ভাষার টিভি চ্যানেল সিজিটিএন আমার একটি সাাৎকার গ্রহণ করে তা প্রচার করে।চীনে তাঁর সফর শেষে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে যৌথ বিবৃতি গৃহীত হয়, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

সরকার একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠনে কাজ করে যাচ্ছে : শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ০৮।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার দেশব্যাপী প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ শিা এবং বিনিয়োগকারীদের সম্ভাব্য সব ধরনের নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠনে কাজ করে যাচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমাদের সরকার একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠনে কাজ করে যাচ্ছে, এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগেরে ত্র দীর্ঘ-মেয়াদি অর্থের যোগান দেয়া সম্ভব হবে।

প্রধানমন্ত্রী সোমবার সকালে রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে 'রিজওনাল সেমিনার অন ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রোটেকশন' শীর্ষক ৪ দিনের এক সেমিনারের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) যৌথভাবে এই সেমিনারের আয়োজন করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমাদের সরকার একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ে তোলার জন্য ধারাবাহিকভাবে পলিসি সাপোর্ট, আইনগত সংস্কার, অবকাঠামো নির্মাণসহ নানাবিধ সহযোগিতা দিয়ে আসছে।তিনি বলেন,পুঁজিবাজারের বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম দূর করে জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা হয়েছে।

পুঁজিবাজারে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের পুঁজিবাজার এখনও ব্যক্তি শ্রেণির বিনিয়োগকারীর উপর নির্ভরশীল। তিনি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠনে দৈনন্দিন লেনদেনে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।শেখ হাসিনা বলেন,একটি দ বিনিয়োগ গোষ্ঠি গড়ে তুলতে দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট (বিএএসএম) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ব্যক্তি শ্রেণির বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস করতে বিএসইসি দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিা কার্যক্রম পরিচালনা করছে একথা উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, 'এর আওতায় বিভাগীয় শহরগুলোতে বিনিয়োগ শিা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে তা সকল জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হবে।

পুঁজিবাজারে খেয়াল খুশি মত বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে তিনি বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন,মূলত, বিনিয়োগকারীরাই হল বাজারের মূল চালিকাশক্তি। তাই তাদের সচেতনার বিষয়টি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ার অন্যতম পূর্বশর্ত।তিনি বলেন,জেনে-বুঝে বিনিয়োগ করলে একদিকে যেমন প্রত্যেকের বিনিয়োগ ঝুঁকি মোকাবিলার সমতা বাড়ে, অন্যদিকে নিশ্চিত হয় বাজারের স্থিতিশীলতা।এই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করেই আওয়ামী লীগ ২০১৮ সালে 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শিরোনামে ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে দেশব্যাপী বিনিয়োগ প্রশিণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের ওপর জোর দেয়, বলেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন,ুদ্র বিনিয়োগকারীসহ, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের বিনিয়োগ দতা ও কলা-কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে ত্বরান্বিত করবে।এতে অন্যান্য প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের সুরার দিকটি অধিকতর নিশ্চিত হয়ে বিকশিত একটি পুঁজিবাজার গড়ে উঠবে এবং এই পুঁজিবাজার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে আমাদের অভীষ্ট ল্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন খাতে দীর্ঘ-মেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সেমিনারে ভারত, জাপান, ফিলিপাইন, নেপাল, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, দণি কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং আইসল্যান্ডের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে এডিবি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন প্রকাশ এবং বিএসইসি চেয়ারম্যান ড় মো. খায়রুল হোসেন অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন।সেমিনারে দেশের উন্নয়নে পুঁজিবাজারের ভূমিকা শীর্ষক একটি ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা হয়।

পুঁজি বাজারের সম্প্রসারণে তাঁর সরকারের পদপেসমূহ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিনিয়োগকারীদের করমুক্ত ডিভিডেন্ড আয়ের সীমা ২৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। নতুন ফিক্সড ইনকাম ফিন্যানসিয়াল প্রোডাক্টসহ বিভিন্ন ধরনের বন্ড প্রচলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শর্ট সেল এবং রিস্ক বেইস ক্যাপিটাল সংক্রান্ত দুইটি বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।তিনি বলেন, সরকার বিএসইসি'র (বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন) সমতা বৃদ্ধি করতে জনবল বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদপে গ্রহণ করেছে।কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বিএসইসির কর্মচারিদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।ুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রণীত প্রণোদনা প্যাকেজের সফল বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে বিদেশী কৌশলগত বিনিয়োগকারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও ইমপ্যাক্ট ফান্ড গঠনের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে।

বর্তমান সরকার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে স্মল ক্যাপিটাল প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন,এর ফলে ছোট ও মাঝারি আকারের কোম্পানি পুঁজি উত্তোলন করতে পারবে এবং স্টার্ট-আপ কোম্পানির তালিকাভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে।দেশের দারিদ্র বিমোচনে তাঁর সরকার নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ স্বল্প-উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সকল শর্ত পূরণ করেছে। গত এক দশকে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার সাড়ে ৬ শতাংশের উপরে এবং গত অর্থ-বছরে তা ৮ দশমিক ১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।তিনি বলেন, ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে আমরা জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশে উন্নীত করার লয কাজ করছি।প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ও উল্লেখযোগ্য চিত্র ভাষণে উপস্থাপন করেন।

তিনি বলেন, দারিদ্র্যের হার কমে এখন ২১ শতাংশ। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৯০৯ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতির হার ৫ দশমিক ৪ শতাংশে রাখা সম্ভব হয়েছে।

গত দশ বছরে দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং ৫ কোটির বেশি মানুষ নিম্ন আয় থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি মহাকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ উৎপেণসহ যোগাযোগ ও টেলিযোগাযোগ খাতে দেশের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন।সরকারের বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করায় দেশে দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, একইসঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে-নারী-পুরুষ, গ্রাম-শহর ও অঞ্চল ভিত্তিক বৈষম্য কমে আসছে।

সরকার প্রধান বলেন, সম্প্রতি প্রকাশিত আইএমএফ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী জিডিপি'র ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪৩তম এবং ক্রয়মতার ভিত্তিতে ৩২তম দেশ। বাংলাদেশ ২০১৭ সালে দ্রুততম প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকায় ছিল।তিনি বলেন, প্রাইসওয়াটার হাউজ কুপারস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে ২৮তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ দণি এশিয়ায় ২য় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন,আমরা অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি-২০১৪ প্রণয়ন করেছি। যার আওতায় আগামী

ছয়ের পাতায়

যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলেও জলবায়ু অভিযোজন পদেপের বৈশ্বিক প্রচারণা বন্ধ হবে না : আবুল মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ০৮।। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবুল মোমেন বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসের ব্যাপারে স্বারিত প্যারিস চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলেও জলবায়ু অভিযোজন পদেপের বৈশ্বিক প্রচারণা বন্ধ হবে না। বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো এই চুক্তির সঙ্গে রয়েছে।সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক প্রেস বিফ্রিংকালে তিনি একথা বলেন।

মোমেন বলেন,যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি থেকে সরে গেলেই সবকিছু বন্ধ হয়ে যাবে না। এর ফলে চুক্তিটিতে স্বারিত মাত্র একটি দেশ নিজেকে প্রত্যাহার করে নেবে। কিন্তু অন্যান্য দেশগুলো চুক্তিবদ্ধ থাকবে। ৭৯ শতাংশ মার্কিন নাগরিক বিশ্বাস করেন যে জলবায়ু পরিবর্তন একটি গুরতর ইস্যু এবং তাদের সরকারকে এ ব্যাপারে পদপে নেয়া উচিত।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার অল্প সময়ের জন্য প্যারিস চুক্তি থেকে দূরে থাকবে। আমরা আশা করছি যে তারা (যুক্তরাষ্ট্র) তাদের জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী আবার এতে (প্যারিস চুক্তি) অংশ নিবে।পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী (এসডিজি বিষয়ক) মুখ্য সমন্বয়ক মো. আব্দুল কালাম আজাদও এতে বক্তব্য রাখেন।ঢাকা মিটিং অব দ্য গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপটেশন' উপলে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

আগামীকাল বুধবার এটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন।অনুষ্ঠানে অংশ নিতে মার্শাল আইল্যান্ড প্রেসিডেন্ট ড় হিলডা হেইন, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি-মুন ও বিশ্বব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড় ক্রিস্টিলিনা জর্জিয়েভার আগামীকাল বাংলাদেশে আসার কথা রয়েছে।বাংলাদেশে সফরকালে আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন এই ব্যক্তিবর্গ কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরও পরিদর্শন করবেন। রোহিঙ্গা জনপ্লাতের আগমনের কারণে এখানকার পরিবেশগত ঝুঁকি প্রত্য করবেন তারা।

আবুল কালাম আজাদ বলেন,আমরা বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে দেখাতে চাই যে রোহিঙ্গা জনপ্লাতে আমাদের পরিবেশের উপর কিভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের অস্থায়ী আশ্রয় দানের কারণে কক্সবাজারের পরিবেশের যে তি হয়েছে তা পূরণ করতে বাংলাদেশের বৈশ্বিক সহয়তার প্রয়োজন।আজাদ বলেন,বিশ্বনেতারা সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যবেণ করলে, এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়া আমাদের জন্য সহজ হবে।

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশের সঙ্গে রাখাইনকে যুক্ত করার মার্কিন কংগ্রেসম্যানের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ০৮।। রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যকে বাংলাদেশের সঙ্গে একীভূত করার সাম্প্রতিক প্রস্তাবকে সরাসরি নাকচ করে দিয়ে একে একটি 'গর্হিত কাজ' উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এসব না করে রোহিঙ্গারা যাতে নিরাপদে নিজদেশে ফেরত যেতে পারে সেই প্রচেষ্টাই তার করা উচিত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমার সীমানা রয়েছে ৫৪ হাজার বর্গমাইল বা ১ লাখ ৪৭ হাজার বর্গ কি.মি. আমরা তাতেই খুশী। অন্যের কোন জমি নেয়া অন্য কোন প্রদেশকে আমাদের সাথে যুক্ত করাকে আমি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করি। এ ধরনের কথা বলা অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায় কাজ বলে আমি মনে করি। এই প্রস্তাব কখনো গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দণি এশিয়ার দেশগুলোর জন্য মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের বরাদ্দ সংক্রান্ত কংগ্রেসের শুনানীকালে গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান ব্রাডলি শেরম্যানের প্রস্তাবের প্রেিত সোমবার বিকেলে গণভবনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,মিয়ানমারের সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গাদের মানবিক কারণেই আমরা আশ্রয় দিয়েছি। আর আশ্রয় দেওয়ার মানে এটা নয় যে, আমরা তাদের রাষ্ট্রের একটা অংশ একেবারে নিয়ে চলে আসবো। এই মানসিকতা আমাদের নেই। এটা আমরা চাই না।তিনি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের এশিয়া প্যাসিফিক সংক্রান্ত উপকমিটির চেয়ারম্যান শেরম্যানকে তার দেশে এক সময়ে চলা দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের অতীত স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,বাংলাদেশ এমন কোন কিছুই করবে না, যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে বা অশান্তির সৃষ্টি করে।

তিনি বলেন,ঐ কংগ্রেসম্যানের কিন্তু অতীত ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এক সময়ে তাদের গৃহযুদ্ধ লেগে থাকতো। আর সেই দিন যে ভবিষ্যতেও আসবে না সেটা কিভাবে তারা ভাবে।রাখাইন স্টেটে প্রতিনিয়ত যে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তাতে আমরা জেনে বুঝে ঐ ধরনের একটা গোলমেলে জিনিসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করবো কেন, প্রশ্ন উত্থাপন করে শেখ হাসিনা বলেন,আমরা কখনই তা করবো না।

শেখ হাসিনা মিয়ানমারের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বলেন, প্রতিটা দেশ যার যার সার্বভৌমত্ব নিয়ে থাকবে। মিয়ানমারও তাঁর সার্বভৌমত্ব নিয়ে থাকবে। আর এটাও চাই, মিয়ানমার যেন তার নাগরিকদের ফেরত নিয়ে যায়।তাদের রাখাইন স্টেটে মানবাধিকার লঙ্ঘণের বিষয়টি দেখা উচিত তাই বলে কোন দেশের অভ্যন্তরে কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করে নয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,এখানে মানবতা লঙ্ঘনের যা কিছু হচ্ছে তাদের সেটা দেখা উচিত। এভাবে একটা দেশের ভেতর গোলমাল পাকানো কোনভাবেই ঠিক নয় এবং যেখানে তারা হাত দিয়েছে সেখানেই তো আগুন জ্বলছে কোথাওতো শান্তি আসেনি বরং জঙ্গিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে।তিনি বলেন,আমরা আমাদের এই অঞ্চলে একটু শান্তিপূর্ণভাবে থাকার চেষ্টা করছি এখানেও তাদের আগুন লাগানোর প্রচেষ্টা। এটা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক চীন সফর নিয়ে এদিনের সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হলেও রোহিঙ্গা প্রসংগ,সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং বেশ্বিক রাজনৈতিক প্রোপট তাতে সাংবাদিকদের প্রশ্নে ঘুরে ফিরে আসে।১ জুলাই থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত চীনের প্রধানমন্ত্রী লি খোচাং'র আমন্ত্রণে শেখ হাসিনা ৫ দিনের সরকারী সফরে চীনে যান।প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর এবারের চীন সফরে দ্বিপাকি বিষয় ছাড়াও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী লি খোচাং, প্রেসিডেন্ট শী জিনপিং এবং চীনা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে আমি বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরি। এ সব আলোচনার সময় সকল নেতাই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেন এবং এই সমস্যা সমাধানে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড়একে আব্দুল মোমেন এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ,প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রকি মিডিয়া এবং সংবাদ সংস্থার সম্পাদক এবং সিনিয়র সাংবাদিকবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

বিছানায় প্রস্রাব মানসিক সমস্যা

তুর্যের বয়স ৮। তবুও প্রায় রাতেই সে ঘুমোয় ঘোরে প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায়। আর এ নিয়ে তার মায়ের অনেক ভাবনা, বেশির ভাগ সময় রাতটা কাটে উৎকণ্ঠায়। কোথাও বেড়াতে গেলে রাতে থাকা হয় না লজ্জায়।

বাচ্চার এই সমস্যার জন্য অনেক হুজুর দেখনো হয়েছে, ঝাড় ফুঁক করানো হয়েছে, এমনকি তাবিজ কবজও দেওয়া হলো। নাহ কিছুতেই কোনো উন্নতি হয় না। কী যে হলো তুর্যের? কী এমন বদনজর লাগল ওর? কে এমন ক্ষতি করল? এরকম আরও কতো কতো দুশ্চিন্তা।

আসলে এই ধরনের সমস্যা কোনো বদনজর বা করো ক্ষতি করার কারণে হয় না, এটি একটি মানসিক সমস্যা।

সাধারণত, ৪-৫ বছর বয়সের মধ্যে একটি শিশু তার প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে ফেলে। কিন্তুকোনো কোনো সময় শিশুর এই বয়সের পরেও প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিশেষ করে রাতে ঘুমালে বিছানা ভিজায়।

এ সমস্যা মানসিক কারণ ছাড়াও শারীরিক কারণে হতে পারে। তাই শারীরিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হতে পারে না।

অনেক সময় শিশু নিজের অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রস্রাব করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, সেগুলো বোঝার চেষ্টা করুন এবং তাতে সাড়া দিন। রাতে নির্দিষ্ট সময় পর পর শিশুকে বাথরুমে নিয়ে যান এবং তাকে প্রস্রাব করার জন্য উৎসাহ দিন।

যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিছানায়প্রস্রাব করে এমন শিশুর জন্য নিয়ম নীতি মেনে চললে এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা গ্রহণ করলে শিশুর এ ধরনের সমস্যা ভালো হয়ে যায়।

যে শিশু যথেস্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও রাতে ঘুমালে বিছানা ভিজায় তাকে সন্ধ্যার পর অতিরিক্ত জল পান করাবেন না, রাতে তাকে ঘুম থেকে তুলে প্রস্রাব করাবেন।

যে রাতে সে বিছানা ভেজাবে না তার পরবর্তী সকালে তাকে ছোট কোনো উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করুন। হিসাব রাখুন মাসে কতদিন প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায় আর কতদিন বিছানা ভেজায় না এবং যেকটি দিন প্রস্রাব করে বিছানা ভিজায় না তা হিসাব করে তাকে ছোট কোনো উপহার দিন। তাহলে শিশু খুশি হবে এবং বিছানাতে প্রস্রাব না করার জন্য উৎসাহ বোধ করবে এবং সেই সাথে তার মনোবলও বাড়বে। যদি তারপরও শিশু রাতে প্রস্রাব করে বিছানা ভিজায় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এধরনের সমস্যার জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা আছে যা অনেক কার্যকরী। এ রোগের জন্য কার্যকরী ওষুধ ও চিকিৎসা আছে। পরিবারের সদস্যদের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন শিশু কিশোরদের মানসিক সমস্যা এবধ ব্যাধি নিরাময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

পাম চাষ ঃ বহুমুখী লাভের কৃষি

পাম তেলঃ পাম গাছের ফল প্রক্রিয়াজাত করে যে তেল পাওয়া যায় তাকে পাম তেল বলে। পাম ফলের মাংশল ও বীজ হতে তেল পাওয়া যায়। মাংশল অংশ হতে যে তেল পাওয়া যায় তার নাম পাম তেল, আর বীজ (কার্নেল) হতে যে তেল পাওয়া যায় তার নাম পাম কার্ণেল তেল। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের শতকরা ৮০ শতাংশ পাম তেল উৎপাদন করে।

ইতিহাস ঃ পাম তেলের আদি উৎস পশ্চিম আফ্রিকা। পাম তেলের মিশরে আবির্ভাব ঘটেছে সম্ভবত: পশ্চিম আফ্রিকা থেকে। মালয়েশিয়ায় ১৯১০ সালে স্কটসম্যান উইলিয়াম সিমে এবং হেনরি ডারবি নামের দুই ভদ্রলোক পাম চাষের প্রবর্তন করেন।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান ঃ সদ্য আহরিত পাম তেল বিটা ক্যারোট্রায়েনল নামক দুই ধরনের ভিটামিন ই অধিক পরিমাণে থাকে। অন্যান্য উদ্ভিদ ভোজ্য তেলের মতো পাম তেলও কোলেস্টেরলমুক্ত। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল খাদ্যে পাম তেল ব্যবহার করলে রক্তে মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে না। পাম তেল খাদ্যে ব্যবহার করলে রক্তে মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে না। পাম তেল খাদ্যে ব্যবহার করলে দেহে উপকারী 'এইচ ডি এল' কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে এবং ক্ষতিকর 'এল ডি এল' কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায়। পাম তেল রক্তের জমাট বাঁধার প্রবণতা হ্রাস করে ফলশ্রুতিতে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়। লাল পাম তেলে প্রচুর পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন এবং ভিটামিন ই থাকে। যা গাজরের চেয়ে ১৫ গুণ এবং টমেটোর চেয়ে ৩০০ গুন বেশি। লাল পাম তেল ক্যারোটিনয়েডের উৎস হওয়ায় কয়েক ধরনর ক্যান্সারকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করতে পারে। পাম তেল এবং একই পরিমাণ ক্যালরিযুক্ত অন্য ভোজ্য তেল সম্বলিত খাদ্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে যে পরীক্ষামূলকভাবে ঘটানো স্তন ক্যান্সারের সংগঠন ও বিকাশ উভয় ক্ষেত্রেই পাম তেল প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ভোজ্য তেলের মধ্যে ৫০ পিপিএম পর্যন্ত কোলেস্টেরল থাকলে তা 'কোলেস্টেরল মুক্ত' তেল হিসেবে বিবেচিত হয়। পাম তেলের কোলেস্টেরল ৫০ পিপিএম এর নিচে যা (১৩-১৯) পিপিএম এর মধ্যে। অপরপক্ষে সয়াবিন তেলে (২০-৩৫) পিপিএম সূর্যমুখী তেলে (০৮-৪৪) পিপিএম এবং সরিষার তেলে (২৫-৮০) পিপিএম কোলেস্টেরল বিদ্যমান । চিনে পাম তেল সয়াবিন তেল, পিনাট তেল এবং শূকরের চর্বি (সবগুলোর সম্পৃক্ত চর্বিযুক্ত) নিয়ে এক তুলনামূলক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে এদের মধ্যে। পাম তেল দেহে উপকারি এই ডি এল' কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায় এবং ক্ষতিকর 'এল ডি এল' কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।

বিবিধ ব্যবহার ঃ পরিশোধিত পাম তেল গন্ধহীন হওয়ায় এর দ্বারা ভাজা খাদ্যেও স্বাভাবিক গন্ধ বজায় থাকে। পাম তেল অর্ধজমাট ঘনত্বে থাকার জন্যে এমন কিছু ভৌতগুণ ধারণ করে যা অনেক খাদ্য প্রস্তুতিতে প্রয়োজন হয়। পাম তেল ভোজ্য তেল ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহর হয়। সাবান, ডিটারজেন্ট, ফ্যাটি এসিড, ফ্যাটি অ্যালকোহল, গ্লিসারিন উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। বিস্কুট , কেক, আইসক্রিমসহ বিভিন্ন প্রকার খাবার তৈরিতে পাম তেলের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। চর্বি উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে পাম তেল সকলের পছন্দনীয়। পাম তেল থেকে তৈরি হয় সলিড ফ্যাট যেমন বনস্পতি যা স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম কারণ পাম তেলকে হাইড্রোজিনেশন করার প্রয়োজন হয় না বলে এতে ক্ষতিকর ট্রান্স ফ্যাটি এসিড থাকে না। পাম গাছের কাণ্ড, পাতাত, ফলশূন্য , কাঁদি ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা যায়। পদ্মাথম গাছের পাতা ও ফলশূন্য কাঁদির আঁশকে প্রক্রিয়াজাত করে মধ্য ঘনত্বের ফাইবার বোর্ড ও চিপবোর্ড তৈরি করা যায়।

চাষাবাদ ঃ পাম গাছের চাষের জন্য মোটামুটি তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলে ভাল। প্রতিদিন ৫ ঘন্টা অথবা বার্ষিক মোট ২০০০ ঘন্টা সূর্যালোক দরকার। সমতল, ভারি, জল ধারণক্ষম পলিমাটি পাম চাষের জন্য আদর্শ। পাহাড়ি এলাকা, অনাবাদি জমি, সড়ক মহাসড়কের পাড়, পুকুর পাড়, অব্যবহৃত স্থানে পাম গাছ রোপণ করা যেতে পারে। প্রতি হেক্টর জমিতে ১২০ টি থেকে ১৫০ টি চারা অথবা ৯.৫ মিটার দূরে দূরে প্রতি হেক্টর জমিতে ১২৮ টি চারা রোপণ করা যায়। বীজ হতে চারা তৈরি করতে এক বছর সময় লাগে। চারা রোপণের তিন থেকে চার বছরের মধ্যে ফল ধরে। রোপিত চারা ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ফল দিতে পারে ৯.৫ মিটার দূরে দূরে চারা রোপণ করতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গর্ত করতে হবে। প্রতিটি গর্ত জৈব সার দ্বারা ভরাট করতে হবে। জৈব সার শোধন করার জন্য একদিন তামাক পাতা ভেজানো জল ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি গর্তে ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০০ গ্রাম টি এস পি এবং ৫০০ গ্রাম ওমওপি সার প্রাথমিক মাত্রা হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে চারা রোপণের আগে অবশ্যই গর্তের জৈব সার বা কম্পোস্ট ভালোভাবে ওলট পালট করে গ্যাস বের করে দিতে হবে যাতে চারা গাছের কোন ক্ষতি না হয়। চারা রোপণের পর সবসময় মাটিতে যাতে জল থাকে সেজন্য সেচ দিতে হবে। ইঁদুরের আক্রমণ রোধ করার জন্য শতকরা ২ ভাগ জিংক ফসফাইট বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। গন্ডার পোকার আক্রমণে গাছের ব্যাপক ক্ষতি হয়। গোঁড়া পচা রোগ যা গন্ডদ্ধারমা বোনিনেন্স নামক জীবাণুর আক্রমণ ঘটে। এ রোগের কারণে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত ফলন কমে যেতে পারে। আই পি এম পদ্ধতিতে পোকাদমন ব্যবস্থা রহণ করলে আক্রমণ রোধ করা যেতে পারে।

ফল সংগ্রহ ঃ সারা বছরই পাম গাছ থেকে ফল পাওয়া যায়। ফিলিপাইনের আর বি এ পি এর একটি প্রকাশনা অনুযায়ী চারা রোপণের ২৬ মাস থেকে ৩০ মাসের মধ্যেই ফসল সংগ্রহের পর্যায়ে পৌঁছায়। এক হেক্টর জমির পূর্ণবয়স্ক গাছে গড়ে বছরে কাঁদিসহ ফল ১৯.১ মে. টন পাওয়া যায়। মাসে তিন বার বা ১০ দিন পর ফল সংগ্রহ করা ভাল।

তেল প্রস্তুত ঃ পরিপক্ক পলগাছ থেকে কাঁদিসহ কেটে নামিয়ে পরিস্কার করতে হবে। তারপর ফলগুলোকে পাত্রের মধ্যে জলসহ ফুটাতে হবে এতে ফলগুলো নরম হয়। এবার নরম ফলগুলোকে হাতে চেপে রস বের করতে হবে। তারপর জলমিশ্রিত এ রসকে একটি পাত্রে রেখে চুলায় কিছুক্ষণ তাপ দিলে রসে রেখে চুলদ্ধায় কিছুক্ষণ তাপ দিলে রসে বিদ্যমান জল বাষ্পাকার বের হয়ে যাবে বেং পাত্রের মধ্যে পাম তেল জমা থাকবে। এভাবে প্রাপ্ত তেল ছেঁকে বোতলে সংগ্রহ করে রাখলে ছয় মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

''কবীর''-এর জন্য অর্জুন ছিলেন সন্দীপের প্রথম পছন্দ

মহানগর ওয়েবডেস্ক: টিজার এবং ট্রেলারে ''কবীর সিং'' দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। বাকি রয়েছে শুধু ছবি, যা খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে ২১ জুলাই। তবে ছবি নিয়ে আশাবাদী পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা এবং অভিনেতা শাহিদ কাপুর। ''অর্জুন রেড্ডি''-র রিমেক হচ্ছে বলিউডের ''কবীর সিং''। তবে ''কবীর সিং''-য়ের পেছনে রয়েছে এক রহস্য যা খোলসা করলেন পরিচালক স্বয়ং। তিনি জানান, এই ছবিতে শাহিদ তাঁর প্রথম পছন্দ ছিলেন না। তিনি অন্য এক অভিনেতাকে ''কবীর''-এর চরিত্রের জন্য ভেবে রেখেছিলেন। শাহিদের সঙ্গে ছবির বিষয় নিয়ে তিনি কথাও বলেন। তবে তাঁর মাথায় ছিল অন্য অভিনেতার নাম। তবে সেই অভিনেতা কে তা তিনি কখনও কাউকে জানাননি। প্রথববার এই বিষয় নিয়ে সন্দীপ মুখ খুলেছেন।পরিচালক বলেন, আমার পছন্দ ছিল অর্জুন কাপুর। ছবির প্রযোজকও তাঁকে অ্যাপ্রোজ করেছিল। কিন্তু আমরা এই বিষয় নিয়ে খুব একটা ভাবিনি। কারণ, আগে থেকেই আমি শাহিদের সঙ্গে এই ছবি নিয়ে কথা বলেছি তাই বেশি না ভেবে তাঁকে বেছে নিয়েছিলাম। তবে শাহিদের সঙ্গে প্রথবার জুটি বেঁধেছেন কিয়ারা আডবাণী। ছবিতে দুজনের কেমিস্ট্রি নিয়ে খুব চর্চাও হচ্ছে। তবে ''কবীর''-এর ভূমিকায় দর্শকদের নজর কেড়েছেন শাহিদ। তিনি বলেন, শ্যুটিং থেকে ফিরে এসে ২-৩ ঘন্টা ধরে স্নান করতাম যাতে সিগারেটের ধোঁয়া চলে যায়। অনেক কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।জানা গিয়েছে, শাহিদের পাশাপাশি কিয়ারাও ছিলেন না পরিচালকের প্রথম পছন্দ! কিয়ারার আগে এই ছবিতে কাজ করার কথা ছিল তারা সুতারিয়ার। এর পাশাপাশি ''কবীর সিং''-য়ের নেপথ্যে রয়েছেন স্বয়ং পরিচালক। শাহিদ যার চরিত্রকে পর্দায় তুলে ধরছেন তিনি হলেন সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। তিনি মেডিক্যাল স্টুডেন্ট ছিলেন এবং তাঁর জীবনেও এই ঘটনা ঘটেছিল। যা এবার রূপোলি পর্দায় দেখানো হবে।

মেক আপ তো শুধুই বাইরের সৌন্দর্য্য
চমকে দিলেন সুন্দরী অভিনেত্রী

মুম্বই: রূপোলি পর্দার নায়িকারা যেন স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নের সুন্দরী হওয়ার জন্য মেয়েরা পাগল। কখনও জিম, কখনও ফেয়ারনেস ক্রিম। এভাবেই আলিয়া কিংবা দীপিকা হওয়ার দৌড়। তবে সত্যিই কী স্বপ্ন-সুন্দরীরা একেবারে নিখাদ-নিদাগ? তাদের জন্য কী আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছে ছাপোষা মেয়েরা?না, আসলে প্রত্যেকেরই থাকে খুঁত। সাধারণের ভালোলাগার জন্যই সেসব খুঁত ঢেকে অসাধারণ করে তোলা হয় পর্দার সুন্দরীদের। কিন্তু নায়িকার বাইরে আসল মেয়েটির হয়ত মুখে দাগ কিংবা গায়ের রঙ কালো। তাই মেক আপ বিহীন চেহারা সামনে এনে অনেক নায়িকারা মহিলাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে চাইছেন। বার্তা দিতে চাইছেন, তাঁদেরও খুঁত ঢাকতে হয়।ই ট্রেন্ডেই এবার নাম লেখালেন কাজল আগরওয়াল। দক্ষিণী এই নায়িকাকে বলিউডের দু-একটি ছবিতে দেখা গিয়েছে। তবে দক্ষিণের ছবিতে কাজল বেশ জনপ্রিয়। আর অবশ্যই সুন্দরী। টানা চোখ, চোখা নাক- নায়িকা সুলভ চেহারায় আপ্লুত হয়ে যান ভক্তরা। সেই কাজল এবার চমকে দিলেন মেক-আপ বিহীন ছবি দিয়ে।অভিনেত্রীদের ইনস্টা হ্যান্ডেল যেখানে বিকিনি শ্যুট কিংবা সি-বিচে ছুটি কাটানোর ছবিতে ভরে থাকে, সেখানে কাজল হঠাতপোস্ট করেছেন তাঁর দুটি মেক আপ বিহীন ছবি। হঠাতদেখলে চেনাই যাবে না। রঙ চাপা, মুখ ভর্তি দাগ। চোখ-নাকের তীক্ষ্ণতা চোখে পড়লেও তথাকথিত সৌন্দর্য্য যেন নেই !ছবিগুলির তলায় বার্তাও দিয়েছেন তিনি। একটি ছবির তলায় লিখেছেন, এরকম একটি ছবি পোস্ট করতে অনেকটা সাহস লাগে, আর মেক-আপের একটা আস্ত লেয়ার তুলে ফেলতে হয়।আর একটি ছবিতে কাজল লিখেছেন, ''মানুষ ধীরে ধীরে নিজেকে আবিষ্কার করার ক্ষমতা হারাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ক্রমশ আত্মবিশ্বাসটা হারিয়ে দিচ্ছে। শুধু একটা পারফেক্ট চেহারার জন্য সবাই কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন প্রসাধনীতে। আর সব সৌন্দর্য্য তো শুধুই বাইরের। ভিতরটা কী পাল্টে ফেলা যায়? নিজেরা আসলে কতটা সুন্দর সেটার মূল্যায়ন না করলে সব সৌন্দর্য্যই বৃথা।''কাজলই প্রথম নন। কিছুদিন আগে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন সোনম কাপুর। যেখানে দেখা যাচ্ছিল কীভাবে মেক আপ করছেন তিনি। কীভাবে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে মুখের সব খুঁত। লিখেছিলেন, ''আমাদেরও কালার কারেকশনের দরকার হয়।'' অর্থাতকেউই যে পারফেক্ট নয়, সেই বার্তা দিয়েছিলেন তিনি।এছাড়া সম্প্রতি মালাইকাও একটি আর্মপিটের ছবি পোস্ট করেন ইনস্টাগ্রামে। যেখানে কালো ছোপ দেখা যাচ্ছে। শিরোনামে উঠে আসেন মালাইকাও।

রোবোটিক আর্ম প্রস্তুত

সামনের দিনগুলোতে প্রযুক্তি নির্ভরতা এতোটাই বাড়ছে যে মানুষের কাজগুলো করবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বাকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন রোবট। সেই প্রযুক্তির কথা মাথায় রেখে বসে নেই দেশের তরঞ্চণ প্রজন্ম। এই প্রযুক্তির রোবট তৈরি করছে তারা, যা মানুষের কাজ সহজ করার পাশাপাশি সাড়া দেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে।

তথ্যপ্রযুক্তি বড় আসর বেসিস সফট এক্সপোতে এসেছে এমনই একটি রোবট, যাতে যুক্ত হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হওয়া চারদিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীতে 'রোবোটিক আর্ম' নামের রোবটটি ঘিরে প্রযুক্তিপ্রেমীদের আগ্রহের শেষ ছিল না।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একদল শিক্ষার্থী এই রোবটটি তৈরি করে নিয়ে এসেছেন প্রদর্শনীতে।

প্রকল্পের টিম লিডার ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকটোনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দশম সেমিস্টারের ছাত্র এনায়েত উল্লাহ জুয়েল বলেন, তৃতীয় প্রজন্মের রোবট দিয়ে শুধু নিয়ন্ত্রণ করাযেত। চতুর্থ প্রজন্মের শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে ফিডব্যক প্রয়োজন। রোবোটিক আর্ম' এ এমন সব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে যাতে তার কাজে কোনো ওভারলোড হচ্ছে কিনা বা কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা, সেগুলোর ফিডব্যাক দেবে। এই রোবটটি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

রোবটটি ফুড প্রসেসিং, কেমিক্যাল বা ফার্মাসিটিক্যালের মতো শিল্প কারখানায় যেখানে একই কাজ বার বার করা হয় সেখানে ব্যবহার করা যাবে।

প্রদর্শনীতে দেখা যায়, রোবটটি একটি বল তুলছে এবং অন্য জায়গায় রাখছে। আর সেটি পরিচালনা করা হচ্ছে বাটন দিয়ে।

জুয়েল জানান, ভবিষ্যতে যারা আমাদের দেশে রোবট নিয়ন্ত্রণ করবে তারা শিক্ষিত না। এজন্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাটন ছাড়াও অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। রোবটটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি সংযোজনের কাজ চলছে বলে জানানশিক্ষার্থীরা। রোবট তৈরিতে দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, অল্প খরচে এই রোবটটি তৈরি করা যাবে। বিদেশ থেকে এমন রোবট কিনতে পরিবহণ খরচসহ দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা খরচ হবে। আর এটি পাওয়া যাবে মাত্র ৬০-৭০ হাজার টাকায়।

প্রদর্শনীতে দেখা যায় রোবটটি এক কেজি ওজনের বস্তু তুলতে পারছে। তবে প্রয়োজন তা বাড়ানো যাবে বলে জানান জুয়েল।

আজ অবধি জানা যায়নি কে খুন করতে চেয়েছিল লতা মঙ্গেশকরকে!

কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকর প্রায় সাত দশক ধরে প্লেব্যাক করেছেন বিভিন্ন ছবির জন্য ঊ ওঁকে ভালোবেসে বলা হয় ঊ উনি পঞ্চাশ হাজারের ও বেশি গান গেয়েছেন ১৪টা বিভিন্ন ভাষায় ঊ কিন্তু অনেকেই জানে না বহু বছর আগে ১৯৬২ সালে এই গায়িকাকে স্লো পয়জনিং করে খুন করার ষড়যন্ত্র করা হয় ঊযদিও আজ অবধি জানা যায়নি কে ওঁকে খুন করতে চেয়েছিল ঊ কিন্তু লেখক পদ্ম সচদেবের ' লতা মঙ্গেশকর : অ্যাসা কাঁহা সে লে আউ ' বই থেকে এই ঘটনার ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ঊ' লতাজি এই ঘটনার কথা আমাকে বলেছিলেন ঊ ওঁর তখন ৩৩ বছর বয়েস ঊ সালটা ১৯৬২ ঊ একদিন সকালে ওঁর পেটে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হলো ঊ তার সঙ্গে বমি ঊ সবুজ রঙের স্বচ্ছ তরল পদার্থ বেরোতে লাগলো বমির সঙ্গে ঊ উনি কয়েকবার বমি করেন ঊ ওঁর হাত পা-ও অবশ হয়ে যায় ঊ সারা শরীরে ব্যথা করছিল ওঁর ঊ' লতাজির ডাক্তারকে ডাকা হয় ঊ ডাক্তার ওঁকে ইনজেকশন দেন ঊ প্রায় তিনদিন অচৈতন্য অবস্থায় কাটান লতাজি ঊ মৃত্যুর খুব কাছ থেকে ফিরে আসেন উনি ঊ ১০ দিন পর ওঁর শরীরের উন্নতি হতে থাকে ঊ ডাক্তার ওঁকে জানিয়েছিলেন কেউ ওঁকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করেছিল ঊ " আশ্চর্যজনকভাবে এই ঘটনার পরে লতাজির জন্য যে রান্না করত তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ঊ সে তার মাইনে না নিয়েই চলে গেছিল ঊ লতাজির ওখানে রান্না করার আগে সে বলিউডের বেশে কয়েকজন তারকার বাড়িতে রান্নার কাজ করেছিল ঊ " লতাজির সুস্থ হতে তিনমাস সময় লাগে ঊ বিছানা থেকে উনি তখন উঠতেই পারতেন না এত উইক হয়ে গেছিলেন ঊ মাঝে মাঝেই ভয়ানক পেটের ব্যথায় কষ্ট পেতেন উনি ঊ ব্যথা কমাতে তখন ওঁকে বরফ মিশিয়ে ঠান্ডা স্যুপ দেওয়া হতো ঊ " এই ঘটনার পর সুরকার মজরুহ সুলতানপুরী নিয়মিত সন্ধ্যা ৬টার সময় লজাতির বাড়িতে আসতেন ঊ উনি প্রথমে এসে লতাজির খাবার খেয়ে দেখতেন ঊ তারপর সেই খাবার দেওয়া হতো ওঁকে ঊ উনি রোজই লতাজিকে গল্প পরে শোনাতেন, কবিতাও পড়তেন, লতাজির মন ভাল রাখার জন্য ঊ " অবশেযে প্রায় তিন মাস শয্যাগত থাকার পর লতাজি স্টুডিওতে গেলেন ঊ এই ঘটনার পর উনি প্রথম যে গানটা গাইলেন তা হলো ' কহি দ্বীপ জ্বলে কহি দিল।'

জিমেইলে পাঠানো বার্তা পড়ছে অন্য কেউ

জিমেইল ব্যবহার করে যে বার্তা পাঠানো কিংবা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা কেবল মেশিনই না, কখনও কখনও থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ডেভেলপার পড়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সার্চ জায়ান্ট গুগল।

থার্ড পার্টি অ্যাপ বলতে অফিসিয়াল অ্যাপ ছাড়া তৃতীয় কোনো নির্মাতার অ্যাপকে বোঝানো হয়।

যেমন আপনি যদি ফেসবুক, গুগল কিংবা টুইটারের অ্যাপ প্লে স্টোরে খোঁজেন, তবে দেখবেন তাদের নিজস্ব অ্যাপ ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ সেখানে রয়েছে। যেগুলো অন্যান্য ডেভেলপারের তৈরি। এগুলোই হচ্ছে থার্ড পার্টি অ্যাপ। অন্য কথায় কোনো কাজের কিংবা সার্ভিসের জন্য আগে থেকেই তৈরি অফিসিয়াল অ্যাপ থাকার পরও একই কাজের জন্য থার্ড পার্টি ডেভেলপাররা যেসব অ্যাপ বানান সেগুলোই থার্ড পার্টি অ্যাপ।

এই তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অসচেতনভাবে তাদের কর্মীদের জিমেইলের বার্তা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালকে একটি কোম্পানি জানিয়েছে, এটি খুবই স্বাভাবিক চর্চা। যেটি খুবই নোংরাভাবে গোপন রাখা হয়।

কিন্তু এ ধরনের চর্চা তাদের নীতিমালার বাইরে নয় বলে আভাস দিয়েছে গুগল। একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক বলেন, এটি খুবই বিস্ময়কর যে গুগল ধরনের চর্চার অনুমতি দিয়েছে।

ইমেল সেবায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জিমেইল। ১৪০ কোটি লোক এ সেবা ব্যবহারকরেন। পত্রিকাটি জানিয়েছে, কম্পিউটারের আলগরিদম মাধ্যমে যখন ইমেল পাঠানো হতো, তখন বেশ কিছু কোম্পানির কর্মীরা সেখান থেকে হাজার হাজার বার্তা পড়েছেন। এডিসন সফটওয়্যার কোম্পানি বলেছে, নতুন একটি সফটওয়্যার ফিচার তৈরি করতে তারা কয়েক হাজার ব্যবহারকারীর ইমেল

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা। যেকথাটি সত্যি বলে মেনে নেবে মোবাইলের লাই ডিটেক্টর, তার পাশে সবুজ টিক চিহ্ন দেখা দেবে আর মিথ্যে বলে মনে হলে তার পাশে লাল কাটা দাগ দেবে। পরস্পরবিরোধী তিনটি ভিন্নধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে ওই অ্যাপের সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অ্যানড্রয়েড স্মার্টফোনের জন্য ডিজাইন করা অ্যাপটি নিয়ে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

বিশ্বের সবথেকে ছোট গাড়ি !

যদি প্রশ্ন করা হয় এই মুহূর্তে বিশ্বের প্রথম সব থেকে ছোট গাড়ি কোনটি? এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত কত? আপনি ঢোঁক গিলে তরিঘড়ি করে আপনার হাতের স্কার্টফোনটি ঘাঁটতে শুরু করে দেবেন।

তবে আপনাকে বলি এই মুহূর্তে বিশ্বের সর্বপ্রথম ছোটগাড়ির নাম পিল পি -৫০'। একদম ছোটখাটো দেখতে পুচকে মতন গাড়িটি দেখলে আপনি চমকে যাবেন। গাড়ি এরকমও হয়। এই গাড়ি তৈরির ইতিহাস অনেকটাই চমকপ্রদ। যতদূর জানা যায়, গাড়িটি প্রথম তৈরি করা হয়েছিল ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে। ব্রিটেনের পিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এটি তৈরি করেছিল। ২০১০ সালে গিনেস বুকের রেকর্ডের তালিকায় নাম লিখিয়েছিল পিল। পিল পি ৫০ তৈরি করা হয়েছিল শহরের সীমিত দূরত্বের মধ্যে চলাফেরার জন্য। এরদৈর্ঘ্য ছিল ৫৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৩৯ ইঞ্চি। ওজনও ছিল মাত্র ৫৯ কিলোগ্রাম। এতে কোনো ব্যক গিয়ার বা রিভার্স গিয়ার ছিল না। তবে গাড়ি ছোট হওয়ায় একটা সুবিধাছিল, চালক চাইলে পুরো গাড়িটা হাতে তুলে পিছনে টেনে নিয়ে যেতে চারতেন। গাড়িটির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, গাড়িটির ডিজাইন করা হয়েছে একজন মানুষ আর একটি শপিং ব্যাগ বহনের উপযোগী করে। এছাড়াপিল গাড়ির মাত্র একটি দরজা আর একটি উইন্ড স্ক্রিন ওয়াইপার। ওজন কম হওয়ায় এটাও একটা কারণ। পিল সংস্থা এই গাড়িটি খুব বেশি তৈরি করেনি। মাত্র ৫০ টি তৈরি করেছিল। পরে ২০১০ সালে আবার নতুন করে এই গাড়ি তৈরি করা শুরু হয়।

আগ্রায় ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা : শোকস্তব্ধ রাজনাথ-নাড্ডা, সেফড্রাইভ -সেভলাইফ-এর আহ্বাণ মমতার

আগ্রা ও নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আগ্রায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে দেশের রাজনৈতিক মহলঊ ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় ২৯ জন যাত্রীর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকরী সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরাঊ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আবার 'সেফড্রাইভ-সেভলাইভ'-এর আহ্বাণ জানিয়েছেনঊ

সোমবার ভোরে লখনড। থেকে দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিল একটি ডাবল-ডেকার বাসঊ ওই বাসটিতে কমপক্ষে ৪০ জন যাত্রী ছিলেনঊ ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৫ ফুট নীচে 'ঝর্ণা নাল্লা' ড্রেনে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই ওই বাসটিঊ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৯ জনেরঊ এছাড়াও কমপক্ষে ১১ জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ ভয়াবহ এই বাস দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, 'আগ্রায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে বাস দুর্ঘটনায় ২৯ জন যাত্রীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছিঊ আহতদের চিকিতা-সহ সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহযোগিতার জন্য নির্দেশ দিয়েছিঊ' বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডার শোকবার্তা, 'আগ্রার কাছে দুর্ভাগ্যজনক বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর শুনে দুঃখিতঊ নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।

আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছিঊ' পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখপ্রকাশ করে টুইটারে লিখেছেন, 'আগ্রার কাছে বাস দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যুর খবর খুবই বেদনাদায়কঊ মৃতদের পরিবারকে জানাই সমবেদনাঊ আহতেদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করিঊ' পাশাপাশি সেফড্রাইভ-সেভলাইভ'-এর আহ্বাণ জানিয়ে মমতার বার্তা, 'আসুন সকলে সেফড্রাইভসেভলাইফ অনুসরণ করি।

সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আইপিএফটি দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ও বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুর কাটআউট ছেঁড়ার অভিযোগে নিলামবাজারে যুবকের বিরুদ্ধে এফআইআর

নিলামবাজার (অসম), ৮ জুলাই (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের কুড়িটি কাটআউট ও পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগে এক সরকারি কর্মচারীর ছেলের বিরুদ্ধে নিলামবাজার থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। জানা গেছে, কাউআউট ছেঁড়ার মূল অভিযুক্ত যুবক করিমগঞ্জ জেলা জনস্বাস্য ও কারিগরি বিভাগের চতুর্থ শ্রেণির এক কর্মচারীর ছেলে।

দক্ষিণ করিমগঞ্জের অন্যতম সামাজিক সংগঠন বরাক অর্গানাইজেশন এনজিও কর্তৃক নিলামবাজারের লালপুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলের পাথারকান্দি বিধানসভার বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের বেশ কয়েকটি কাটআউট ও স্বাগত-তোরণ লাগানো হয়েছিল। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার ভোরে বরাক এনজিও কর্তৃক লাগানো ওই সব কাটআউট ও পোস্টার কে বা কারা ছিঁড়ে ফেলেছে। তবে এর সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্ত হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের চতুর্থ শ্রেণির এক কর্মচারীর ছেলে মোক্তার আলি ওরফে মুক্তাকে। নিশ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার রাতে তার বিরুদ্ধে নিলামবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে এনজিওটি।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের বিধায়কের কাটআউট ছেঁড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা নিলামবাজার এলাকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবসা গ্রহণের দাবি উঠছে সর্বত্র ।অভিযোগে প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার কাকভোরে নিলামবাজারের বাসিন্দা জনস্বাস্য ও কারিগরি বিভাগের কর্মচারী রুকুব আলির ছেলে মোক্তার আলী (মুক্তা) তার অন্য তিন সঙ্গীকে নিয়ে লালপুলের বিভিন্নসানে লাগানো প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের ছবি সংবলিত প্রায় কুড়িটি পোস্টার ছিঁড়েছে। ওইদিন ঘটনার সময় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ঘটনাটি চাক্ষুস দেখতে পান বরাক এনজিওর সভাপতি মানই মিয়াঁ-সহ একাধিক সানীয় ব্যক্তি। এ-সময় সানীয়রা দুষ্কর্মে জড়িতদের পাকড়াও করতে চাইলে তারা গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। ঘটনার খবর চাউর হতেই গোটা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গতকাল রাতে দায়েরকৃত এফআইআরে মুক্তাকে মূল অভিযুক্ত করে আরও অজ্ঞাতপরিচয় তিনজনের জড়িত থাকার উল্লেখ করা হয়েছে। নিলামবাজার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে।

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ চারটি ট্রলার সহ পঁচিশ মৎস্যজীবী

কাকদ্বীপ, ৮ জুলাই (হি. স.) : বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হলেন পঁচিশ মৎস্যজীবী। এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ চারটি ট্রলার। এদের মধ্যে তিনটি ট্রলার জলমগ্ন হয়েছে বলেই দাবী মৎস্যজীবীদের। তবে এখনো পর্যন্ত একটি ট্রলারের খোঁজ মেলেনি। আবহাওয়া দফতরের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরতে যাওয়ার কারণেই বিপদ ঘটেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

গত বছরও আবহাওয়া দফতর ও মৎস্য দফতরের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই গভীর সমুদ্রে বেশী লাভের আশায় পাড়ি দিয়েছিলেন মৎস্যজীবীরা। আর সেখানে গিয়ে একাধিকবার বিপদের মধ্যে পড়েছিলেন। ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ৩৯ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ। গত এক বছর ধরে কোনরকম খোঁজ মেলেনি তাদের।

গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে এবার যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছিল প্রশাসন। একাধিক সেমিনার করে মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ড্যাট নামক যন্ত্র ও দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনের তরফ থেকে। যাতে গভীর সমুদ্রে গিয়ে কোনরকম বিপদের মুখে পড়তে না হয় তাদের। কিন্তু সর্বপরি, আবহাওয়া দফতরের নির্দেশ মেনে চলতে বলা হয়েছিল মৎস্যজীবীদের।

কিন্তু এবারও সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রায় দেড়শো ট্রলার দিন চারেক আগে রওনা দেয় বঙ্গোপসাগরে। আর সেখানে গিয়ে গত শনিবার বিপদের মধ্যে পরে তারা। বঙ্গোপসাগরে খারাপ আবহাওয়ার কারণে দিকভ্রষ্ট হয়ে বাংলাদেশী জলসীমায় ও ঢুকে পরে শতাধিক ট্রলার।

এর পাশাপাশি বহু ট্রলার উপকুলে গিয়ে নোঙর ও করে বিপদ থেকে বাঁচতে। কিন্তু উত্তাল সমুদ্রের জলচ্ছ্বাসে অন্তত তিনটি ট্রলার জলমগ্ন হয়ে পরে বলেই মৎস্যজীবী সূত্রে খবর। এফ বি দশভুজা, এফ বি বাবাজী ও এফ বি জয় যোগীরাজ নামক তিনটি ট্রলার ডুবে গিয়েছে। অন্যদিকে এফ বি নয়ন নামের ট্রলারটির এখনো পর্যন্ত কোন খোঁজ মেলেনি বলে সুত্রের খবর।

অন্যদিকে বাংলাদেশী জলসীমায় ঢুকে পরা শতাধিক ট্রলারকে সোমবার সকালে বাংলাদেশ উপকূলরক্ষী বাহিনীর তরফ থেকে নিরাপদে ভারতীয় জলসীমায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশী উপকূল রক্ষী বাহিনী ও ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী যৌথভাবে উদ্ধার কাজ শুরু করেছে। নিখোঁজ ট্রলার ও নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের খোঁজেও চলছে তল্লাশি।

সোমবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ডিমা হাসাও জেলাকে দুই ভাগ করার সুপারিশপত্র মুখ্যমন্ত্রীকে

হাফলং (অসম), ৮ জুলাই (হি. স.) : ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিমা হাসাও জেলাকে দুই ভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠন করার কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করতে বিষয়টিকে অনুমোদন জানাতে রাজ্যের অর্থ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এম / এইচবিএস / ১ / ২০১৯ নম্বরের এক পত্র পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়ালের কাছে।

গত ৫ জুলাই ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের বিষয়টির উপর মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রেরিত পত্রে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা উল্লেখ করেছেন, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের বাজেটে ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। বর্তমান ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠন হলে দুই জেলার সার্বিক বিকাশ, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকে হিমন্তবিশ্ব শর্মা দুটি পৃথক জেলা গঠনের জন্য রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন বিভাগের কমিশনারকে সীমানা নির্ধারণ করার পাশাপাশি বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে ডিমা হাসাও জেলায় রয়েছে তিনটি মহকুমা যথাক্রমে হাফলং, মাইবাং এবং দিয়ুংব্রা। এছাড়া পুলিশ থানা রয়েছে হাফলং, মাহুর, মাইবাং, উমরাংসো এভং লাংটিঙে। রয়েছে চারটি উন্নয়ন খণ্ড যথাক্রমে হারাঙ্গাজাও, মাহুর, মাইবাং এবং দিয়ুংমুখ।

মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত আটকে মুম্বইয়ের যানচলাচল, ব্যাহত বিমান পরিষেবা

মুম্বই, ৮ জুলাই (হি.স.): ফের ভারী বৃষ্টিপাতে নাকাল বাণিজ্য নগরী। সোমবার সকাল থেকেই একটানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়েছে মুম্বইয়ের জনজীবন। খারাপ আবহাওয়ার ফলে ব্যাহত হয়েছে বিমান পরিষেবা। একাধিক রাস্তায় জল জমার কারণে ট্রাফিকের চাপও বেড়েছে সমানতালে। সড়কপথে ধীরে ধীরে চলেছে যানবাহন। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, গোটা দিন ধরেই ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি চলবে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। বিকেল ৪.১৮ নাগাদ আসবে জোয়ার।

মুম্বই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট লিমিটেড (এমআইএএল)-এর মুখপাত্র জানিয়েছেন সোমবার সকাল ৯.১৫ থেকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে বিমান চলাচল। দৃশ্যমানতা কম থাকায় কোনও রকম দুর্ঘটনা এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। কোনও পরিস্থিতিতেই যাত্রীদের নিরাপত্তার সঙ্গে আপোস করা হবে না, এমনটাই জানান ওই মুখপাত্র। এদিন সকাল থেকেই একটানা ছয়ের পাতায়

প্রবল বৃষ্টির জেরে দার্জিলিঙে ভূমিধস, বাড়ি ভেঙে মৃত্যু পৌঢ় দম্পতির

দার্জিলিং, ৮ জুলাই (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে দার্জিলিঙে ভূমিধসঊ বাড়ি ভেঙে, কাঁদা মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হল পৌঢ় দম্পতিরঊ রবিবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিঙের সুখিয়া পোখরির পুবুঙ ফটক এলাকায়ঊ গুরুতর জখম অবস্থায় গৃহকর্তা কুমার লোপচান (৬০) ও তাঁর স্ত্রী বালকুমারী লোপচানকে দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ কিন্তু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাঊ গত কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টিপাত হচ্ছে দার্জিলিঙেঊ রবিবার গভীর রাতে দার্জিলিঙের বিভিন্ন জায়গায় ধস নামেঊ সুখিয়া পোখরির পুবুঙ ফটক এলাকায় বাড়িতে ঘুমিয়েছিলেন পৌঢ় দম্পতিঊ আচমকাই ভূমিধসের জেরে বাড়ি ভেঙে পড়েঊ গুরুতর জখম অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন

টালমাটাল পরিস্থিতি অব্যাহত কর্ণাটকে, হর্স ট্রেডিং নিয়ে সংসদে সরব রাজনাথ

বেঙ্গালুরু, ৮ জুলাই (হি.স.): গত তিনদিন ধরে শাসকদলের বিধায়কদের ইস্তফা দেওয়া নিয়ে এককথায় সঙ্কটের মুখে পড়েছে এইচ ডি কুমারস্বামী সরকার। টালমাটাল পরিস্থিতি অব্যাহত সোমবারও।

এদিন জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করতে সকাল সকাল উপ মুখ্যমন্ত্রী জি পরমেশ্বরের বাসভবনে উপস্থিত হন কর্ণাটক বিধানসভার কংগ্রেসের দলীয় নেতা সিদ্ধারামাইয়া ও মন্ত্রী ইউ টি খাদের, শিবশঙ্কর রেড্ডি, ভেঙ্কটরামানাপ্পা, জয়মালা, এম বি পাটিল, কৃষ্ণা বাইরি গৌড়া, রাজেশকার পাটিল এবং ডি কে শিবকুমার।

এদিনের বৈঠক শেষে মুখোমুখি হয়ে উপ মুখ্যমন্ত্রী জি পরমেশ্বর বললেন, 'বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি কংগ্রেস পার্টির সকল মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। আমরা জানি বিজেপি কি করার চেষ্টা করছে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা সবাই পদত্যাগ করতে রাজি এবং তারপর বিধায়কদের সঙ্গে তাঁদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে মিটমাট করতে পারি।' এর পাল্টা বিজেপি সাংসদ রেণুকচার্য জানিয়েছেন, 'নিজেদেরই কিছু বিধায়কের পদত্যাগ করার জন্য এখন রাজ্যপালের বিশেষাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলছে কংগ্রেস। তারা বিভ্রান্তিতে রয়েছে, তারা এখনও বুঝতে পারছে না যে তারা এই পরিস্থিতি সামাল দিতে অক্ষম।'

অন্যদিকে, লোকসভায় এদিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'কর্ণাটকে যা ঘটছে তার সঙ্গে আমাদের দলের কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের পার্টি এই ঘোড়া কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত নয়। আমরা সংসদের সম্মান রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। কংগ্রেসে এই পদত্যাগের প্রবণতা রাহুল গান্ধীই শুরু করেছেন, আমরা নই। এমনকি প্রবীণ কংগ্রেস নেতারাও ইস্তফা দিচ্ছেন।

রাতের শহরে ফের শ্লীলতাহানি, গ্রেফতার বহুতলের নিরাপত্তারক্ষী

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স.): রাতের শহরে ফের শ্লীলতাহানি! মহিলার সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশঊ রবিবার রাত ৮.৫৫ মিনিট নাগাদ লালবাজার কন্টোল রুমে ফোন করে একজন মহিলা অভিযোগ করেন, এস এন রায় রোডের নিকটবর্তী অ্যাপেক্স বিল্ডিংয়ের একজন নিরাপত্তারক্ষী তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছেনঊ অভিযোগ পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ততর হয় নিউ আলিপুর থানার পুলিশঊ খবর পেয়েই কোনও রকম সময় নষ্ট না করে দ্রুপ পদক্ষেপ করে নিউ আলিপুর থানার পুলিশগ্ন অভিযুক্ত ওই নিরাপত্তারক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদের পরই গ্রেফতার করেছে পুলিশঊ ধৃতের নাম হল, সুরেশ সিংঊ তার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মামলা রুজু করেছে পুলিশঊ পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযুক্ত সুরেশ সিং একটি বহুতলের নিরাপত্তারক্ষীঊ নালিশ পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নজির সৃষ্টি করল কলকাতা পুলিশ

সোমবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ফের চিকিৎসক নিগ্রহের অভিযোগ কর্মবিরতিতে মৌলানা আজাদ হাসপাতালের চিকিতকরা

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই (হি.স.): কর্মবিরতির পথে গেলেন রাজধানী দিল্লির মৌলানা আজাদ হাসপাতালের জুনিয়র চিকিতকেরা। সোমবার তাঁদের সমর্থন জানিয়ে কর্মবিরতিতে যোগ দিয়েছেন এলএনজেপি হাসপাতাল, জিবি পন্ত এবং গুরু নানক আই সেন্টারের চিকিৎসকেরাও। রবিবার রাতে রোগীর পরিজনদের হাতে এক চিকিতকের নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে মৌলানা আজাদ হাসপাতালে। রবিবার রাতের ওই ঘটনার পর থেকেই হাসপাতালে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন হাসপাতালের জুনিয়র চিকিতকেরা। সোমবার পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি। শুধুমাত্র হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চলছে রোগী দেখার কাজ।

নিরাপত্তার দাবিতে এদিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখাও করবেন দিল্লির মৌলানা আজাদ হাসপাতালের চিকিতকেরা। অভিযোগ, সেই চিকিতক নিগ্রহের। শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবা চালু রেখে লাগাতার কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন চিকিতকেরা। তাঁদের সমর্থন জানিয়ে চিকিতাক্ষেত্রে ডাক্তারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পাশে দাঁড়িয়েছেন এলএনজেপি হাসপাতাল, জিবি পন্ত এবং গুরু নানক আই সেন্টারের চিকিৎসকেরাও। রবিবার রাতে মৌলানা আজাদ হাসপাতালেরই এক চিকিতককে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন চিকিতকেরা। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। যে রুগীর চিকিতা উনি করছিলেন তাঁকে সংকটজনক অবস্থাতেই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং রুগীর পরিজনকেও সব কথা জানানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও ১০-১৫ জন মাইল তাঁর ওপর চড়াও হন এবং বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। ঘটনার পর থেকেই হাসপাতালে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন চিকিতকেরা। যার ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন রোগীরা।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

জন কর্মী পশ্চিম চন্দ্রপুর এলাকায়দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে বাইক নিয়ে প্রচারে বের হয়েছিলেন। তখনই সিপিএমের খাস তালুক বলে পরিচিত পশ্চিম চন্দ্রপুর এলাকায় দাগি নেশা কারবারি দুলু মিয়াঁ ও তার ভাই ফজলু মিয়াঁর নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীদের উপর দা, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে সংঘবদ্ধ হামলা চালানো হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় বিজেপি-র কর্মী সমর্থকরা হতভম্ব হয়ে পড়েন। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই রক্তাক্ত হন সাতজন যুবকর্মী। তিনি জানান, তাঁদের বাইকগুলিতে স্থানীয় দুর্বৃত্তরা অগ্নিসংযোগ করে। তাতে ২০টি বাইক পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সাথে একটি গাড়িও পুড়িয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা।রাজীববাবু বলেন, এলাকায় অসামাজিক কাজের জন্য পরিচিত দুলু মিয়াঁ। বাম জমানায় হেরোইন, ফেন্সিডিল, গাঁজা ইত্যাদির রমরমা ব্যবসা ছিল তার। কিন্তু এখন সারা ত্রিপুরায় নেশা বিরোধী অভিযান জোরদার হওয়ায় তার ব্যবসা মন্দা চলছে। রাজীব ভট্টাচার্যের কথায়, পূর্ব পরিকল্পিতভাবেই গতকাল তারা হামলা চালিয়েছিল। কারণ, দুলু মিয়াঁর গাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলে জানা গিয়েছে। তিনি ওই ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু পুলিশ কউকে গ্রেপ্তার করেনি। মহিলা কংগ্রেস নেত্রী লক্ষ্মী নাথ, প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া ক্ষমতাসীন বিজেপির গুন্ডাদের আক্রমনের শিকার হন।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব লোকসভা নির্বাচনের পর আশ্বাস দিয়েছিলেন ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য বানানো হবে। কিন্তু, দেখা যাচ্ছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিসিসি সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, বিধানসভা নির্বাচনে ২৫ বছরের ক্ষমতা হারানোর পর সিপিএম গত এক বছর ধরে কোন কাজ করছে না। বিজেপির সামনে এখন মূল প্রতিদ্বন্দ্বি হচ্ছে কংগ্রেস। তাই বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেস প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের উপর হামলা চালাচ্ছে শাসক দল বিজেপি।

আসামী

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ। এদিকে, ধৃত কেউজাই মগের আইনজীবী দীপঙ্কর দেবনাথের দাবি, ওই খুনের সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত অন্য চারজনই বেকসুর খালাস হয়েছেন।

শিলাইছড়ি থানার ওসি জয়ন্ত মালাকার জানান, ১৯৮৭ সালে সংঘটিত ওই খুনের ঘটনায় তেমন কোনও নথি তাঁর কাছে নেই। শুধু ওয়ারেন্ট রয়েছে। এর ভিত্তিতে কেউজাই মগকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বলেন, ওয়ারেন্ট অনুযায়ী ১৯৮৭ সালে শিলাছড়ি এলাকায় গ্রামপ্রধান অরুণবরণ চাকমা খুনে অভিযুক্ত বারবিল এলাকার শিলারদুয়ারের বাসিন্দা কেউজাই মগ পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। তাঁর দাবি, দীর্ঘ সময় তাকে মিজোরামে আত্মগোপন করে থাকার প্রমাণ মিলেছে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরে নাকি জানতে পেরেছেন, দামছড়া দিয়ে কাঞ্চনপুর হয়ে আমবাসা থানাধীন লালছড়া জুমিয়া কলোনি এলাকায় কেউজাই মগ আত্মগোপন করে রয়েছে।

জয়ন্তবাবু জানান, ওই খবরের ভিত্তিতে আমবাসা থানার সহযোগিতায় গতকাল তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাকে বিলোনিয়া সেসন কোর্টে তোলা হয়েছে। তিনি জানান, তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৪৪/৪৪৮/৩২৩/৩০৪/৩৪ ধারায় মামলা হয়েছিল।

এদিকে, ধৃত কেউজাই মগের আইনজীবী দীপঙ্কর দেবনাথ জানান, তার মক্কেলকে এক দিনের জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত। দীপঙ্করবাবুর কথায়, তাঁর মক্কেল নির্দোষ। কারণ, ওই খুনের ঘটনায় অন্য অভিযুক্তরা সকলেই বেকসুর খালাস হয়েছেন। আগামীকাল তাকে পুনরায় আদালতে তোলা হবে। আগামীকাল ওই খুনের মামলার সমস্ত নথি আদালতে জমা দিতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বিমান পরিষেবা

পাচের পাতার পর

বৃষ্টিপাত হচ্ছে মুম্বই ও আশেপাশের শহরতলি জুড়ে। সারাদিন ধরে আর্দ্র আবহাওয়া ও আকাশ মেঘলা রয়েছে। দফায় দফায় বৃষ্টি হচ্ছে অঝোর ধারায়। ক্রমশ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিতে জল জমে গিয়েছে মুম্বইয়ের একাধিক রাস্তায়। ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়েছে বান্দ্রা, সান্তাক্রুজ এবং ভিলে পার্লে এলাকায়। জলে থৈ থৈ করছে আন্ধেরি আন্ডারপাসও।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বুরহান-তৃতীয় বার্ষিকী : থমথমে কাশ্মীর উপত্যকা, স্থগিত অমরনাথ যাত্রা

শ্রীনগর, ৮ জুলাই (হি.স.): হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি বুরহান ওয়ানির তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী নির্বিঘ্নে কাটায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কেন্দ্রঊ আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্থগিত রাখা হয় অমরনাথ যাত্রাঊ তবে, থমথমে ছিল কাশ্মীর উপত্যকাঊ সোমবার ছিল বুরহান ওয়ানির তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীঊ বুরহানের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটায় এবার কোনও রকম ঝুঁকি নেয়নি প্রশাসনঊ শ্রীনগর-সহ কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় নাকা তল্লাশি চালায় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশঊ থমথমে ছিল রাস্তাঘাটঊ শ্রীনগরে এদিন দোকানপাট বন্ধ ছিলঊ
এদিকে, আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সোমবার জম্মু থেকে স্থগিত রাখা হয় অমরনাথ যাত্রাঊ এদিন জম্মু থেকে অমরনাথ গুহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি পুন্যার্থীদেরঊ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই অমরনাথ যাত্রা এদিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়ঊ প্রশাসন সূত্রের খবর, বিগত ৭ দিনে ৯৫ হাজারেরও বেশি পুন্যার্থী অমরনাথ দর্শন করেছেনঊ উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ৮ জুলাই জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগ এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছিল হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি বুরহান ওয়ানি

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

দেখা যায় তবে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবেন তিনি। আজ সোমবার তিনি শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারের প্রায় দুই কিমি রাস্তা পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখেছেন।

গ্রেপ্তার দুই

● প্রথম পাতার পর

আমবাসা থানার বিশাল পুলিশ বাহীনি নিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। তার বাড়ির বিভিন্ন জায়গার তল্লাশি চালানো হয়। মাটি খুঁড়ে প্লাস্টিকের দুটি ড্রামে প্রচুর পরিমানে ব্রাউন সুগার এবং নগদ পাঁচ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। এলাকাবাসীরা জানায় বহুদিন ধরেই এই এলাকায় খোকন নেশার সাম্রাজ্য চালিয়ে আসছে। জানা যায় খোকনের স্ত্রী রিতা দেবনাথও এই ব্যবসায় জড়িত রয়েছে। পুলিশ তার স্ত্রীকেও আটক করেছে। সব মিলিয়ে ৪৯০.৬৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার বাজার মূল্য প্রায় কোটি টাকা। ধৃতদের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস অ্যাক্টে মামলা নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

আইপিএফটির

● প্রথম পাতার পর

অন্তিমবার এডিসি এলাকার সীমান্ত পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এর পর থেকে দীর্ঘ ২৫ বছরেও সীমানা পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে ভাবা হয়নি। তাঁর দাবি, ২৫ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। সাথে বেড়েছে জনবসতি। কিন্তু, ভৌগলিক এলাকা একই রয়ে গিয়েছে। তাঁর মতে, এখন এডিসি এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই, শীঘ্রই প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু করা হোক চাইছেন তিনি।

তাঁর কথায়, এডিসি এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের বিষয় রাজ্যপালের এক্তিয়ারে রয়েছে। তিনি কমিশন গঠন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। তিনি বলেন, ২০২০ সালের ১৭ মে এডিসি-র বর্তমান মেয়াদ সমাপ্ত হবে। সে-ক্ষেত্রে আগামী বছর এপ্রিল-মে মাসে এডিসি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেক্ষেত্রে, নির্বাচনের আগেই এডিসি এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ করতে চাইছেন এনসি দেববর্মা। তাতে এডিসি-র আসনগুলি ভৌগলিকগতভাবে এবং সমস্ত মহকুমা ও জেলাগুলির সাথে জুড়ে যাবে। সাথে তিনি যোগ করেন, এডিসি-র আসন সংখ্যাও বৃদ্ধি করা উচিত। তিন বলেন, বর্তমানে ২৮ জন নির্বাচিত এবং দু-জন মনোনীত সদস্য রয়েছেন এডিসি-তে। এই সংখ্যা বেড়ে অন্তত ৪০ হওয়া উচিত।

শেখ হাসিনা

তিনের পাতার পর

২০৩০ সালের মধ্যে সারাদেশে পর্যায়ক্রমে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। এর ফলে, এ সময়ের মধ্যে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কর্মস্থান সৃষ্টি হবে আরও ১ কোটিরও বেশি মানুষের।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমরা বিশ্বাস করি পুঁজি বাজারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ও বিনিয়োগে অংশীদার করা সম্ভব। কারণ, যত বেশি মানুষ পুঁজি বাজারে সম্পৃক্ত হবে, আমাদের শিল্পায়ন তত বেশি ত্বরান্বিত হবে।তিনি বলেন, আমি আশা করছি, এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনোমিক কো-অপারেশনের ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেটরস ট্রেনিং ইনিশিয়েটিভ (এপিইসি-এফআরটিআই) এর আওতায় বিএসইসি ও এডিবি কর্তৃক আয়োজিত এই সেমিনারের আলোচনা থেকে দেশ-বিদেশের অংশগ্রহণকারীরা উপকৃত হবেন। একে অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে সমৃদ্ধ হয়ে নিজ নিজ দেশের পুঁজিবাজারের ভিতকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়াস পাবেন।বর্তমান সরকার ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ সময়কে 'মুজিব বর্ষ' হিসবে ঘোষণা করেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার মাধ্যমে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে সম হবেন বলেও দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আবুল মোমেন

তিনের পাতার পর

মোমেন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় এ ধরনের উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক বৈঠক বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে।

মার্শাল আইল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট মঙ্গলবার ভোরে ও বান কি-মুন বিকেলে বাংলাদেশে পৌঁছাবেন। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবুল মোমেন তাদের অভ্যর্থনা জানাবেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গ্লোবাল কমিশন অন এডাপটেশন (জিসিএ) এর একদিনের বৈঠকের উদ্বোধন করবেন। জিসিএ এর বর্তমান সভাপতি বান কি-মুন এতে 'ওয়ে ফরোয়ার্ড এন্ড নেক্সট স্টেপ টুয়ার্ডস কাইমেট চেঞ্জ এডাপ্টেশন' শীর্ষক এক অধিবেশনে ভাষণ দিবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মার্শাল আইল্যান্ডে প্রেসিডেন্ট ড় হিলদা এবং জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি-মুনের সঙ্গে একই স্থানে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রচেষ্ঠা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে ড় হিলদা, বান কি-মুন এবং বিশ্বব্যাংকের প্রধান নির্বাহী এবং জিসিএ-র কো-চেয়ার ড় কিস্টালিনা জর্জিভা এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতা করবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন স্বাড়ত বক্তৃতা করবেন।বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিনের বক্তৃতার মধ্যদিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি হবে। উদ্বোধনের পর 'কমিউনিটি ডায়ালগ', একশন ট্যাকস-মবিলাইজিং এক্সিলারেটেড এডাপটেশন এন্ড সাপোর্ট', মোবিলাইজিং এ গ্লোবাল অডিয়েন্স- কমিউনিকেশন টুলসএন্ড ইভেন্ট' শীর্ষক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।বিকেলে মার্শাল আইল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট, বান কি-মুন, এবং বিশ্বব্যাংকের প্রধান নির্বাহী রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন ছাড়াও কক্সবাজারের উখিয়ায় কুরুশখুল আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্মন করবেন বলে জানা যায়।সন্ধ্যা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোমেন বিশিষ্টদের সম্মানে এক নৈশ ভোজের আয়োজন করবেন।

মঙ্গলবার মার্শাল আইল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট একই স্থানে বাংলাদেশ এবং বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনসহ বিভন্ন বিষয়ে এক প্রাক বৈঠকে অংশ নিবেন।বন, পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, গ্লোবাল কমিশন ফর এডাপটেশন সেন্টারের প্রধান নির্বাহী ড় প্যাট্রিক ভি ভারকুয়েজেন, নির্বাহী সভাপতি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিশ বাপনা এবং সিসিএ-র কমিশনার এবং ব্রাকের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মুসা এই প্রাক বৈঠকে অংশ নিবেন। ড. হিলদা এবং বান কি-মুন বৃহস্পতিবার ঢাকা ত্যাগ করবেন। এসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিমানবন্দরের তাদের বিদায় জানাবেন।

শ্রদ্ধার্ঘ মমতার

আটের পাতার পর

সাধারণ নির্বাচন ও অন্ধ্র বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দলের জয়ের কাণ্ডারী ছিলেন রাজশেখর রেড্ডি।

এরপর ২০০৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর রাজশেখর রেড্ডির হেলিকপ্টার নাল্লামালা জঙ্গলের কাছে নিখোঁজ হয়ে যায়। ৩ সেপ্টেম্বর সকালে কুর্নুল থেকে ৪০ নটিক্যাল মাইল দূরে রুদ্রকোন্ডা পাহাড়েরচূড়ায় সেই হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। সেই দিনই পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। এরসঙ্গেই অন্যান্য আরোহীদের সঙ্গে রাজশেখর রেড্ডির মৃত্যুর কথাও ঘোষণা করা হয়।

ত্রিস্তর

● প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫০টি আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে আইপিএফটি সভাপতি এনসি দেববর্মা সাফ জানিয়েছেন, তারা জিলা পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। তবে, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির কিছু আসনে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব জানিয়েছেন, গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪৮টি এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে আইপিএফটি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

এদিন তিনি আরও জানান, ২১০ জন নির্দল প্রার্থী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৭৪ জন গ্রাম পঞ্চায়েতে, ২২ জন পঞ্চায়েত সমিতিতে এবং ৭ জন জিলা পরিষদে নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

প্রসাদ

● প্রথম পাতার পর

পুন,নবিকরণ এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যটন মন্ত্রক বিশেষ যোজনা এনেছে। প্রসাদ যোজনার অন্তর্গত ২৫টি রাজ্যের ৪১টি কেন্দ্র চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি জানান, অন্ধ্রপ্রদেশের অম্রাবতি ও শ্রীসাইলাম, অসমের কামাক্ষ্যা, অরুনাচল প্রদেশে পরশুরাম কুন্ড, বিহারের পাটনা ও গয়া, ছত্তিশঘড়ে বালমেশ্বরী দেবী মন্দির, গুজরাতে দ্বারকা ও সোমনাথ, হরিয়ানায় গুরুদ্বারা নাদা সাহেব, হিমাচল প্রদেশে মা চিন্তপূর্ণি, জম্মু ও কাশ্মীরে হজরতবল ও কাতরা, ঝাড়খন্ডে দেওঘড় ও পারসনাথ, কর্ণাটকে চামুন্ডেশ্বরী দেবী, কেরালায় গুরুভায়ুর, চেরামান জুমা মসজিদ, মধ্যপ্রদেশে ওমকরেশ্বর ও অমরকান্টক, মেঘালয়ে বেবাদপারা, মিজোরামে আইজল, নাগাল্যান্ডে কোহিমা ও মুকুচুঙ জেলা, মহারাষ্ট্রে ট্রিম্বকাশ্বর, ওড়িশায় পুরি, পঞ্জাবে অমৃতসর, রাজস্থানে অজমের, তামিলনাড়ু কাঞ্চিপুরম ও ভেল্লাকানি, ত্রিপুরায় ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির, উত্তর প্রদেশে বারাণসী ও মথুরা, উত্তরাখন্ডে বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গাঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গে বেলুরমঠ।

এদিন অতিরিক্ত প্রশ তুলে সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা পর্যটন বিকাশে ধার্মিক ক্ষেত্রের বিরাট ভূমিকা থাকায় বিশেষ যোজনার বিষয়টি জানতে চেয়েছেন। তাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে মন্দির ঘাট, নারকেলকুঞ্জ, আমবাসায় পর্যটন বিকাশে ৯৯৫০ কোটি মঞ্জুর করা হয়েছিল। তার মধ্যে ৭৪১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে উনকোটি, জম্পুইহিলস, ভুবনেশ্বরী মন্দির, মাতাবাড়ি, নীর মহল, পিলাক প্রমুখ পর্যটন ক্ষেত্রে বিকাশে ৬৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ডিপিআর পাঠালেও অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

এদিন রেবতি ত্রিপুরার প্রশের জবাবে তিনি আরও জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলা কেন্দ্রীয় স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। সে-ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, প্রসাদ যোজনায় ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার ডিপিআর পাঠালেই অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

আহত বহু

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে কংগ্রেস প্রার্থি দিয়েছে ২১ টি আসনে। দুর্গাচৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ১৩ টি আসনের মধ্যে কেবল একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে কংগ্রেস। আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির ৯ টি আসনের মধ্যে ৫ টি তে সিপিএম ও ৩ টি তে কংগ্রেস প্রার্থি রয়েছে। ধলাই জেলা পরিষদের ১৩ টি আসনের মধ্যে ৮ টি তে লড়াই হবে। সিপিআইএম ৬ টি তে ও কংগ্রেস ৩ টি তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরই জানা যাবে কতগুলি আসনে লড়াই হবে। তবে বেশকিছু আসনে বিনা প্রতিদন্ধিতায় বিজেপি প্রার্থীদের জয় সুনিশ্চিত হয়েগেছে। বিজেপি ধলাই জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক পরিমল দেববর্মা জানান ধলাই জেলার গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সকল আসনে বিজেপি প্রার্থী দিয়েছে। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে কোথাও কোন ধরনের ঝামেলা হয়নি।

সোমবার খোয়াই জেলার জেলা পরিষদের ১৩ টি আসনে মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিল জেলা শাসকের নিকট। এদিন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপি কর্মীরা মণ্ডল কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়। পরে খোয়াই মন্ডল কার্যালয় থেকে এক সুসজ্জিত মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে অফিসটিলা আসে। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার সভাপতি পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই জেলার প্রভারী অমিত রক্ষিত, বিধায়ীকা কল্যাণী রায় সহ অন্যান্যরা। খোয়াই জেলা পরিষদের রিটানিং অফিসারের কাছে মনোনয়ন দাখিল করে প্রার্থীরা। ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রদেশ সভাপতি আহ্বান রেখে ছিলেন বিরোধীরাও যাতে এই গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সামিল হয়। কিন্তু তাদের একটা অপ প্রচার ছিল বিজেপি তাদের বাঁধা দিচ্ছে। এটা প্রমানিত যে বিরোধীদের মনোনয়ন জমা দিয়ে প্রশাসনিক ভাবে যা করা দরকার তাই করা হয়েছে। তবে বিজেপি প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত। এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। বিজেপি চায় মানুষ যাতে স্বতঃ স্ফূর্ত ভাবে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। জানান খোয়াই জেলার সভাপতি পিনাকী দাস চৌধুরী।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে কুমারাঘাট ব্লকের অন্তর্গত পঞ্চায়েত সমিতির ১৫ টি আসনের মধ্যে শাসক দল বিজেপি সব কয়টি আসনে প্রার্থী দাড় করিয়েছে। ১৪ টি আসনে প্রার্থী দাড় করিয়েছে সিপিআইএম। সিপিআই-এর তরফে একটি আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে, টি পি পির পক্ষ থেকে ২টি ও কংগ্রেস দলের তরফে ৮ টি আসনে প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছে।তাছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫৩ টি আসনের মধ্যে সবকটিতেই প্রার্থী দিয়েছে শাসক দল। সিপিআইএম ২৮ টি,কংগ্রেস ৭৭ টি,টিপিপি ৭টি, সিপিআই ১টি ও ৩ টি আসনে নির্দল প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছে। সোমবার মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বেশকয়েকজন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দেয়। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা শেষ হওয়ার পর কুমারঘাট ব্লকের বিডিও তথা রিটার্নিং অফিসার সংবাদ প্রতিনিধিদের এই সংবাদ জানান।

মনোনয়ন পত্র দাখিল করার শেষ দিন সোমবার দুর্গা চৌমুহনী ব্লকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জন্য মনোনয়ন দাখিল করল কংগ্রেস। এদিন কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে দেবীছড়া, হালহুলি পঞ্চায়েত এবং মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নির্দল প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেয়। দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের রিটানিং অফিসার রামেশ্বর চক্রবর্তীর কাছে মনোনয়ন জমা দেন। বিরোধীরা মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে যাতে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাঁর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়। দেবীছড়া পঞ্চায়েতের ৬ টি ওয়ার্ডে মোট ১১ জন প্রার্থী , মোহনপুর পঞ্চায়েতের জন্য ও ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির জন্য প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেয়। দেবীছড়া পঞ্চায়েতে জয়ী হওয়ার বিষয়ে আসা ব্যক্ত করেন কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন সিনহা।

মন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধী।

সম্প্রতি নিজের কংগ্রেস-জেডি(এস) জোট সরকারে ১৩ জন নেতা বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন। তা নিয়ে সরকারের অন্দরে তৈরি হয়েছে জটিলতা। এমনকি সরকারের স্থায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সোমবার রাম মাধব বলেন, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কিছু নেতার ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থের জন্য এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কর্ণাটকে। দলের ভেতরেই বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের তৈরি করেছে কিছু নেতা। এতে বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই। কিন্তু গোটা পরিস্থিতির উপর যে বিজেপি নজর রাখছে তা স্পষ্ট করে দেন তিনি। জনগণের রায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে সরকার গড়েছে কংগ্রেস-জেডি(এস)। তাদের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্যের জেরেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

এর আগে এদিন কংগ্রেসের ২১ জন মন্ত্রী ইস্তফা দেন।

শনিবার রাজ্য সরকারের অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়ে কংগ্রেস এবং জেডি(এস)-এর ১৩ জন বিধায়ক ইস্তফা দেন। তার ফলে জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু হয় রাজ্য রাজনীতিতে। এদিন আরও ২১ জন কংগ্রেস মন্ত্রী স্বেচ্ছায় ইস্তফা দেন। ফলে মন্ত্রিসভা পুনর্নির্মাণ করার সুযোগ পেয়ে গেল কংগ্রেস। এদিন সিদ্দারামাইয়া বলেন, সমাজের সকল স্তর থেকে উঠে আসা জনপ্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হবে। এদিন ২১ মন্ত্রীদের মধ্যে উপ-মুখ্যমন্ত্রীও রয়েছে।

রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা জেরে আমেরিকা সফর কাটছাঁট করে দেশে ফিরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী। দল ছাড়া বিধায়কদের তাঁদের বুঝিয়ে দলে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস চলাকালীন আরও একটা ধাক্কা খেলেন কুমারস্বামী। এ দিন সকালেই ইস্তফা দেন রাজ্যেরই এক মন্ত্রী তথা নির্দল বিধায়ক নাগেশ। তিনি বিজেপিকে সমর্থণ করবেন বলে জানিয়েছেন। নির্দল বিধায়ক নাগেশের ইস্তফা প্রসঙ্গে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা শিবকুমার বলেন, চাপে পড়েই ইস্তফা দিয়েছেন নাগেশ। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। আমরা ওঁর সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখছি। এ দিকে, কংগ্রেস ও জেডিএস-এর যে সকল বিধায়ক মুম্বইয়ের হোটেলে উঠেছেন, তাঁদের উপর কড়া নজরদারিও শুরু হয়ে গিয়েছে। হোটেলের বাইরে বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে বিধায়কদের। উল্লেখ্য, কর্ণাটকে রাজনৈতিক সঙ্কট নিয়ে লোকসভায় সরব হয়েছেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। গোটা বিষয়টির জন্য বিজেপিকে দায়ী করেছিলেন তিনি। অন্যদিকে এতে বিজেপির কোনও হাত নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন রাজনাথ সিং।

এদিন কে সি বেণুগোপাল বলেন, নিশ্চিত ভাবেই তারা ফিরে আসবে এবং সরকার যেমন চলছিল তেমনই চলবে। অন্যদিকে এর আগে যে ২১ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের এই ত্যাগকে কুর্ণিশ জানিয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া। এই প্রসঙ্গে সিদ্দারামাইয়া বলেন, ২১ জন মন্ত্রী নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপির অগণতান্ত্রিক মনোভাবকে ব্যর্থ করেছে। তাদের আত্মত্যাগকে কুর্ণিশ জানাই। বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সিদ্দারামাইয়া বলেন, তাঁরা ফিরে আসবেন। তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আমরা প্রস্তুত।

কে সি বেণুগোপাল আরও বলেন, বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। নিষ্ঠাবান এবং অনুগত নেতারা ফিরে আসবেন। আইনানুগ সহ অন্যান্য পদক্ষেপ বিজেপির বিরুদ্ধে নেওয়া হবে।

এদিন গিরিরাজ সিং ট্যুইটারে লেখেন, গান্ধী পরিবারের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে ভুগতে হচ্ছে কংগ্রেসকে। ১৮টি রাজ্য সহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কংগ্রেসের কোনও সাংসদ নেই। এখন কর্ণাটকও হাত ছাড়া হতে চলেছে। যে জাহাজ থেকে ক্যাপ্টান রাহুল গান্ধী ঝাপ দিয়েছেন সেখানে বাকিরা কি করে টিকবে? কর্ণাটকে কংগ্রেস নিজের ভুলে জন্য ডুবছে আর তাই তাদের সদস্য নিজেদের ভুল সংশোধন করতে ব্যস্ত।

অন্যদিকে, আমেরিকা থেকে রবিবার ফিরেছেন মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুমারস্বামী বলেন, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত নই। রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। এই সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে। বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। মসৃণ ভাবেই এই সরকার চলবে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বি এস ইয়েদুরাপ্পা বলেন, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলেছে কংগ্রেস-জেডি(এস)। তাই ক্ষমতায় থাকার কোনও নৈতিক অধিকার তাদের নেই। তাই অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। জনগণও তাই চাইছে। মঙ্গলাবার মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ দেখাবে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সইদ নাসের হুসেন বলেন, কংগ্রেস এবং জেডি(এস) দুই দলই নিজেদের সমস্ত মন্ত্রীদের ইস্তফা দিতে বলেছে। আগামী তিন-চারদিনে ফের নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। পুরনো মন্ত্রীরা নতুন মন্ত্রিসভায় স্থান পাবেন কিনা জানি না। আগামী চার বছর এই সরকার টিকবে বলে আশা প্রকাশ করছি। বিধানসভায় জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে না পারলে বিরোধী আসনে বসবে কংগ্রেস।

কংগ্রেস-জেডি(এস) জোট সরকার ফেলে দেওয়ার জন্য বিজেপিকে দায়ী করে সইদ নাসের হুসেন বলেন, একজন জেডি(এস) বিধায়ক দাবি করেছে দলত্যাগী হওয়ার জন্য বিজেপির তরফে ৪০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ১০ থেকে ১২ জন বিধায়কদের যে বিমানে করে মুম্বই নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হবে। বিজেপির যদি সত্যি সংখ্যা থাকে তবে তারা সরকার গঠন করুক। কিন্তু তারা জানে তাদের সেই সংখ্যাটা নেই তাই এমন করছে।

মন্ত্রীদের এই পদত্যাগের হিড়িক দেখে বিজেপি-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন অন্যান্য কংগ্রেস-জেডি(এস) বিধায়ক এবং পার্টিকর্মীরা। কর্ণাটকে বিধায়কদের পর এবার ইস্তফা দিলেন ২১ জন কংগ্রেস মন্ত্রী ও ৯ জন জেডি(এস) মন্ত্রী। তাঁরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন বলে সোমবার জানিয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া। শনিবার রাজ্য সরকারের অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়ে কংগ্রেস এবং জেডি(এস)-এর ১৩ জন বিধায়ক ইস্তফা দেন। তার ফলে জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু হয় রাজ্য রাজনীতিতে। এদিন আরও ২১ জন কংগ্রেস মন্ত্রী স্বেচ্ছায় ইস্তফা দেন। এমতাবস্থায় সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাওয়া কর্ণাটকের জোট সরকার বাঁচাতেই মন্ত্রীদের এই ইস্তফা বলে সূত্রের খবর। ইস্তফা দেওয়া কংগ্রেসের মন্ত্রীদের মধ্যে উপমুখ্যমন্ত্রী জি পরমেশ্বরও রয়েছেন। তিনি আগেই জানিয়েছিলেন 'বিক্ষুব্ধ' বিধায়কদের মন্ত্রিসভায় জায়গা দিতে দল যদি তাঁদের ইস্তফা দিতে বলে, সকলেই ইস্তফা দেবেন। সোমবার সকালেই ইস্তফা দেন কংগ্রেসের সব মন্ত্রীরা। এদিকে, এদিন সিদ্দারামাইয়া বলেন, সমাজের সকল স্তর থেকে উঠে আসা জনপ্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হবে।

মোজাম্মেল হক

আটের পাতার পর

দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ রূপে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চারণ করে ভারতীয় হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস বলেন, সেসময় বিশ্বের পরম প্রতিকূলতার মধ্যেও একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ব্যক্তিগত দৃঢ়তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পে দাঁড়িয়ে ছিলেন।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন ও বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রশংসা করে ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, দণি এশিয়ায় শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার পেছনে তার বিরাট অবদান রয়েছে। ভারত বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ণাঢ্যভাবে উদযাপনের প্রস্তাব দিয়ে ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা যাতে ভবিষ্যতেও অুণ্ন থাকে সে বিষয়ে দুই দেশকে এক সাথে কাজ করতে হবে।

এ সময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এসএম আরিফুর রহমানসহ মন্ত্রণালয় ও ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যু দু'জনের

আটের পাতার পর

নাগাদ পাহাড় ধসের ঘটনাটি ঘটেছেঊ ধসের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে তাহমিনা আক্তার ও উজ্জ্বল মল্লিক নামে একটি শিশুরঊ আরও বেশ কয়েকজন সম্ভবত ধসের নীচে পাড়া রয়েছেনঊ প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিনে সেহওয়াগের শুভেচ্ছেসহ নতুন নামকরণ 'মহারাজ'-র

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স.) : আজ ৮ জুলাই, ৪৭ বছরে পা দিলেন 'প্রিন্স অফ কলকাতা' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবারই টুইটারে জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তায় ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার বীরেন্দ্র সেহওয়াগ এক নতুন নামকরণ করলেন দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। প্রাক্তন দলনায়ককে তিনি '৫৬ ইঞ্চি অধিনায়ক' সম্বোধন করেন। কেন এমন নাম (৫৬ ইঞ্চি), টুইটে তার যথাযথ ব্যখ্যা দিয়েছেন সেহওয়াগ। সঙ্গে যথাযথ একটি ছবির কোলাজও পোস্ট করেন তিনি। বীরেন্দ্র সেহওয়াগের টুইট মানেই নেটিজেনদের জন্য মুখরোচক বিষয়। খেলা ছাড়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় অত্যন্ত সক্রিয় বীরুর নিশানায় এবার প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। একদা জাতীয় দলে নিজের অধিনায়কের জন্মদিনে রসালো এক টুইট করেন সেহওয়াগ। ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের পর লর্ডসের গ্যালারিতে খালি গায়ে সৌরভের জার্সি ওড়ানোর ছবির সঙ্গে তাঁর বিশ্বকাপ কেরিয়ারের পরিসংখ্যানের ছবি সংযুক্ত করেছেন সেহওয়াগ। টুইটে বীরু লিখেছেন, 'একজন ৫৬ ইঞ্চি ক্যাপ্টেন 'দাদা' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।' নীচে সেহওয়াগ লেখেন, '৫৬ ইঞ্চির ছাতি। ৭ নম্বর মাসের (জুলাই) ৮ তারিখে জন্ম। ৮অ৭গু৫৬। যাঁর বিশ্বকাপের গড় ৫৬। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে ৮ (তারিখ) ও ৭ (মাস) এর গুনফল হয় ৫৬। খালি গায়ের সৌরভকে দেখিয়ে সেহওয়াগ বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর ছাতি ৫৬ ইঞ্চির। আর বিশ্বকাপের ২১টি ম্যাচে সৌরভ ৫৫.৮৮ গড়ে ১০০৬ রান করেছেন। ভগ্নাংশের হিসাব এড়িয়ে গেলে বিশ্বকাপে সৌরভের ব্যাটিং গড় দাঁড়ায় ৫৬। সেহওয়াগের এমন মজার টুইটে বিস্তর লাইক ও কমেন্টও পড়েছে।

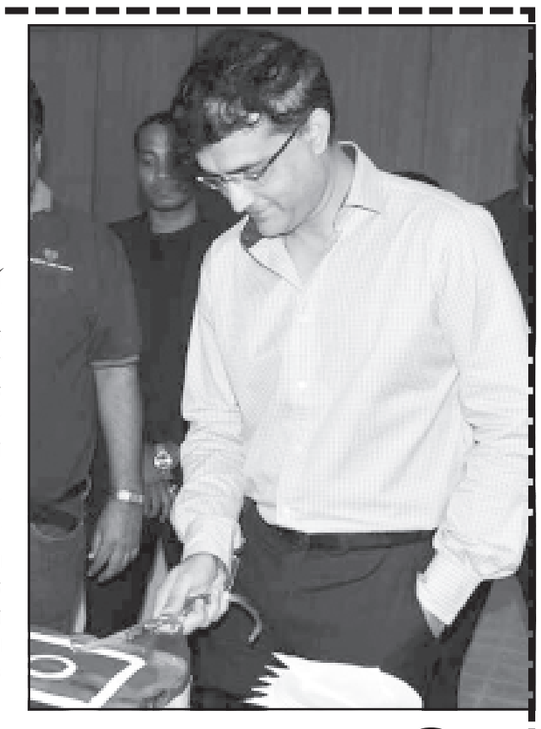

সৌরভ গাঙ্গুলি-র জন্মদিনে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স) : আজ ৮ জুলাই, ভারতীয় ক্রিকেটের মহারাজ সৌরভ গাঙ্গুলির জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার এই বিশেষ দিনে ৪৭ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাণ। এদিন টুইটের মাধ্যমে তাকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই সৌরভ (গাঙ্গুলি)। ভালো থেকো।' ৮ই জুলাই, ১৯৭২ সালে, কলকাতার বেহালায় একটি প্রতিষ্ঠিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বাঁহাতি ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি অদ্যাবধি ভারতের সফলতম টেস্ট অধিনায়ক বলে বিবেচিত হন।

সৌরভ গাঙ্গুলি ভারতীয় ক্রিকেট দলের একজন বিখ্যাত ক্রিকেটার ও প্রাক্তন অধিনায়ক ছিলেন। তার অধিনায়কত্বে ভারত ৪৯ টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে ২১টি ম্যাচে জয়লাভ করে। ২০০৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে তাঁর অধিনায়কত্বেই ভারত ফাইনালে পৌঁছে যায়। সৌরভ গাঙ্গুলি কেবলমাত্র একজন আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন অধিনায়কই ছিলেন না, তাঁর অধীনে যে সকল তরুণ ক্রিকেটারেরা খেলতেন, তাঁদের কেরিয়ারের উন্নতিকল্পেও তিনি প্রভূত সহায়তা করতেন।

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও সৌরভ গাঙ্গুলি বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিকেটার। একদিনের ক্রিকেটে তাঁর মোট রানসংখ্যা এগারো হাজারেরও বেশি। সৌরভ গাঙ্গুলি তার জীবনের প্রথম একদিনের আন্তর্জার্তিক ম্যাচ খেলেন ১১ জানুয়ারী, ১৯৯২ সালে। যদিও সেই অভিষেক ম্যাচে মাত্র তিন রান করায় সেবার দল থেকে বাদ পড়ে যান তিনি। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। এরপরে ১৯৯৩-১৯৯৪ এবং ১৯৯৪-১৯৯৫ সালের রঞ্জি ট্রফিতে চমৎকার সাফল্য লাভ করেন সৌরভ গাঙ্গুলি। পরে ১৯৯৬ সালে ইংল্যান্ড সফরের জন্য খেলার সুযোগ পান তিনি। সেই সফরেই তিনি তার জীবনের প্রথম টেস্ট খেলেন ২০ জুন, ১৯৯৬ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেটি ছিল তার উল্লেখযোগ্য সফর।

সৌরভের জন্মদিন : শুভেচ্ছা প্রসেনজিৎ-রাজ ও মিমির

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স.): দেখতে দেখতে ৪৭ বছরে পা দিলেন মহারাজাউ আর মহারাজা মানেই দেশবাসীর ''দাদা'' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার, ৮ জুলাই সকল দেশবাসীর ''দাদা'' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিনউ তাই জন্মদিনে উপলক্ষ্যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা জানালেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে পরিচালক রাজ চক্রবর্তী, শুভেচ্ছা জানানোর তালিকায় রয়েছেন অভিনেত্রী তথা তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তীওউ

জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে অভিনতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় টুইটারে লিখেছেন 'মহারাজা, তোমারে সেলাম! শুভ জন্মদিন সৌরভ,খুব ভালো থেকো' অন্যদিকে, পরিচালক রাজ চক্রবর্তী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে ইন্সট্রাগ্রামে লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন দাদাউ তোমাকে আমি সব সময় আমার আদর্শ হিসাবে মেনে এসেছিউ অনেক ভালবাসা'উ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী তথা সাংসদ মিমি চক্রবর্তী টুইট করে লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন দাদা, আমাদের রাজা'উ রাত ১২টার পর থেকেই টুইটার-সহ সোশ্যাল মিডিয়ায় জন্মদিনের শুভেচ্ছার বন্যা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১১ বছর আগে অবসর নিলেও, এখনও সৌরভ মানেই দেশবাসীর ''দাদা''।

আগে ব্যাটিং নিলেই জয়শেষ করে দিচ্ছে বিশ্বকাপের রোমাঞ্চ

এখন তো ক্রিকেটে কত কী! রণ-কৌশল সাজানোর জন্য কত প্রযুক্তি কত সফটওয়্যার। তবে বিশ্বকাপ এখন এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে, অধিনায়ক টসে নামার আগে কোচরা শুধু একটা নির্দেশই হয়তো বাতলে দিচ্ছেন'যাও, টসটা জিতে এসো। আর হ্যাঁ, কী নিতে হবে জানো তো, টস জিতলে?' কী আবার, ব্যাটিং! টসে জিতুন, ব্যাটিং নিন, ম্যাচ জয় নিশ্চিত!

৫ জুলাই বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ ছিল আগে ব্যাট করা দলের জয় পাওয়ার টানা সপ্তম ঘটনা। বিস্ময়কর হলো, এ বিশ্বকাপে এটাই প্রথম হলো না। এর আগেও টানা সাত ম্যাচে জয় পেয়েছিল প্রথমে ব্যাট করা দল। ২০ জুন থেকে ২৫ জুনে পরে ব্যাট করা দলগুলো জয়ের কোনো সুযোগই পায়নি। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ২০ ম্যাচে ১৬টি দল আগে ব্যাট করে জয় পেয়েছে। এ সময়ে স্রোতের বিপরীতে যেতে পেরেছে মাত্র তিনটি দল। নিউজিল্যান্ড ও আফগানিস্তানকে পাকিস্তান হারিয়েছে পরে ব্যাটিং করে। আর শ্রীলঙ্কা আগে ব্যাটিং করেও হেরেছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে।

বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে চারটি ম্যাচ বৃষ্টির উদরপূর্তিতে লেগেছে। বাকি ৪১টি ম্যাচকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ২১ ম্যাচে পরে ব্যাট করা দল ১০ জয় পেয়েছে। ১০-১১হারটা সমান-সমান বলা যায়। কিন্তু পরের ২০ ম্যাচে সেটা নেমে এসেছে মাত্র ৪টিতে। ১৬-৪, এই হলো অনুপাত! বিশ্বকাপের প্রথম তিন সপ্তাহে আবহাওয়া একটু ঠান্ডা ছিল, উইকেটও তাজা ছিল এ সময়েই পরে ব্যাট করা দলগুলোর ম্যাচে ফেরার সুযোগ ছিল বেশি। কিন্তু ধীরে ধীরে উষ্ণতা বেড়েছে, উইকেটও ব্যবহৃত হয়ে পুরোনো হয়ে গেছে। এর ফলেই প্রথমে ব্যাট করা দলগুলোর অমন জয়রথ। বিশ্বকাপের ইতিহাসেই পরে ব্যাট করা দলের টানা ছয় ম্যাচের বেশি হারের রেকর্ড আছে মাত্র একটি। সেই কবে ১৯৮৩ বিশ্বকাপে প্রথম সাত ম্যাচে আগে ব্যাট করে জয় পেয়েছিল দলগুলো, সেবারও বিশ্বকাপও হয়েছিল ইংল্যান্ডে।

অথচ গত চার বছরে ইংল্যান্ডের ওয়ানডে ম্যাচগুলো এমন কিছুর আভাস দেয়নি। উইকেটগুলো একেবারে ফ্ল্যাট ছিল, ব্যাট করার জন্য ছিল দুর্দান্ত। এবং সেটা পুরো ১০০ ওভারেই একই রকম থাকত। ফলে তাড়া করতে নামা দলগুলোই বেশি সুবিধা পেত (লক্ষ্য জেনে নামার)। গত বিশ্বকাপের পর থেকে এ বিশ্বকাপের আগ পর্যন্ত পরে ব্যাট করে ৩২ ম্যাচে জয় পেয়েছে দলগুলো। আর আগে ব্যাট করে জয়ের দেখা মিলেছে মাত্র ২০ বার।

২০১৯ বিশ্বকাপেই প্রথমে ব্যাট করা দলগুলোকে এমন সুবিধা দিচ্ছে, যা খেলার মূল আনন্দের যে উৎসফল নিয়ে অনিশ্চয়তা, সেটাকেই নষ্ট করে ফেলছে। ২৭ জয়ের বিপরীতে মাত্র ১৪ হার। শুধু ১৯৮৭ সালেই এর চেয়ে ভয়ংকর পরিস্থিতি ছিল (১৯-৮)। গত তিন বিশ্বকাপে আগে ব্যাটিং বা পরে ব্যাটিং আলাদা করেপ্রভাব ফেলেনি। ২০০৭ বিশ্বকাপে ছিল সমানে সমান (২৫-২৫)। ২০১১ বিশ্বকাপে ব্যাটিং এগিয়েছিল (২৪-২৩)। গত বিশ্বকাপে আবারও সমতা এসেছিল (২৪-২৪)।

বিশ্বকাপের শুরুতে আবহাওয়া দেখে প্রথমে ব্যাট করতে চায়নি অনেক দল। প্রথম ২১ ম্যাচে মাত্র চারবার ব্যাট করতে চেয়েছে দলগুলো। তাতে ২ জয় ও ২ হার। ওদিকে পরের ২০ ম্যাচে টসে জিতে ১৫বার ব্যাটিং বেছে নিয়েছে দলগুলো, তাতে ১২টি জয়! ৮০ ভাগ সাফল্য।

EXPRESSION OF INTEREST

In continuation of this office Expression of Interest (EOI) vide No.F.14 11/TW/Coaching / 2019-20/7310 dated 21st June, 2019, it is hereby informed to all concerned that last date of receiving proposal is extended till 12th July, 2019 up to 15:00 hours. Others terms & conditions as available in the website www.twd.tripura.gov.in will remain unchanged.

ICA/D/490/2019-20

(T. Darlongt)
Director, Tribal Welfare
Govt. of Tripura

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল: rainbowprintingworks@gmail.com

বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের সেরা একাদশে থাকবেন এরা সবাই

লন্ডন।। নিশ্চিত হয়েছে সেমিফাইনালের চার দল। গ্রুপ পর্বে কারা ভালো খেললেন? সমর্থকদের প্রত্যাশা পুরোপুরি মেটাতে পারলেন কারা? তাঁদের মধ্য থেকে সেরা একাদশ বাছাই করার চেষ্টা করেছে প্রথম আলো। ক্রিকেট বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ওঠার লড়াই শেষ হয়েছে। আগামীকাল প্রথম সেমিফাইনাল খেলতে নামবে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। ১১ তারিখে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। আরও ছয় দল সেমিতে ওঠার লড়াইয়ে নেমেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হলেও সেসব দলের অনেকেই ক্রিকেটীয় নৈপুণ্যে মুগ্ধ করেছেন ক্রিকেট বিশ্বকে। দশ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে কোন ১১ জন সবচেয়ে বেশি ভালো খেলেছেন? বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের সেরা একাদশটা কেমন হতে পারে? আসুন দেখে নেওয়া যাক!রোহিত শর্মা (ভারত, ৮ ম্যাচে ৬৪৭ রান)এই বিশ্বকাপে এর মধ্যে নিজেকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন ভারতের ওপেনার রোহিত শর্মা। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চোটে পড়ে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে যায় ওপেনিং সঙ্গী শিখর ধাওয়ানের। নতুন সঙ্গী লোকেশ রাহুলকে নিয়ে দুর্দান্ত খেলছেন রোহিত। আট ম্যাচে পাঁচ সেঞ্চুরি করেছেন এই তারকা! এক বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি ও বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ড এখন রোহিতের। ৮ ম্যাচে ৯২.৪২ গড়ে ৬৪৭ রান। ভাবা যায়!

ডেভিড ওয়ার্নার (অস্ট্রেলিয়া, ৯ ম্যাচে ৬৩৮ রান)নিষেধাজ্ঞা থেকে ফিরে আসা ওয়ার্নার এই বিশ্বকাপকে বেছে নিয়েছেন নিজেকে আরও একবার নায়ক হিসেবে তুলে ধরার মঞ্চ হিসেবে। ৯ ম্যাচে ৭৯.৭৫ গড়ে ৬৩৮ রান করে ফেলেছেন। এর আগে কোনো ওয়ানডে সিরিজে এত রান করেননি। এর মাঝে সেঞ্চুরি করেছেন তিনটি। বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৬৬ রানের ইনিংসটা এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ। ধুমধাড়াক্কা ব্যাটসম্যান হিসেবে পরিচিত য়ার্নার এবার নিজেকে বদলে দীর্ঘ ইনিংস গড়ার পেছনে মনোযোগ দিচ্ছেন। আউট হওয়ার আগে ন্যূনতম ৮৯ বল খেলছেন এই বিশ্বকাপে।

জনি বেয়ারস্টো (ইংল্যান্ড, ৯ ম্যাচে ৪৬২ রান)

প্রায় প্রত্যেক ম্যাচেই ব্যাট হাতে দুর্দান্ত সূচনা করেছে রয়-বেয়ারস্টোর ওপেনিং জুটি। মাঝের দুটি ম্যাচে জেসন রয় না থাকলেও বেয়ারস্টোর ব্যাট হেসেছে নিয়মিতই। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ডাক মেরে টুর্নামেন্ট শুরু করা বেয়ারস্টো প্রতি ম্যাচে আস্তে আস্তে উন্নতি করেছেন। প্রথম রাউন্ডের শেষ দিকে ইংল্যান্ডের সেমিতে ওঠা নিয়ে যে হালকা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা তুড়ি মেরে ইংল্যান্ড উড়িয়ে দিতে পেরেছে বেয়ারস্টোর ব্যাটে চড়েই। নিউজিল্যান্ড ও ভারতের বিপক্ষে দুটি সেঞ্চুরি করে দলকে নিয়ে গেছেন সেমিতে।

কেন উইলিয়ামসন (নিউজিল্যান্ড, ৭ ইনিংসে ৪৮১ রান ও ২ উইকেট), অধিনায়কনিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপে উইলিয়ামসন যেন আশার বাতিঘর। নিউজিল্যান্ডে যত রান করেছে, তার ৩০.২৩ শতাংশ উইলিয়ামসনই করেছেন। শেষ চার বছরে দশ রান করার আগে উইলিয়ামসন আউট হয়েছেন মাত্র দশবার। এই বিশ্বকাপেও উইলিয়ামসনের ব্যাটে চড়েই আফগানিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। উইলিয়ামসন ন্যূনতম ৫০ রান করতে পারেননি এমন ম্যাচগুলোতে শুধু বাংলাদেশের বিপক্ষেই জয় পেয়েছে তারা।

সাকিব আল হাসান (বাংলাদেশ, ৮ ম্যাচে ৬০৬ রান ও ১১ উইকেট)অবিস্মরণীয় এক বিশ্বকাপ কাটিয়েছেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। দুর্ভাগ্য, তাঁর অতিমানবীয় পারফরম্যান্সের পরেও বাংলাদেশ সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি। একজন অলরাউন্ডারের কাছে স্বপ্নের বিশ্বকাপ বলতে যা বোঝায়, সাকিব ঠিক তেমন বিশ্বকাপই কাটিয়েছেন। টানা দুই সেঞ্চুরি করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। এর মধ্যে গেইল-রাসেলদের বিপক্ষে করা সেঞ্চুরিটা টুর্নামেন্টের চতুর্থ দ্রুততম। বল হাতে একই রকম কার্যকরী ছিলেন সাকিব। যখনই দরকার হয়েছে, দলকে ব্রেক-থ্রু এনে দিয়েছেন। ১১ উইকেট নিয়েছেন বল হাতে। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্বকাপের ম্যাচে পাঁচ উইকেটও নিয়েছেন তিনি। বিশ্বকাপ ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ন্যূনতম ১০০০ রান ও ৩০ উইকেট নিয়ে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন সাকিব। বাংলাদেশ সেমিফাইনালে উঠলে হয়তো টুর্নামেন্ট সেরাও হয়ে যেতে পারতেন এই অলরাউন্ডার!

বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড, ৯ ম্যাচে ৩৮১ রান ও ৭ উইকেট)তাঁকে কেন আদর্শ পেস বোলিং অলরাউন্ডার বলা হয়, এই বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ডে বেন স্টোকস সেটা বেশ ভালোভাবেই বুঝিয়েছেন। এমনিতেই ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ বেশ লম্বা। কিন্তু যেদিন ইংল্যান্ডের অধিকাংশ ব্যাটসম্যান তেমন কিছু না করে আউট হয়ে যান? হাল ধরেন স্টোকস। দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বিরুদ্ধে তাই ব্যাট হাতে উদ্দীপ্ত স্টোকসকে দেখেছে বিশ্ব। তা ছাড়া মাঝে মধ্যেই বল হাতে দলকে গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক থ্রু এনে দিয়েছেন। বাংলাদেশের বিপক্ষে উইকেটে থিতু হওয়া সাকিব আর মোসাদ্দেকের উইকেট দুটি নিয়ে হিসেবে আবির্ভূত হন স্টোকস।

অ্যালেক্স ক্যারি (অস্ট্রেলিয়া, ৯ ম্যাচে ৩২৯ রান, ১৭ ক্যাচ, ২ স্ট্যাম্পিং)অস্ট্রেলিয়ার সেমিতে ওঠার পেছনের নায়কদের কথা বলতে গেলে উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান অ্যালেক্স ক্যারির নাম বেশ পরেই আসবে। কিন্তু নিজের কাজটা করে চলেছেন নীরবে-নিভৃতে। এর মধ্যেই ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ইনিংসের শেষ দিকে তাঁর ঠান্ডা মাথার ব্যাটিং না থাকলে হয়তো আজ সেমিতেই খেলা হতো না অস্ট্রেলিয়ার। ৫ উইকেটে ৭৯ রান দলের, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এমন অবস্থায় নেমেছিলেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও ৯২ রানে ৫ উইকেট হারানো দলের ভার নিয়েছেন। উইকেটের পেছনেও দুর্দান্ত। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের সেরা দলের উইকেটরক্ষকও তাই ক্যারি।মোহাম্মদ আমির (পাকিস্তান, ৯ ম্যাচে ১৭ উইকেট)প্রাথমিক দলে মোহাম্মদ আমিরকে রাখাই হয়নি! বিশ্বকাপের আগে ১৪ ইনিংসে মাত্র ৫ উইকেট পেয়েছিলেন আমির। সেই আমিরই পাকিস্তানের সেরা বোলার! বাংলাদেশের বিপক্ষে শাহিন আফ্রিদি জ্বলে উঠেছিলেন, বাকি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বোলিং আক্রমণ বলতে গেলে একাই সামলাচ্ছেন আমির। বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচটার আগে যেখানে বাকি পাকিস্তানি বোলাররা ৫২.৭ গড়ে ২১ উইকেট নিয়েছিলে, সেখানে আমির একাই ১৪.৬ গড়ে তুলে নিয়েছিলেন ১৬ উইকেট! অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩০০ ছাড়ানো ইনিংসে ১০ ওভারে মাত্র ৩০ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন।

মিচেল স্টার্ক (অস্ট্রেলিয়া, ৯ ম্যাচে ২৬ উইকেট)এ বিশ্বকাপে মিচেল স্টার্কের বোলিং দেখলে চরম ক্রিকেট বিদ্বেষী মানুষটাও পেস বোলিংয়ের প্রেমে পড়ে যেতে বাধ্য। এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট (২৬) নেওয়ার গ্লেন ম্যাকগ্রার রেকর্ডে এর মধ্যেই ভাগ বসিয়েছেন। হাতে যেহেতু অন্তত এক ম্যাচ আছে, রেকর্ডটা স্টার্কের হয়ে যাওয়ারই কথা। ইনিংসের যেকোনো সময়ে প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যান উইকেটে গেড়ে বসলেই অধিনায়ক ফিঞ্চ বল তুলে দিয়েছেন স্টার্কের হাতে। স্টার্কও উইকেট নিয়েছেন সমানে। স্টার্কের গতিঝড়ে উড়ে গিয়েছেন একের পর এক ব্যাটসম্যান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচগুলোতে বলতে গেলে স্টার্ক একাই বোলিং দায়িত্ব সামলেছেন। আর স্টার্কের গতিতেই বিশ্বকাপ নিজেদের ঘরে রেখে দেওয়ার সাহস পাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া।

ইমরান তাহির (দক্ষিণ আফ্রিকা, ৯ ম্যাচে ৮ ইনিংসে ১১ উইকেট)

ইংলিশ কন্ডিশনে এখন পর্যন্ত পেস বোলারদের জয়জয়কার দেখেছে বিশ্বকাপ। পেস বোলারদের দৌরাত্ম্যে সাকিব ছাড়া শুধু আরেক স্পিনার নিজের কাজটুকু ঠিকঠাক করতে পেরেছেন, তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ইমরান তাহির। ৮ ইনিংসে মাত্র ১১ উইকেট নিলেও, নজর কেড়েছে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাহিরের উইকেট নিতে পারার ক্ষমতা। প্রায়ই অধিনায়ক ফ্যাফ ডু প্লেসি তাঁকে দিয়ে বোলিংয়ের উদ্বোধন করাতেন। আর তাতে সফলও হয়েছেন তাহির। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের প্রথম ওভারেই জনি বেয়ারস্টোর উইকেট নেওয়াটা তারই উদাহরণ। অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সময়ে উইকেট এনে দিয়েছেন।

যশপ্রীত বুমরা (ভারত, ৯ ম্যাচে ১৭ উইকেট)বিশ্বের এক নম্বর বোলার বুমরা দেখিয়ে দিচ্ছেন, কেন সব বোলারদের ওপরে তিনি। ইনিংসের শেষ ওভারগুলিতে বুমরার বলে রানই নিতে পারছেন না ব্যাটসম্যানরা! ইয়র্কারের যে কত রকম ধরন হতে পারে, বুমরা দেখিয়ে দিচ্ছেন এবার। উইকেটের দরকার হলেই, বা প্রতিপক্ষের রানে বাঁধ দেওয়ার দরকার হলেই ডাক পড়ছে বুমরার। বুমরার বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং প্রশংসা কুড়িয়েছে ওয়াসিম আকরাম, ব্রায়ান লারার মতো কিংবদন্তিদের। আট বছর পর ভারত বিশ্বকাপ জেতার যে আশা করছে, তার অনেক বড় কান্ডারি বুমরা।

স্ট্যান্ডবাই: অ্যারন ফিঞ্চ, বিরাট কোহলি, যুজবেন্দ্র চাহাল, লকি ফার্গুসন।

সেমিফাইনালে বৃষ্টি? পূর্বাভাসে খুশি-দুশ্চিন্তা দুটিই হবে ভারতের!

আগামীকাল ম্যানচেস্টারে প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, ম্যাচের একটি বড় অংশ বৃষ্টিতে ভেসে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে আগামীকাল খেলা মাঠে গড়াতে না পারলে বুধবার রিজার্ভ ডে তে মাঠে নামবে দুই দল।

দীর্ঘ গ্রুপ পর্ব শেষে আগামীকাল শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল পর্ব। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ভারতের জয় ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে অস্ট্রেলিয়ার হারের ফলে শীর্ষে থেকেই গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে ভারত। অস্ট্রেলিয়াকে টপকে শীর্ষে ওঠায় সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ হিসেবে নিউজিল্যান্ডকে পেয়েছে ভারত। কিন্তু আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, আগামীকালের সেমিফাইনালে বাগড়া দিতে পারে বৃষ্টি!যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ম্যানচেস্টারে আগামীকাল বৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে সংস্থাটি। বৃষ্টিতে পুরো ম্যাচ ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। খেলা হলেও নির্ধারিত সময়ে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। সে ক্ষেত্রে বৃষ্টির কারণে বেশ কিছু ওভার কমে আসতে পারে।ব্রিটিশ আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, ম্যাচ শুরু হওয়ার সময়ে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৫০ শতাংশ। স্থানীয় সময় বেলা ১টার পরে বৃষ্টি কিছুটা কমে আসতে পারে। ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা স্থানীয় সময় সকাল ১০টায়। সে ক্ষেত্রে ম্যাচের বেশ অনেকটা অংশ ভেসে যেতে পারে বৃষ্টিতে, এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া অধিদপ্তর। এ অবস্থায় ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারে ডাকওয়ার্থ-লুইস মেথড।বিবিসির আবহাওয়া প্রতিবেদনের পূর্বাভাসও অনেকটা একই কথা বলছে। স্থানীয় সময় সকাল ১০টার দিকে বৃষ্টি শুরু হওয়ার কথা জানাচ্ছে বিবিসিও। বেলা বারোটা থেকে দুইটা পর্যন্ত বৃষ্টির তীব্রতা বেশি থাকবে বলেও জানাচ্ছে তারা। বেলা তিনটার পর বৃষ্টি কমে আসতে পারে বলে জানিয়েছে বিবিসির আবহাওয়া প্রতিবেদন। সারা দিনে তাপমাত্রাও থাকবে বেশ কম। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠতে পারে বলে জানিয়েছে বিবিসি।গ্রুপ পর্বে দুই দলের ম্যাচটিও বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। খেলা না হওয়ায় এক পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিয়েছিল দুই দলই। তবে সেমিফাইনালে পয়েন্ট ভাগ করার সুযোগ থাকছে না। নক আউট পর্বে বৃষ্টি বাগড়া দিলে রিজার্ভ ডে এর ব্যবস্থা রেখেছে আইসিসি।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

সুস্থ সমাজ গড়তে সংযত জীবনযাপন দরকার : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। সুস্থ সমাজ গড়তে আধ্যাত্ম দর্শন, শান্তি ও সংযত জীবনযাপন দরকার। সুস্থ সমাজ তৈরি হলেই রাজ্য ও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। আমাদের দুঃখের মূল কারণ হলো লালসা। চাহিদা নয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সন্ধ্যায় আগরতলাস্থিত জগন্নাথ মন্দিরে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত 'জীবের দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার' বিষয়ে ধর্মসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে এই অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই ভগবান রয়েছেন। তাই ভোগ বিলাসকে সংযত করতে হবে। তবেই সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজে সুখী হতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, বিগত সরকারের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ৩৭ লক্ষ মানুষ বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় এনেছেন। আমরা একটা ভিশন ডকুমেন্টকে সামনে রেখে কাজ করছি। আমরা স্বচ্ছ নিয়োগনীতি তৈরি করেছি। বেকারদের কর্মসংস্থানে কৃষি, মৎস্য চাষ, প্রাণী পালন, পর্যটন ইত্যাদি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অথচ গত ২৫ বছরে চাকরির জন্য মিছিল মিটিং করতে হতো। বর্তমানে প্রশাসনে আমাদের রাজ্যের ৩ জন আই এ এস অফিসার রয়েছেন। আমরা প্রতি বছর সরকারি খরচে ২০ জন ছেলে-মেয়েকে আই এ এস ট্রেনিং-এর জন্য দিল্লিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের রাজ্যে রয়েছে একান্ন পীঠের এক পীঠ। আমরা আরও ৫০টি পীঠ তৈরি করবো। আগরতলা বিমানবন্দর থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে সাবম রয়েছে। এর মাঝেই রয়েছে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, ছবিমুড়া, নীরমহল আরও অনেক দর্শনীয় স্থান। ২০২০ সালের মধ্যে ফেনী সেতু তৈরি হয়ে যাবে। তখন অনায়াসে কক্সবাজারে গিয়ে সমুদ্রের অপরূপ দৃশ্য দেখা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তদের আবাস নির্মাণের জন্য ১২ কোটি টাকার একটি প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে।

আমাদের রাজ্যেও ধর্মীয় পর্যটন ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নে গুচ্ছ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

ধর্মসভায় বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা জনগণকে আধ্যাত্ম দর্শনে বিশ্বাসী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ব্যক্তি জীবনে দুঃখ যন্ত্রণাকে দূর করতে চাইলে আমাদের ধ্যান-তপস্যা করতে হবে। ধর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কলকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সদস্য সৌরভ আচার্য মহারাজ এবং নতুন দিল্লিস্থিত নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক বিষ্ণু মহারাজ। অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব জগন্নাথ মন্দিরে সন্ধ্যা আরতী করেন। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক ও সাংস্ক'তিক ব্যক্তিত্ব অগিকুমার আচার্য। ধন্যবাদ 'াপন করেন নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ পরিচালক সমিতির সহ-সম্পাদক জীতেন্দ্রিয় মহারাজ।

সারদাকান্ডে শতাব্দী রায়কে তলব করল ইডি

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স.) : সারদাকাণ্ড নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ শতাব্দী রায়কে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অর্থাৎ ইডি । আগামী ১২ জুলাই তাকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি জেলে গিয়ে দেবযানী মুখোপাধ্যায় এবং সুদীপ্ত সেনকেও জেরা করতে পারে সিবিআই। এর জন্য বারাসাতের বিশেষ সিবিআই আদালতের অনুমোদনও পেয়েছে তারা।

ওইদিন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে বেলা ১২ টার মধ্যে বীরভূমের দু'বারের সাংসদ শতাব্দী রায়কে ডাকা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, সারদার একটি সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ছিলেন শতাব্দী। ওই সংস্থার সঙ্গে আর্থিক লেনদেন হয় বলে দাবি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের। কী কারণে আর্থিক লেনদেন হয়েছে তা জানতেই তলব বলে খবর। সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির মামলায় এর আগেও শতাব্দী রায়কে ডাকা হয়।

সম্প্রতি সারদা ও রোজভ্যালি নিয়ে তৎপর হতে দেখা গিয়েছে সিবিআইকে। তৎকালীন বিধাননগর কমিশনারেটের একাধিক পদস্থ কর্তাকে দফায় দফায় জেরা করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । রাজীব কুমার, অর্ণব ঘোষ সহ চিটফান্ড তদন্তের জন্য রাজ্য সরকারের গঠন করা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের সদস্যদের ডেকে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তাঁদের রাজীব কুমার ও অর্ণব ঘোষ কি নির্দেশ দিতেন তা জানতে চাওয়া হয় । বহু চর্চিত লাল ডায়েরি ও পেন ড্রাইভ সমন্ধেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । রোজভ্যালি মামলায় গ্রেফতার করা হয় প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতাকে । গত শুক্রবারই সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন এবং প্রাক্তন সিপিএম নেতা লক্ষণ শেঠ। সারদা কাণ্ডে শুভাপ্রসন্নের যোগ রয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। একটি চ্যানেলে যুক্ত থাকার সুবাদে সারদা সংস্থার সঙ্গে কোনও আর্থিক লেনদেন হয়েছিল কিনা তা নিয়ে প্রায় ৪ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ চলে। ২০১৭ সালে জুলাইয়ে বীরভূমের সাংসদকে তলব করেছিল সিবিআই। তাঁর বাড়িতে গিয়ে প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআইয়ের অফিসাররা।

অন্যদিকে, সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ দেবযানী মুখোপাধ্যায়কে জেলে গিয়ে জেরা করতে পারেন গোয়েন্দারা। মাস খানেক আগে বারাসতের বিশেষ সিবিআই আদালতে সিবিআইয়ের তরফে আর্জি জানানো হয় তারা জেলে গিয়ে সুদীপ্ত সেন, দেবযানী মুখ্যোপাধ্যায়কে জেরা করতে চায়। কিন্তু সেই মামলা ঝুলে ছিল আদালতে। শুক্রবার বিচারক জেলে গিয়ে জেরার অনুমতি দিয়েছেন সিবিআইকে। গত আড়াই মাসে একাধিক প্রশাসনিক কর্তাকে জেরা করার পর যে তথ্য গোয়েন্দারা পেয়েছেন, তা মিলিয়ে দেখতে চাইছেন তাঁরা। বিশেষ করে রাজীব কুমার এবং অর্ণব ঘোষকে জেরার পর সিবিআই এই কাজে আরও তৎপরতা বাড়ায়। অর্ণব ঘোষকে যখন সিজিও কমপ্লেক্সে জেরা করছিলেন গোয়েন্দারা, তখন দেখা গিয়েছিল ট্রাঙ্ক ভর্তি নথি আসতে। অনেকে মনে করছেন, ওই জেরায় যা উঠে এসেছে, তা সুদীপ্ত সেন, দেবযানী মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যাচাই করে নিতে চাইছে সিবিআই।

গত কয়েক বছর ধরেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি বারবার করে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের কথা বলেছে। তাই সবকটি চিটফাণ্ড দুর্নীতিকে এক জায়গায় করে তদন্ত করছে ইডি এবং সিবিআই। সপ্তাহ খানেক আগেই একটি চিটফান্ড সংস্থার ১৬টি দফতরে হানা দিয়েছিল সিবিআইয়ের একটি বিরাট দল। এবার সেই তদন্তই আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন সিবিআই এবং ইডি-র অফিসাররা।

হোসিয়ারি কারখানায় আগুনে ক্ষতি কয়েক লক্ষ টাকা

তমলুক , ৮ জুলাই (হি. স.) : রবিবার রাত ১.৩০ টায় পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক থানা এলাকার গড়কিল্লায় শুক্রবারের হাট এলাকায় ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভুত হয়ে গিয়েছে একটি হোসিয়ারি কারখানা। এই ঘটনায় বেশ কয়েক লক্ষ টাকার মেশিন ও হোসিয়ারি মালপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কারখানার মালিক সুনিল গুছাইত জানিয়েছেন, রবিবার রাত ১২টা পর্যন্ত কারখানায় কাজ করে সমস্ত কর্মী বাড়ি গিয়েছিল। এরপর কারখানা এলাকা থেকে রাত প্রায় ১.৩০টা নাগাদ কারখানায় আগুন লেগে গিয়েছে জানিয়ে ফোন আসে। তিনি জানান, 'সাথে সাথে আমরা সবাই এসে কারখানা আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। তবে ততক্ষনে পুরো কারখানা ভষ্মিভূত হয়ে গিয়েছে'।

কারখানার ভেতরে থাকা সমস্ত মেশিন ও মালপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সুনীলবাবুর দাবী, দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কারণ রাতেরবেলায় জাম্পার নামিয়ে দিয়ে সবাই বাড়ি গিয়েছি। তাই শর্ট সার্কিটে আগুন লাগার কোন সম্ভাবনাই নেই। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য বাড়ছে এলাকায় বলেই অভি্যোগ তাঁর। অন্যদিকে নীলকন্ঠা অঞ্চলের প্রধান অশোক পাইক বলেন, সঠিক তদন্ত হোক। পুলিশ দুষ্কৃতীদের খুঁজে বার করুক। তমলুক থানায় অভিযোগ জানিয়েছে এই কারখানার মালিক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক বিশ্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে অনন্য ও অনুসরণীয় আ.ক.ম মোজাম্মেল হক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ০৮।। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক বিশ্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে অনন্য ও অনুসরণীয়। প্রতিবেশী এ দুটি দেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অবদান বাংলাদেশ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে সব সময়।

সোমবার বিকেলে মন্ত্রণালয়ের অফিস কে ভারতের হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস সৌজন্য সাাৎ করতে আসলে তিনি এসব কথা বলেন ।ভারত সরকারের সহযোগিতার স্মৃতি রায় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মিত্র বাহিনীর দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ঘোষণার স্থান এবং যৌথবাহিনীর কাছে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের স্থান সংরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ।মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের সম্মাননা জানানোর জন্য এক হাজার ৫৯৫টি ক্রেস্ট সংরতি আছে ।ভারত সরকার দ্রুততম সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এ সম্মাননা প্রদানের সুযোগ করে দেবে বলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন ।এছাড়া ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নাতি নাতনীদের শিা বৃত্তি প্রদানের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য তিনি ভারত সরকারের প্রতি আহবান জানান ।মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি, আর তাঁরই সুযোগ্য উত্তরাধিকার সফল রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী দেশরত শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ছয়ের পাতায় দেখুন

১৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ইয়াবা ও ফেন্সিডিল উদ্ধার করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। পাচারকারীদের নিত্যনতুন ফন্দি বিএসএফ জওয়ানদের অবাক করেছে। কলা গাছের ভেলায় করে পাচারের সময় বিএসএফ উদ্ধার করেছে ফেন্সিডিল ও ইয়াবা ট্যাবলেট। বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জীব কুমার জানান, নদীপথ ব্যবহার করে পাচারকারীরা বাংলাদেশে পাচারের ফন্দি বের করেছে। তবে, বিএসএফ-এর কড়া নজরদারীর কারণে পাচার সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।

তিনি জানান, সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থানাধীন শ্রীমন্তপুর বিওপি-র জওয়ানরা গোপন সূত্রে পাচারের খবর পেয়ে গোমতি নদীতে রবার বোটে চড়ে টহল দিচ্ছিলেন। ওই সময় কলা গছে দিয়ে তৈরি একটি ভেলা জওয়ানদের নজরে আসে। তাঁরা তখন কলা গাছের ভেলাটি নদীর চড়ে নিয়ে গিয়ে দেখতে পান, ওই ভেলায় করে ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ফেন্সিডিল পাচার করা হচ্ছিল। তিনি বলেন, একটি চটের ব্যাগের ভিতর ১৯০টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ৬০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার মূল্য ১ লক্ষ ৩ হাজার ৪১৫ টাকা।

সঞ্জীব কুমারের বক্তব্য, পাচারকারীরা এখন নদীপথ ব্যবহার করে পাচারে দক্ষ হয়ে উঠেছে। কারণ, ত্রিপুরা নদীপথে বাংলাদেশের সাথে যুক্ত। তাছাড়া, নদীপথে সবসময় নজরদারি রাখা খুবই কঠিন। তাই, পাচারকারীরা এখন নদীপথ পাচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে, বলেন তিনি। তিনি আরও জানান, উদ্ধারকৃত পাচার সামগ্রীগুলি সোনামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, কমলাসাগর সীমান্ত দিয়ে পাচারের সময় ২,৯৭৫টি ইয়াবা উদ্ধার করেছে বিএসএফ। এই খবর দিয়ে সঞ্জীব কুমার জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মধুপুর থানাধীন কমলাসাগর সীমান্ত এলাকায় টহলদারির সময় কিছু সন্দেহজনক গতিবিধি বিএসএফ জওয়ানদের নজরে আসে। এক পাচারকারী সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে পাচার করছিল। বিএসএফ জওয়ানরা তাকে থামতে বলার সাথে সাথেই পাচার সামগ্রীগুলি সেখানেই ফেলে রেখে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। তিনি জানান, ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বিএসএফ জওয়ানরা একটি প্যাকেটের ভিতরে ২,৯৭৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। যার বাজারমূল্য ১৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা। বিএসএফ জওয়ানরা পাচার সামগ্রী মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন, জানান তিনি।

প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবীতে জেলা শাসককে ডেপুটেশন সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী দল সিপিআইএম'র প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে পশ্চিম জেলার জেলাশাসকের কাছে সোমবার ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটি। জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র করের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই দাবি জানিয়েছেন। জেলা শাসক প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছেন। আগামী ২৭ জুলাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট গ্রহণ। ইতিমধ্যেই মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গেছে। শাসক দলের দমনপীড়ন ও রক্তচক্ষুর ভয়ে বিরোধী দলের প্রার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রার্থী দিতে পারেনি। ভয়ভীতি উপেক্ষা করেও যেসব আসনে বিরোধীরা প্রার্থী দিয়েছেন। সেইসব আসনের প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জোড়ালো দাবি উঠেছে। সিপিআইএম'র পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে রাজ্যে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য শাসক দল বিরোধীদের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। এ রাজ্যের ইতিহাসে এ ধরনের নজির নেই বলেও তারা উল্লেখ করেন। রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দল।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সিপিআইএম পশ্চিম জেলার সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, রবিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের দক্ষিণ চন্দ্রপুরে বিজেপি'র বাইক বাহিনী প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার চালাতে যায়নি। ওই এলাকায় সিপিআইএম'র প্রার্থীরা যাতে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে না পারে এবং যারা জমা দিয়েছে তারা যাতে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নেয় সেজন্য চাপ সৃষ্টি করতেই বিজেপি'র বাইক বাহিনী সেখানেই হানা দিয়েছিল বলে জানান পবিত্র কর। দক্ষিণ চন্দ্রপুর এলাকায় সিপিএম'র যথেষ্ট শক্তি রয়েছে। তাই ওই এলাকার দলীয় কর্মী সমর্থকরা পাল্টা জবাব দিয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন পবিত্র কর। সেখানে কোনও সুবিধা করতে না পেরে শাসক দল ধর্মনগর জেলা সদরে সিপিআইএম'র জেলা ও মহকুমা অফিসে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে। অসুস্থ প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত এবং পুরপরিষদের চেয়ারম্যান শক্তিপ্রসন্ন ভট্টাচার্যকে পিটিয়ে জখম করেছে।

এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

কঠোর নিরাপত্তায় কলাছড়া ব্লকে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৮ জুলাই ।। আজ উত্তর জেলার ৫৫ নং বাগবাসা বিধানসভার কেন্দ্রের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয় ।বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের কলাছড়া আর ডি ব্লকের অন্তর্গত পঞ্চায়েত গুলো বরুয়া কান্দি, আলগাপুর, রাগনা, সাকাইবাড়ি, এবং বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পঞ্চায়েত গুলির মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয় আজ। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে চলে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া। গতকাল পশ্চিম চন্দ্রপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা আরো কঠোর করে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে ।পুলিশ ডি এস আর ও বি এস এফ বাহিনী দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে গোটা কালাচড়া ব্লক চত্বর। আজ মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসেছেন বিজেপির প্রার্থীরা সঙ্গে ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাদক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেন। তাছাড়া ছিলেন নারীনেত্রী রুপালি আধিকারিক ,সমাজ সেবক অলকেশ আদিত্য ও অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব থেকে শুরু করে দলীয় তৃণমূল স্তরের কর্মীরা। কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার কারণে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল নিরাপত্তা বাহিনী। স্বয়ং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সূত্রধর উপস্থিত ছিলেন কালাছড়া ব্লকে।

বাংলাদেশের কাপ্তাইতে পাহাড়ে ধস, শিশু-সহ মৃত্যু দু'জনের

ঢাকা, ৮ জুলাই (হি.স.): দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নের কলাবাগান এলাকায় পাহাড় ধসে মৃত্যু হল শিশু-সহ দু'জনেরউ সোমবার দুপুর ১.৩০ মিনিট নাগাদ পাহাড় ধসের ঘটনাটি ঘটেছেউ মৃতদের নাম হল, তাহমিনা আক্তার (২৫) ও উজ্জ্বল মল্লিক (৩)উ ধসের নীচে আরও বেশ কয়েকজন চাপা পড়ে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় স্থান হল রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলাউ কাপ্তাই থানার ওসি (তদন্ত) নুরুল আনোয়ার জানিয়েছেন, সোমবার দুপুর ১.৩০ মিনিট ছয়ের পাতায় দেখুন

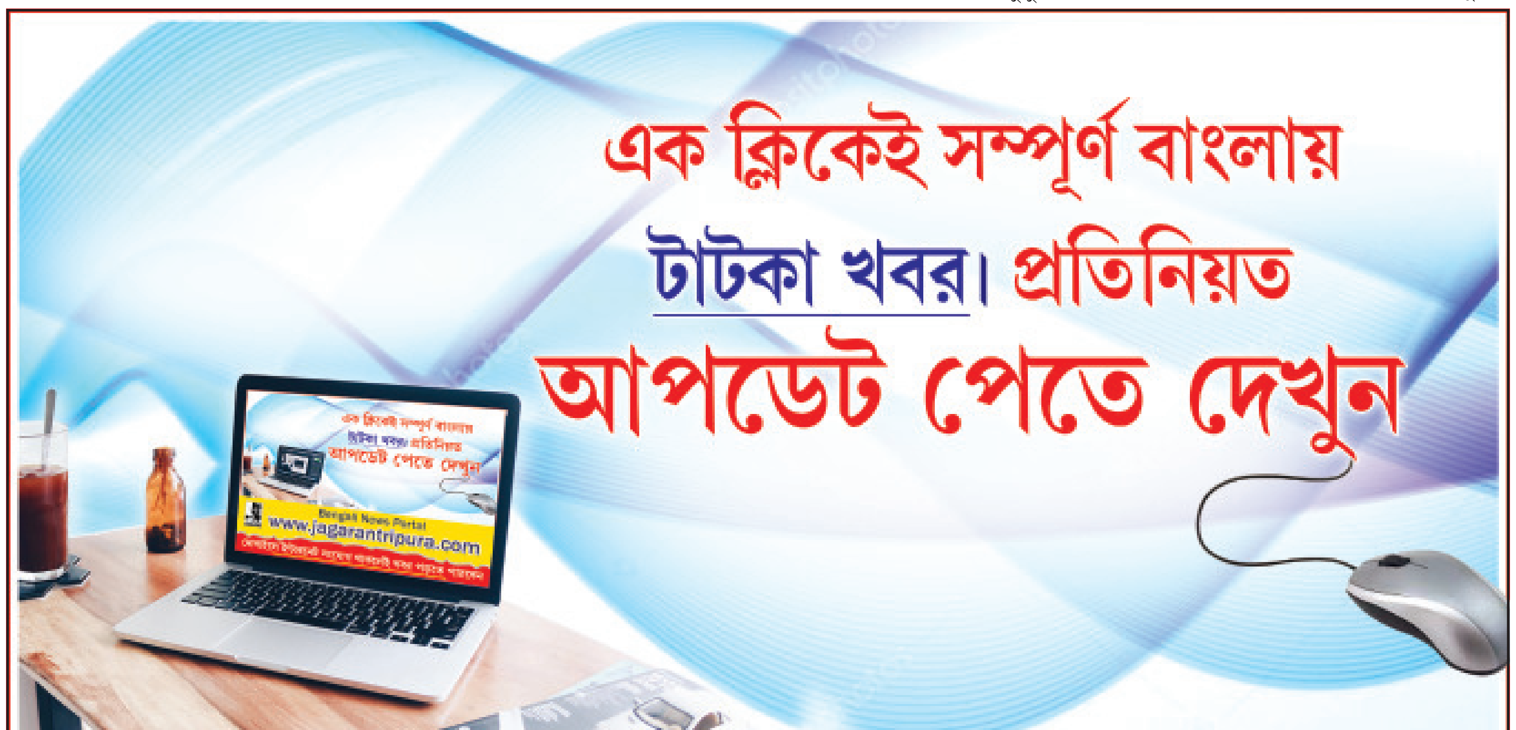

যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। সোমবার সন্ধ্যায় চড়িলাম পরিমল চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকায় একটি মারুতি ভেন জিবি হাসপাতাল থেকে রোগি নিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনা গ্রস্ত হয় ।জানা গেছে,গাড়ির চালকের ঘুম লেগে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা। আহত হয়েছে তিনজন। এর মধ্যে মারুতি চালক হাসপাতাল থেকে পুলিশ আসার আগেই পালিয়ে যায় ।কিন্তু গাড়িতে থাকা অপু সরকার(৩৫), এবং শিউলি সরকার (২৬) দুজনের মারাত্মক ভাবে রক্তাক্ত হয়। তাদের বাড়ি মেলাঘরের সাউথ নলছড়, এলাকায়। আহত শিউলির সন্তান প্রসব হয়েছিল জিবিতে,আজকে ছুটি হয় তার। কিন্তু তার শিশু সন্তানের কোন ক্ষতি হয়নি বলে জানা গেছে। তবে পুলিশ বিশ্রামগণ থানায় একটি দুর্ঘটনার মামলা নথিভুক্ত করেছে।

লামডিং ডিভিশনে ৫৬ ঘন্টার জন্য বহু ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৮ জুলাই ।। আজ থেকে আসামের লামডিং রেল ডিভিশনের ৫৬ ঘন্টার জন্য অনেকগুলো ট্রেন বাতিল করা হয়। লামডিং থেকেই ইবাইপুরের মধ্যে ডবল ট্রেক নির্মাণের জন্য রেল বিভাগের এই সিদ্ধান্ত। অনেকগুলো ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয় এবং অনেকগুলি ট্রেনের যাত্রা বাতিল করা হয় ।৫৫৬১৫/১৬ নম্বরের যাত্রীবাহী প্রথম ট্রেনটি শিলচর থেকে লামডিং চলবে। লামডিং থেকে আলিপুরদুয়ার ট্রেনটি আজ থেকে হুজাই থেকে আলিপুরদুয়ার চলবে। তাছাড়া বাতিল করার ট্রেন গুলির মধ্যে হল শতাব্দি, জনশতাবদি, নাগাল্যান্ড এক্সপ্রেস, বিজি এক্সপ্রেস, রঙ্গিয়া এক্সপ্রেস, মরিয়ানি এক্সপ্রেস ইত্যাদি।

ধর্মনগরে হামলার প্রতিবাদে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৮ জুলাই ।। গত ৭-৭-১৯ তারিখে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর দ্বারা বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে আজকের এই বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল ।গতকাল ধর্মনগর মন্ডলের পশ্চিম চন্দ্রপুরে বিজেপি কর্মীদের উপর সিপিএমের অতর্কিত ভাবে নৃশংস হামলা ও লাল সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আজ কদমতলা কুর্তি মন্ডলের উদ্যোগে কদমতলা বাজারে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন উত্তর জেলা কিষান মোর্চা সহ-সভাপতি সুব্রত দেব কদমতলা মন্ডল সভাপতি ভিদ্যা ভুষণ দাস মন্ডল এর সাধারণ সম্পাদক রাজা ধর প্রমুখ। এই বিক্ষোভ মিছিল বিজেপি মন্ডল অফিস থেকে শুরু হয় সমগ্র বাজার পরিক্রমা করে মন্ডল অফিসের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

অন্ধ্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ মমতার

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স) : আজ ৮ জুলাই, অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডির ৭০ তম জন্মবার্ষিকী। সোমবার এই বিশেষ দিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটের মাধ্যমে এই শ্রদ্ধার্ঘ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য।' ১৯৪৯ সালে ৮ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে ২ সেপ্টেম্বর হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায়, মাত্র ৬০ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তাঁর।

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীত্ব পদের সঙ্গেই তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। পুলিভেন্দুলা বিধানসভা থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভায় ছয় বার নির্বাচিত রাজশেখর রেড্ডি, কুদ্দাপা লোকসভা কেন্দ্র থেকে ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ লোকসভায় নির্বাচিত হন। ২০০৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের একাধিক জেলায় তিনমাসব্যাপী এক পদযাত্রা করেন তিনি। ২০০৪ সালের ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।